

262

সৃষ্টি পত্র ।

	পৃষ্ঠা
পলাশির যুদ্ধের কথা	১৪৫
সেরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর কথা	১৪৬
কলিকাতা নগরের কথা	১৫৫
ঢাকা জালালপুরের কথা	১৬১
মুর্শিদাবাদের কথা	১৬৪
বেহারের কথা	১৬৬
গুরা নগরের কথা	১৬৮
বারানসী প্রদেশের কথা	১৬৯
কাশী নগরের কথা	১৭১
লোকী নগরের কথা	১৭৪
আগরা প্রদেশের কথা	১৭৬
আগরা নগরের কথা	১৭৭
দিল্লী প্রদেশের কথা	১৮১
দিল্লী নগরের কথা	১৮৩
লাহোরের কথা	১৮৬
যাবা উপত্যাকার কথা	১৯১
ইংরাজি ব্যর্থক	১৯২
জানপ্রাপ্তি ও রক্ষা করণের যে উত্তম উপায় তাহার কথা ..	১৯৩

৪৯। নূতন ২ দর্শনোদ্ধার কথা ।

প্রত্যেক ব্রী ও পুরুষের অন্তঃকরণেই বিবিধ বা নূতন ২ বিষয় জানিবার ও দেখিবার ইচ্ছা থাকে, এই ইচ্ছাকে আমরা অনেক বার অনর্থক বলি বটে কিন্তু বিবিধ জ্ঞান চেষ্টাতে প্রবৃত্তিদায়ি আমাদের অন্তঃকরণে এই ইচ্ছা যদি আমাদের অন্তঃকরণেইতে দূরীকৃত হয়, তবে আমরা যে পৃষ্ঠা পাঠ করিতেছি, তাহাতে নিদ্রিত থাকিব, তাহাইতে আর অধিক পাঠ করিতে চাহ না; এবং যে স্থানে জগৎগুহন করিয়াছি, সেই স্থান ও তদ্ব্যবস্থা বস্তু ব্যতিরিক্ত আর কোন স্থান ও বস্তু দর্শনে আমাদের প্রবৃত্তি হইবে না ।

আমরা এই ইচ্ছা দ্বারা নানা দেশ ভ্রমণ করিতে উদ্যোগী হই, তাহা স্বাভাবিক মন্দ নহে, ব্যতিরিক্ত হইলেই মন্দ হয়; অতএব তাহাকে বশীভূত করিয়া রাখি, তাহাতে অনেক ফল প্রাপ্ত হইরা; অর্থাৎ তোমরা নানা প্রকার ভাষা শিখিতে পারিবা, ও নানা দেশের ব্যবস্থা ও ব্যবহার জানিতে পারিবা, এবং কোন দেশের ক্রিয়াকলাপ ও সুখভোগ তাহা বুঝিতে পারিবা, এবং সাক্ষরপেতে শিক্ষিতা ও সাহস প্রাপ্ত হইবা, এবং অন্যান্য দেশীয়দের সহিত আলাপ করিতে তোমাদের মন প্রস্তুত হইবে, এবং মাতামহী ও পিতৃশ্রমী ও স্বাক্ষর কথার বশীভূত থাকিবা না, কিন্তু নূতন ২ বস্তু দর্শন ও পুরাতন বস্তুর নূতন দীপ্তিতে দর্শনদ্বারা তোমাদের বুদ্ধির বৃদ্ধি হইবে, এবং দৈবের নূতন প্রকার

বস্তুর আবাসন করিয়া বি ভাল তাহা জানিতে পারিবা,
এবং নানা মনুষ্যের নানা ব্যবহার ও বিদ্যা বিবেচনা
করিয়া কি মত তাহা জানিবা; এবং লোকদের নানা
প্রকার ইচ্ছা ও আচরণের যে ভেদ তাহা বিবেচনা
করিয়া আপনাদের ইচ্ছা ও আচরণ ভাল করিতে
পারিবা।

৫০। পরিহাসের কথা।

লোকদের মধ্যে অনেক দুঃখ ও মূঢ়তা আছে,
এই কারণ সর্বদা পরিহাসের যোগ্য অধিক কথা হয়;
এই সময়ে নিন্দা ও হিংসা প্রকাশ করণের অনেক
মুখোপায় আছে, তাহাতে যাহারা কৌতুকী তাহারা এই
মুখোপায়ে মহানন্দিত হইয়া আপনঃ অহংকার প্রকাশ
করে ও দেব সিদ্ধ করে। এবং অপর লোকদের অসঙ্গত
কথা ও ভ্রান্তিয়ারা আপনাদের এক মনুষ্য নিদান করে,
এবং পাপের ত্রুটি ও অজ্ঞানতা দেখাইয়া আপনঃ রুচি-
সম্পন্ন আধিক্য প্রকাশ করে। যাহারা অতি নীচ ও
অজ্ঞান তাহারাও অতি উন্নত লোককে পরিহাস
করিতে লক্ষ্য হয়।

সকলই বসতিস্থান ব্যতিক্রমিতে।

আপনাদের মত উচ্চ না পারে করিতে ॥

কোন কালের দেশ নাই যাহাদের উদয়।

তাহারাই সাধুনিন্দা করিবারে পারে।

বেকরের সোভ ভয়িক গর্জ এ উদয়।

তাহাদের পদ পরিহাসের কথা হয়।

কৌতুক লোকেরা যদি মনুষ্যদের সম্ভ্রম ও সংক্রিয়া বিষয়ে উপহাস না করিয়া কেবল অসঙ্গত ও অমুপযুক্ত জিয়ার বিষয়ে পরিহাস করে, তবে ভাল হয়, কিন্তু পরিহাসদ্বারা যে গুণের বিপরীত বর্ণন না হয়, এমন কোন গুণ নাই। কৌতুক দর্পণে সকলি আত্মকট বা মিথ্যা-রূপে দৃষ্ট হয়; তাহার। কৌতুক করে তাহার। বিপরীত বর্ণনা ব্যতিরেকে কোন কথা প্রকাশ করে না। দেখা পারিষৃত ধাতুতে যদি মল মিশ্রিত হয় তবে সে বিবর্ণ হইয়া ভ্রষ্টনীয় হয়। এইরূপে পরিহাসকারি লোক পরিমিত ব্যয়কে কৃপণতার লক্ষণরূপে বর্ণন করে, ও সাহসকে দুঃসাহসরূপে বর্ণন করে, এবং দাতাকে অপবায়ী বলে, ও ক্রমাবানকে অক্রম বলে, ও ধর্ম্মচিন্তাকারিকে উদাসীন বলে, এবং ধর্ম্মিকগণকে ধর্ম্মশ্রদ্ধা বলে।

ইহাতে ব্যঙ্গকারি লোকেরা অবশ্য এই উক্ত করিবেন; আমরা লোকদের দোষনিবারণ ও হিতের কারণ এবং ধর্ম্ম ও সত্যতার বৃদ্ধির কারণ এ সমস্ত পরিহাস করিয়া থাকি। কিন্তু আমি তাহাদিগকে ইহা কহিতে পারি, তাহার। যে ধর্ম্ম ও সত্যতার উপকার করিতে বাঞ্ছা করে, সেই ধর্ম্ম ও সত্যতা তাহাদের মিত্রতা ইচ্ছা করে না, ও তাহাদের এমনত উপকার বৃদ্ধ করে। সত্যতা এতদূশ লোককে কখন সহায় করে না, ও ধর্ম্ম এমনত বোকার উপকার পাইতে ইচ্ছা করে না। এই পরিহাস লম্বুপাশে গুরুদণ্ডরূপ ও কখন বা গুরুপাশে লম্বদণ্ডরূপ হয়। গুণবান ব্যক্তির যে ভ্রুটি ও অবিবেচনার ক্রিয়া তাহা ক্রমশঃই যোগ্য হয়, পরিহাসের যোগ্য

হয় না, এবং মহাপাতক স্থগিত ও গর্হিত হওনের বোঝা
হয়। যেহেতু অল্পরোগে মহাবীর্যবান ঔষধ ও মহা-
রোগে অল্পবীর্যবান ঔষধ, পরিহাস তদ্রূপ হয়।

১১। স্বামিত্বের বা অধিনারিত্বের কথা।

স্বামিত্ব রক্ষার্থে সকল লোকেই অভিনাব ও মত্ত
আছে। বাহাতে কেবল আমার অধিকার, অন্যের
অধিকার নাই তাহাতেই আমার স্বামিত্ব হয়; কিন্তু কি
কারণে ও কোন উপায়ে এইরূপ স্বামিত্ব লাভ হয় তাহা
বিবেচনা করণে অত্যন্ত লোক সচেতন হয়। আমরা
অধিকার পাইয়াই সন্তুষ্ট হই, কিন্তু ঐ অধিকার কেন
আমাদের হইল, তাহা আমরা বিবেচনা করিতে চাহি
না, করিলে আমাদের ঐ স্বামিত্বের কোন হানি জন্মিবে,
ইহা ভয় করি। আর যদি ব্যবস্থানুসারে প্রাপ্ত হই তবে
ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট হই, কিন্তু কেন এমনত ব্যবস্থা হইল
তাহা বিবেচনা করি না। যে জন পূর্বাধিকারী ছিল তাহা-
হইতে আমরা পাইলাম, কিম্বা পিতৃপিতামহাদিহইতে
পাইলাম, কিম্বা মূমূসু লোকের নিয়মপত্রদ্বারা পাইলাম,
ইহা জানিয়া আর কিছু বিবেচনা করি না; কিন্তু কাগজে
লিখিত অথবা বাক্যদ্বারা ভূমিতে আমার স্বামিত্ব হয়,
কিম্বা পিতা তাহা অধিকার করিয়াছিলেন একারণ তা-
হাতে পুত্রেরই স্বামিত্ব হয়, অন্যের অধিকার হয় না;
কিম্বা কোন ক্ষেত্রের বা বস্তাদির অধিকারী মূমূসু হও-
নাতো আপনার দিকটে দুখাদি আর রাখিতে না পারিয়া

পত্রগার। তাহাতে অন্যের স্বামিস্বত্ব স্থির করিতে পারে ; এই সমস্ত ন্যায় ব্যবহারানুসারে হয় না, কিন্তু সাধারণ ব্যবস্থানুসারে হয়। এই পুকার বিবেচনা করিতে সাধারণ লোকদের কিছু ইচ্ছাপাতি নাই। তাহার। যদি ব্যবহার মূলকারণ না জানিয়া তদনুসারে কৰ্ম্ম করে তবে ভাল হয়; কিন্তু ব্যবস্থা কেবল ব্যবহারার্থে হয়, তাহা নয়, তাহার যুক্তিসিদ্ধ হওয়া ও উচিত, ইহা যাহারা জানে এমন বিদ্বান লোকদের তাহার কারণ বিবেচনা করা উচিত ও প্রয়োজন বটে।

৫২। আখীনীনগরের কথা।

আখীরী য লোকেরা পিসিদ্ধান্তের কর্তৃত্বইতে আপ-
নাদিগকে মুক্ত করিলে পরে যে সময়ে দারা ও লবঙ্গিন
এই দুই আক্রমণকারি পারস্য রাজাকে পরাজয় করিল,
তৎকালে তাহার। আপনাদের যশরূপ পরজ্ঞাপিত্বের
উপস্থিত হইল। পরে তাহার। ক্রমে পঞ্চাশৎ বৎসর
পর্যন্ত সমুদ্রার যুনানী দেশের উপরে কর্তৃত্ব করিতে
লাগিল। তৎকালে তাহাদের বিবেচনা অতি সৎ হওয়াতে
তাহাদের মধ্যে নানা শিল্পবিদ্যা উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধি
পাইল। তাহাদের সাহসদ্বারা যে অত্যন্ত যশ হই-
য়াছিল, সেই যশেতে তাহাদের প্রাধান্য হইল, সেই
প্রাধান্য তাহাদের নিকটক রাজ্য হইল, তাহাতে নানা
শিল্পবিদ্যা শিথিলে তাহাদের অনেক অবকাশ হইল।
এ সময়ে গোরিকিন্দ মন্দির ও রত্নগৃহ প্রভৃতি মন্দির

বিধ গৃহধারণ নগরকে অতিরিভূষিত করিল। ফিদিয়স্ নামে এক ভাঙ্কর ঐ সময় গৃহ নির্মাণ করিল, এবং তাহার চতুর্দিকে এমনত সুন্দররূপে নানা মূর্তি নির্মাণ করিল যে তাহা দেখিয়া সমস্ত লোক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। তৎকালে পলিথোতস্ ও মৈরো চত্রকর ছিল, এবং সকলিস্ ও ইউরিপিদিস নাটকান নানা গুহকর্দা ছিলেন; তাহার অল্প দিন পরে লোকান্তিমের উৎপত্তি হইল। কিন্তু এই সৎসাবের সকল বস্তুরই বিকার হয়, সকল লোক ও সকল রাজ্য ক্ষয় পায়। ঐ রাজ্যের মধ্যে এমনত ইর্যা ও উচ্চপদাভিলাষ উৎপন্ন হইল যে তাহাদ্বারা যোর সৎগাম উপস্থিত হইল, তাহাতে কখন তাহারা ও কখন বা শত্রুরা জয়ী হইলে ক্রমে ২ লাসী-দীম্নীয় লোকদ্বারা আধীনীয় লোকদের পরাক্রম হ্রাস হইল, পরে খীবীয় লোকদের ইপামিন্দ্রাস নামক সেনা-তিহার আরো হ্রাস হইল শেষে মাকিদোনিয় কি-রপ রাজাদ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল।

যদ্যপি তাহাদের রাজ্য বিনষ্ট হইল, তথাপি শাস্ত্র-বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যাতে তাহাদের অনুরাগ বিনষ্ট হইল না, ইহা জগৎস্থ সকল মনুষ্যের লাভজনক হইল। তাহাদের রাজ্যের অবসন্নতার সময়ে সোক্রাতিসের শিক্ষা দিনকন ও প্রেতো দুই জন উৎপন্ন হইল, ঐ প্রেতোর শিক্ষাদল প্রাচীন পারিশালা নামে বিখ্যাত হইল। তাহাদের মধ্যে আরিস্তটল নামক যে শিল্প লেখ্যাসনি কোন নূতন বিদ্যা প্রকাশ না করিয়া, তাহারই প্রাচীন গুণের মধ্যে যে আশ্চর্য্য ও দুর্জয়ের কথা লিখিয়াছিল, তাহাই

শূদ্রশ্রমসঙ্গে ও উত্তম বিবেচনাতে স্নেহ করিল। এবং
 সিনো নামক স্নেহের যে শিষ্ট, তাহার মত স্নেহের
 স্নেহইতে কেবল এই এক কথাতে বিভিন্ন ছিল, সদ্ব্যপ
 বিনা কিছুই উত্তম নাই, ও পাপ বিনা কিছুই মন্দ নাই,
 তন্নিম্ন সকল বিষয় গুণবিহীন, ইহা তাহার মত ছিল। এই
 সিনো ও আরিস্তুতল উভয়েই যুক্তিদর্শনবিদ্যাতে নিপুণ
 ছিল, কিন্তু সিনো বিশেষরূপে নিপুণ ছিল। আর আরি-
 স্ততল অমিশ্রিত প্রোটিবাদে, কিন্তু সিনো মিশ্রিত প্রোটিবাদে
 নিপুণ ছিল। তাহারা অন্য বহুমান লোকদের ন্যায় আ-
 ছিক্কিকীর সহিত বক্তৃতা বিদ্যার শিক্ষা দিল। লোকদের
 মনে প্রবর্তি জন্মাওনার্থে এই উভয়েরই প্রয়োজন আছে,
 ইহা তাহাদের মত ছিল। সিনো এক উপমার দ্বারা এই
 দুই বিদ্যার শক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, অমিশ্রিত
 আছিক্কিকীশক্তি দ্বারা মনুষ্যের কথা মূর্খের ন্যায়; কিন্তু
 তাহার মিশ্রিত শক্তি দ্বারা চপেটের ন্যায় হয়।

৫৩। শেরখানের কথা।

তাহার রাজা অতিমুখ্যাত শেরখানকে বধ করিতে
 মনস্থ করিলে মানসিংহ ও কয়েক সাহায্য করিতে হা-
 কার করিল মা, একারণ তিনি তৎকাল সাপনার্থে কুতুব-
 উদ্দিনকে বাঙ্গালার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া
 পাঠাইলেন। এই উদ্দেশের কারণ এই, শেরখানের
 মেহর-উল-নিস্সা ভারতবর্ষের মধ্যে তৎকালে পলায়
 বুদ্ধরী ছিল, এবং তাহার স্বামী শেরখান অতিউচ্চসম্মান

কিন্তু যখন তিনি তাহাদের বিবাহ হওনের পূর্বে বুঝ-
লেন তাহাদের এই সুন্দরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। পরে
এই সুন্দরীর সহিত শের শেরখানের বিবাহের সম্বন্ধ তৎ-
ক্ষণেই আপনার সহিত বিবাহ হইল, তিনি আপন পিতা
আকবর রাজার নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু
মহারাজ নিম্ন পুত্রের নিমিত্তে এই অবিচার করিতে স্বী-
কার না করাইত এই সুন্দরী শেরখানের পত্নী হইল। তা-
হাতে তাহাদের তাহাকে বিমল করিতে অনেক প্রকার
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শেরখানের অত্যন্ত সাহস ও বল-
পুষ্ট সে সমস্তই বিফল হইল। পরে শেরখান রাজ-
সভাতে আপনার রক্তা অসম্মত জান করিয়া আচার্য্য
সহিত বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গমানের প্রধান শাসনকর্তা
হইল। অনন্তর রাজা আকবরের পরলোক হইলে তা-
হাদের ভারতবর্ষের প্রভু হওয়াতে এই সুন্দরীর কারণ
দ্বারা পূর্বাশঙ্কা আরো জাগ্রতি বৃদ্ধি পাইল, তা-
হাতে তিনি দনপ্রাপণ পূর্বক এই সুন্দরীকে গৃহণ করি-
লেন, ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া কোন পকারে শেরখানকে
বিস্ম করিতে কুতূবকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া
প্রেম করিলেন। পরে কুতূব বঙ্গমানে আগমন করিলে
শেরখান তাহাকে অনুরজিয়া লইতে দুই জন অশ্বারোহী
সহিত বহিরাগমন করিল। তাহাতে সুবাদার অর্থাৎ
পূর্বক তাহার সঙ্গীত করিয়া হস্তির উপরে আরোহণ
করিল। কিন্তু পূর্বাশঙ্কিত এক জন পদাতি সুবাদারের
পরে শেরখানের অশ্ব আনিয়াছে এই কথা কহিয়া
তাহাকে আঘাত করিল, তাহাতে কুতূব বেগাবোধ

উপস্থিত হইলে তাহার। যে তাহার প্রাণ নষ্ট করি-
উমাত, ইহা শেরখান দেখিয়া বীরের ন্যায় মরিচা হইয়া
করিল। তাহার স্ত্রী যেমন অত্যন্ত সুন্দরী, সেও তৎপরা হইয়া
বলবান, ভারতবর্ষের মধ্যে ইহা সত্য নই জানিত। তাহা-
সে সাহস পূর্বক হস্তির প্রতি আক্রমণ করিলে শুবাদার
হস্তিহইতে নীচে পতিত হওয়াতে সে তাহাকে ছেদন
করিয়া দ্বিখণ্ড করিল, এবং অন্য পঞ্চ জন ভদ্রলোক আ-
সিয়া তাহার প্রতি আক্রমণ করিলে তাহারাও তৎপরা হইত
হইল। তাহাতে অবশিষ্ট লোকেরা চতুর্দিকে ঐ বীরকে
বেষ্টিত করিয়া দূরহইতে এমত তীর ও গুলী নিক্ষেপ
করিতে লাগিল, যে তাহা দ্বারা সে ক্ষতবিক্ত হইয়া অব-
শেষে পতিত হইল। অপর তাহার পত্নী স্বামির মৃত্যুর
শোকে পর্য্যবতী হইল, এবং কিছু দিন পরে রাজা জাহা-
ঙ্গিরের ভাৰ্য্যা হইল। পরে সৰ্ব্বলোকে সুবিদিত নূর্জহান
নাম ধারণ করিয়া ঐ নারী বহু বৎসর পর্য্যন্ত তাহার
লিখিত ভারতবর্ষের রাজ্য শাসন করিল।

৫৪। সেরাজউদ্দৌলার কথা।

১৭৫৬ শালের ১০ আপ্রিলমাসে সেরাজউদ্দৌলা
বঙ্গ ও বেহারের রাজা হইলেন। তৎকালে দিল্লির
মহারাজ এমত ক্রীণাবস্থাতে ছিলেন যে এক নূতন শুবা-
দার তাহাহইতে অনুজ্ঞা পত্র প্রার্থনা করণ অনাহুত
কাজ করিল। ঐ শুবাদার রাজ্যের প্রথমে মহারাজের
শিক্কা নেরাইশ মহম্মদের পত্নীর সর্বস্ব হরণ করিতে

নিম্ন প্রেরণ করিয়াছিল। তখন এই নারীর স্বামী বোডশ
 নামে শক্তির চাকার শাসনকর্তা হইয়া অপরিমিত ধনসঞ্চয়
 করিয়া কলিকাতায় গিয়াছিলেন সে নিজ ভূমিধনে অধিকারিণী
 হইয়া ধনরক্ষার্থে অল্পকাল সৈন্য নিযুক্ত করিল, কিন্তু
 তাহার প্রয়োজনের সময়ে তাহাকে পারিত্যাগ করিল।
 তাহাতে তাহার বড় সন্তোষ ছিল সমস্তই গুবাদারের
 দ্বারাতে বিরিরোধে প্রেরিত হইল, এবং এই নারীও
 দ্বন্দ্বমান হইতে দূরাকৃতা হইল। তৎকালে রাজবল্লভ
 নামে এই নেয়াইশ মহম্মদের নায়েব ছিল, সে মুসল-
 মানদের রাজ্যের রীতানুসারে সমুদয় দেশ লুট করিয়া
 প্রায় ধন সংগ্ৰহ করিল। ১৭৫৬ শালের প্রথমে নেয়া-
 ইশের মৃত্যু হয়, ইহা আমরা বর্ণনা করিয়াছি, এবং
 আলিবর্দি তখন সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেও জরাগ্রস্ত
 প্রায় হস্তবৃদ্ধি ছিল। অতএব তাহার পৌত্র সেরাজউদ্দৌ-
 লা রাজবল্লভের মূর্শীদাবাদে থাকিতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে
 কারাগারে বদ্ধ করিলেন। এবং ঢাকাতে তাহার সমস্ত
 সম্পত্তি হরণ করিতে চর প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহার
 পুত্র ককাদাস এই সংবাদ শুনিয়া তাবৎ ধনের সহিত
 পরিবার লোকদিগকে লইয়া গঙ্গাসাগর বা জগন্নাথক্ষেত্রে
 গীর্জযাত্রাভঙ্গে নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিয়া উপ-
 বিষ্ট হইল। ১৭ মার্চ তথায় আসিয়া এই নগরে বাস করি-
 ত তথাকার শাসনকর্তা দোক লাহেবের অনুমতি পাইয়া
 প্রায় মোটর সংবাদ প্রদান পর্য্যন্ত তথায় থাকিতে দ্বিষ্ট
 করিল। এখানে সেরাজউদ্দৌলা এই ধনের স্বামীর হস্ত
 হস্ত অতিবাহিত হইয়া ককাদাস যেন কিছু অপমান

নিকটে সমর্পিত হয়, এই নিমিত্তে কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ঐ দূতের নিকটে কোন বিখ্যাতজনক লিপি ছিল না, একারণ দোক সাহেব তাহাকে নগর-হইতে বহির্ভূত করিলেন।

অপর অত্যন্ত দিনের মধ্যে করামিদের সহিত ইং-রাজলোকদের যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, উত্তরপহইতে এই সম্ভবাদ উপস্থিত হইল। তৎকালে মান্দরাঙ্গা সমুদ্রতীরস্থ নানা স্থানে করামিদের অনেক জাহাজ ও সিপাহী লোক ছিল, এবং কলিকাতায় ইংরাজদের যত সৈন্য ছিল, চন্দননগরে তাহাদের তাহার দশগুণ সৈন্য ছিল, একারণ ইংরাজ লোকেরা আপন দুর্গ দৃঢ় করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সমাচার সেই সিংহাসনস্থ দুরন্ত বালকো কর্ণগোজর শীঘ্র উপস্থিত হইলে তিনি স্বাভাবিক ইংরাজদের দ্যেষ্ঠা, তৎপ্রযুক্ত দোক সাহেবকে কঠিনরূপে এই এক আশ্বাসপত্র লিখিলেন, তুমি কদাচ কোন নুতন দুর্গ নির্মাণ করিবা না, এবং পুরাতন যে দুর্গ আছে তাহাও ত্যাগ করিব এবং অধিলম্বে কৃষ্ণদাসকে আমার নিকটে প্রেরণ করিবা।

পূর্বোক্ত কথানুসারে আলিবর্দীর চতুর্থ দুই এক মাস পূর্বে সেরাজউদৌলার পিতৃব্য নারদ আহম্মদের মৃত্যু হয়, এবং তিনি আপন সমস্ত ধন ও সৈন্য ও পূরণীয় রাজ্য নিজ পুত্র শোকে-জব্বকে দেন, এবং তিনিও তাহার পিতৃব্য পুত্র সুবাদার হওনের অল্পকাল পূর্বে রাজত্ব করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই উত্তর

আপনার অধিক দিন থাকিতে পারিবে না, তা-
হাওঁকে জানিত। সেরাজউদ্দৌলা পদপ্রাপ্তিমাত্রে
আপনার সভাসময় নির্ধারিত সময় পাত্র ও সেনাপতি-
দিগকে বিদায় করিয়া আতি লম্বাট কতিপয় যুবগণকে
অনুগৃহের পাত্র করিলেন। তাহার সজ্জা তাঁহাকে
পাপকর্মে নাহল প্রদান করিত, এবং প্রতিদিন অবিচার
ও নিষ্ঠুরতা করিতে প্রবৃত্তি দিত, তাহাতে কোন ধনির ধন
ও কুলবতীর লজ্জা রক্ষা পাইত না। অতএব এতদেশীয়
প্রধান লোকেরা এই সমস্ত উপদ্রব সহ্য করিতে অসজ্জ
হইয়া তাঁহার পরিবর্তে অন্য কোন জনকে এই সিংহাসনে
স্থাপন করিতে মজ্জনা করিলে শোক-জঙ্ঘ তাহাদের
মনোনীত হইল। যদিও তিনি এই সেরাজউদ্দৌলা অপে-
ক্ষা উত্তম ছিলেন না, তথাপি তাহা বা তাহাই হইতে মজ্জ-
নার প্রত্যাশা করিয়া কুমন্ত্রণা দ্বারা অবিলম্বে তাঁহাকে
অভ্যুদয়ের নাজিম করিলে, মহারাজের অনুজ্ঞাপত্র
প্রার্থনায় দিল্লীতে দূত প্রেরণ করিল। এই নিবেদনপত্রে
মহারাজকে এক কোটি মুদ্রা বার্ষিক দিতে স্বীকার ছিল,
একারণ তাহা আশ্চর্য সুসিক হইল।

অপর সেরাজউদ্দৌলা এই কুমন্ত্রণার অনুসন্ধান পা-
ইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ সৈন্য অনুগৃহ করিয়া পূর্ণীয়াতে
যাত্রা করিলেন, এবং নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্রকে বিনষ্ট করি-
তে স্থির করিলেন। পরে তাঁহার সৈন্যগণ যখন রাজ-
সভার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া গঙ্গাপার হওনের উদ্দেশ্য
করিতেছিল, তখন সময়ে তিনি কলিকাতার শাসনকর্তা
এক লাহোরের প্রতি নির্দিষ্ট আপন রাজের উদ্দেশ্য

লেন। এই পথে ইহা দৃঢ়রূপে লিখিত ছিল, তিনি শত্রু
দ্বারের আজ্ঞানুসারে চলিবেন না। এই উক্তর প্রাপ্তিমাৎ
সেরাজউদ্দৌলা কোষে প্রদ্ব্যনিত হইয়া, ইংরাজেরা
রাজ্যের অপকারিদিগকে আগ্রহ দিয়াছে ও শাহার রাজ্যে
দুর্গনিৰ্ম্মাণ করিয়াছে, এই দোষে দোষা কথায় তাঁহাদের
মূলোৎপাটন করিবেন, এই ভয় প্রদর্শন করিলেন। এবং
তথাকার শিবির উত্থাপন করিয়, অগ্নিদ্বয়ে নিমেষমাত্র
যজ্ঞার্থে কলিকাতায় যাত্রা করিতে প্রাক্কো করিলেন। পরে
আগমন কালে কাশীমুখারের কল্যাণাল বৃষ্টি করিলেন,
এবং সে স্থানে যত ইউরপীয় লোকদিগকে পাইলেন,
সে সকলকে কারাবদ্ধ করিলেন।

৫৫। কলিকাতার শত্রুহন্তগত হওনের কথা।

কলিকাতায় ইংরাজ লোকেরা বসি নবের ও অধিক
কালাবধি নির্বিরোধে বাস করিতে মনোযোগের অল্পত
প্রযুক্ত তাঁহাদের দুর্গ বিনষ্ট হইতেছিল। তাহার এমত
নিরাশদে ছিলেন যে দুর্গপ্রাচীরের ভিত্তি নিকটে অগ্নি
অশ্রুতি ইন্তমধ্যে গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎকালে
দুর্গমধ্যে সর্বত্র এক শত সপ্ততি জন রক্ষকসেনা ছিল,
তাঁহাদের মধ্যে বহু জনমাত্র ইউরপীয় সেনা, এবং
তাঁহাদের বাকি সকল পুরাতন ও বিকৃত, ও কামান
মর্দ্যাবিশিষ্ট হইয়াছিল। অপর সেরাজউদ্দৌলা চতু
রিংশৎ বা পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য ও উত্তম এক জন
গোলন্দাজের সহিত এই নগর আক্রমণার্থে আসিতেছে

কোন প্রকারে বিধি কমান্ডার উপায় নাই, ইহা দেখিয়া ইংরাজসৈন্যেরা সন্ধি প্রার্থনা করিয়া তাহার নিকটে প্রায় ২ পক্ষ প্রেরণ করিলেন, এবং অধিক মুদ্রা প্রদত্ত করার করিলেন; কিন্তু সুবাদার কিছুই মনোযোগ করিলেন না, তিনি ইংরাজদিগকে এ. কদরে নিঃশেষ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, একারণ কোন উদ্ধর প্রেরণ না করিয়া অর্মে জ্বলিতে লাগিলেন। ১৬ জুন তাহার অগ্নির সৈন্যগণ চিতপদে উপস্থিত হইল, তাহাতে ইংরাজেরা দুর্গের বহিঃভাগে কতিপয় সৈন্য স্থাপন করিয়া ঐ সৈন্যমধ্যে এমন গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল, যে শত্রুগণ তথাহইতে পলায়ন করিয়া দমদমায় গিয়া শিবির স্থাপন করিল।

অপর ১৭ জুন সুবাদারের সৈন্যগণ নগর বেষ্টিত করিয়া পবদিনে চতুর্দিকে আক্রমণ করিয়া দুর্গভিত্তি ব্রিকটস্থ গৃহসমস্ত অধিকার করিল, এবং তথাহইতে এমনত গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল, যে দুর্গস্থ প্রায় কোন জন শত্রুদিগকে দেখা দিতে সাহসী হইল না। ঐ দিবসে অনেক লোক হত, ও অনেকে আহত হইল, এবং ইংরাজেরা দুর্গের বহিঃভাগ অধিকার ক্রমে ইংরাজ-সৈন্যের দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইতে হইল। অপর ত্রাতিকালে দুর্গের চতুর্দিকস্থিত কতিপয় বৃহৎ ২ গৃহে অগ্নি লাগা হইল, অত্যন্ত উত্তাপ হইল, তাহাতে কর্তব্য কি ইংরাজ সৈন্যদ্বারা ইংরাজেরা এক যুদ্ধমতগণ্য সভা করিলেন, কিন্তু সৈন্যশক্তিগণ অকর্মণ্য হইয়া কহিলেন, গুল্য-বর্ষণ ব্যতিরেকে আমাদের প্রকার আর উপায় নাই;

কেননা দুর্গাধো এতদেশীয় কহলোক থাকিতে যে
সম্মিত আদ্যদুব্য আছে, তাহা মণ্ডাহের অধিক হইতে
পারে না। অতএব তাহারা পরদিন প্রাতঃকালে দুর্গ-
সম্মিধানর নকল নৌকাতে প্রথমে জীলোকদিগকে পশ্চাৎ
পুরুষগণকে আরোহণ করাইয়া নগর পারিত্যাগ করিলে
স্থির করিলেন। কিন্তু এই পরামর্শ নিব্বাহ করণের
যোগ্য, এমনত দৃঢ়মনা এক জনও দুর্গমধ্যে না থাকিতে
সকলেই পরের কথা শুনিতে আনিচ্ছু : ইহা আপন ২
ইচ্ছানুসারে কর্ম করিতে লাগিল। তাহাতে জীলোকেরা
নৌকাতে উঠিলে তৎক্ষণাৎ দুর্গস্থিত ও নৌকাস্থিত উভয়
লোকেরই তলা ভয় হইতে লাগিল। দুর্গস্থিত লোকেরা
তীরের প্রতি বেগে ধাবমান হইল, এবং নাবিকেরাও
ভ্রস্ত হইয়া শীঘ্র নৌকা খুলিতে লাগিল; এইরূপে সকলেই
আপন ২ রক্ষা চিন্তা করিলে যে যে নৌকা প্রথমে পাশিল
সে তাহাতেই আরোহণ করিল। শাসনকর্তা দুক মাহেব
ও প্রধান সেনাপতি অগ্রে পলায়ন করিলেন, ক্ষণেক
কালের মধ্যে সমুদয় নৌকা খুলিয়া দিলে কতিপয় লোক
জাহাজের নিকটে ২ ও কতিপয় লোক হাওড়াতে গমন
করিল, কিন্তু অর্ধেক অপেক্ষা অধিক সৈন্য ও অনেক ২
ভদ্র লোক পশ্চাৎ পড়িয়া থাকিলেন। অপর অবশিষ্ট
সৈন্যেরা আপনাদের শাসনকর্তার পলায়ন জ্ঞাত হইয়া
সকলেই ইহা হুইয়া হলুএল্ মাহেবকে আপনাদের
প্রভু করিলেন। এবং পলায়িত লোকেরা যে ২ জাহাজে
ছিল সে সমস্ত জাহাজ তথাহইতে এক ক্রোশ দূরে গিয়া
নগর কোলিয়া থাকিল। অপর ১২ জন বিপক্ষগণ পুনর্বার

দুর্গ জাহাজ করিল, কিন্তু সে নিবন্ধে যবনে, তাড়িত হইয়া
 পলাইল হইল। এই সুযোগের সময়ে ইংরাজেরা পলায়িত
 হইল। বহু লোকদিগকে সাহায্যার্থে আসিতে প্রত্যা তুলিয়া
 প্রেরণ করিলেন। তাহার। যদি তখন আসিত, তবে
 অনাকামে কক্ষ লঙ্ঘন হইত। কিন্তু যে দুই দিন পর্য্যন্ত দুর্গ
 অবশেষে ছিল, তন্মধ্যে এই জাহাজ লোকের। পরিত্যক্ত
 লোকদের রক্ষার্থে কোন চেষ্টা করিলেন না। রায়ল
 কর্জ নামক বে এক জাহাজ চিতপুরে লঙ্ঘন করিয়া-
 ছিল, তাহাতে তাহাদের একমাত্র আশা ছিল। হল্‌এল
 নামেই এই জাহাজকে দুর্গের দারে আনিতে আজ্ঞা দিতে
 দুই জন উদ্‌ লোককে পাঠাইলে এই জাহাজ আশিবার
 সময়ে পশ্চিমদ্যে চড়াতে এমন বদ্ধ হইল যে পুনরায়
 মুক্ত হইতে পারিল না। এই প্রকার এই হতভাগ্য
 সেনাপতির অবশিষ্ট আশাও নিনষ্ট হইল। পরে এই ১২
 জুন রাজিকালে বিপক্ষগণ ১২ চতুর্দিকস্থিত অবশিষ্ট
 সমস্ত গৃহেতে অগ্নি প্রদান করিল, এবং ১৩ জন পুত্র-
 পুত্রী দূরতর আক্রমণ করিল। তাহাতে হল্‌এল নামেই
 আক্রমণ বিহারার্থে আপনার সমুদয় চেম্বার বিকল
 হইয়া শুকাদারের সেনাপতি মাণিকচন্দ্রের নিকটে সমস্ত
 বিষয় এক পত্র প্রেরণ করিলেন। অপর দুই প্রহর হইতে
 সমস্ত সময়ে সমুদ্রগণের মধ্যে এক জন কামান নির্ভিত
 করিতে হইত করিতে সেনাপতি হইতে উত্তর আনিয়া
 তাহাকে হইয়া ইংরাজের। বোধ করিয়া আসিনাদেরও
 কামানের গুলি নিঃসরণ করিতে নিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহা
 করিবার। বিপক্ষগণ সুযোগ পাইয়া অধিক নিকটে

আমিয়া তাহাতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল; তাহাতে তাহার। এক ঘণ্টার মধ্যে দুর্গ অধিকার করিয়া কথাকার সমস্ত গৃহ লুট করিতে লাগিল। অনন্তর পঞ্চম ঘণ্টিকার সময়ে মেরাজউদ্দৌলা এক দোলা আরোহণে আটিলে সমস্ত ইউরপীয় লোক তাহার নিকটে আনীত হইল। তখন হলুএল সাহেবের হস্ত বদ্ধ ছিল, কিন্তু শ্রবদার তাহা মোচন করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, ইহার মস্তকের এক কেশও কেশ স্পর্শ করিতে পারিবে না; আরো কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই অত্যন্ত লোকচতুষ্পতগুণ অধিক সৈন্যের সহিত এতাবধিকাল যুদ্ধ করিল। অপর তিনি প্রাঙ্গণে সভা করিয়া আপনার নিকটে কৃষ্ণদাসকে আনিতে আজ্ঞা করিলেন। ইঞ্জরাজেরা যে ঐ কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি আজ্ঞামণের এই প্রধান কারণ ছিল; অতএব বোধ হইল ঐ ব্যক্তির কঠিন দণ্ড হইবে, কিন্তু নবাব তাহা না দিয়া তাহাকে এক সম্মুখজনক পরিচ্ছদ পুদান করিলেন।

অনন্তর মেরাজউদ্দৌলা এতদেশীয় এক সেনাপতির হস্তে ঐ দুর্গ সমর্পণ করিয়া ষষ্ঠ ঘণ্টিকার পর সপ্তম ঘণ্টিকার মধ্যে আপন শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ সময়ে সেখানে এক শত চট্‌চত্বারিংশ জন ইউরপীয় সৈন্য ছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক ও দ্বাদশ জন আহত সেনাপতি ছিল। পরে ঐ অধিকারী মহাশয় রাজিতে তাহাদিগকে সারথানে রাখিতে স্থান অব্যেথন করিলে ঐ দুর্গমধ্যে আপরাধি সেনাদের আসেধের নিমিত্তে দ্বাদশ হস্ত শীল ও দশ হস্ত গ্রহ ও বায়ুর প্রবেশার্থে দুই

যিগে দুই গনাক বিশিষ্ট বৈষ্ণব কুণ্ডল ছিল, তাহার
 মধ্যে অতিশীঘ্র সময়ে তাবৎ উত্তরপাশ বন্দীগণকে রক্ত
 করিল। তাহাতে ঐ সাজিতে তাহাদের অনিস্বচনীয় ক্রেশ
 হইল। বেহেতুক প্রথমে অতিশীঘ্র তাহাদের অনিবার্য
 নিপাতা উপস্থিত হইল, তাহাতে রক্তকদের হইতে যে
 কিছু জল পাইল তাহা পান করিয়া তাহারা হতজ্ঞান
 হইল। তাহারা প্রত্যেকে বারু পাওনার্থে গনাকদ্বারের
 দিক দিয়া ঘাইতে পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল, এবং
 আত্মাদিগকে গুলি মারিয়া একেবারে এই যন্ত্রণার শেষ
 কর, রক্তকদের কাছে এই প্রার্থনা করিতে লাগিল। পরে
 অবসন্ন হইয়া একেং অনেকেই ভূমিতে পতিত হইয়া
 মরিতে লাগিল; তাহাতে অবশিষ্ট অত্যন্ত লোক ঐ শব-
 সমূহের উপরে দাঁড়াইয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করণের স্থান
 পাইয়া জীবৎ থাকিল। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ গৃহের
 দ্বার মুক্ত হইলে এক শত ঘটচত্বারিংশ লোকের
 মধ্যে কেবল অষ্টোবিংশতি জন জীবদ্দশাতে আছে,
 ইহা শব্দ হইল। এই প্রকার দ্বাক হোল নামক হত্যা
 প্রযুক্ত সকল লোক যবনদের কলিকাতা হস্তগত করণের
 কথা প্রতি উদ্যানক জ্ঞান করিল। সর্বদেশে সকল মনু-
 স্যের এই বিষয় অবশ্যে নূতন শোক উপস্থিত হয়, এবং
 এই ভয়ভীর কন্ডধারা সেরাজউদ্দৌলা এক প্রকার হাক্কল
 তুল্য গণিত হন। কিছু পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তিনি এই
 ভয়ভীর ব্যাপারের কোন সম্মান পানলেন না, ঐ সাজিতে
 মানিকচাঁদ নামক বিখ্যাত হস্তে বর্ণ সন্নিপিত ছিল তাহার
 এই মহাব্যয় ছিল। অপর ২১ জন প্রান্তে পড়িলে তাহার

এ উরামক ব্যাপারের কথা শুনিয়া কিছুই খেদ প্রকাশ না করিয়া এই ব্লাক হোলইহাতে জীবিত লোকদের মধ্যে এক জন যে হলুএল সাহেব, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ধনাগার মুক্ত করিতে আত্মা করিলেন, কিন্তু তথায় পঞ্চাশৎ সহস্র মুদুমাত্র পাওয়াতে খবদার আশ্চর্য্য জান করিলেন। এই রূপে সেরাজউদ্দৌল্লা নয় দিন পর্য্যন্ত কলিকাতার সমীপে থাকিয়া তাহার নাম আলিনগর রাখিয়া মশীদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন। ২ জুলাই তিনি গঙ্গাপার ইইয়া ওলন্দাজ ও করানিদগকে উপ-টোকন আনিতে কহিলেন, এবং তাহারা যদি স্বীকার না করে তবে তিনি ইংরাজদের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাদের প্রতিও তদ্রূপ করিবেন, ইহাও ভয় দেখাইলেন; তাহাতে ওলন্দাজেরা সাড়ে চার লক্ষ মুদু ও করানির সাড়ে তিন লক্ষ মুদু দিয়া উদ্ধার পাইলেন। যে বৎসরে কলিকাতা শত্রুহস্তগত হইল ও ইংরাজেরা বাঙ্গালাহইতে দূরীকৃত হইলেন সেই বৎসরে অর্থাৎ ১৭৫৬ শালে দেনেরা ভূমির অধিকারপত্র পাইয়া ক্রী-রামপুর নগর পত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

৫৬। কুইব্ মহাশয়ের কথা।

অপর কলিকাতায় ইংরাজ লোকদের এমত খিপ-পদের সমাজের আশ্রয়ে উপস্থিত হইবামাত্র তথাকার শাসনকর্ত্তা ও প্রধান সভাসদ সকল চতুর্দিকে বিপদ দেখিয়া অতিভীত হইলেন; কেননা তাহারা তৎকালে

আসিয়াটিক সোসাইটি থেকে আপেক্ষাতে ছিলেন। তথাপি
পাশ্চাত্যের কল্যাণ, অর্থাৎ কল্যাণ, এবং 'আপনা-
সেনা' সেনা আত্ম হইলেও কল্যাণের পুষ্টি সাহায্য
করা কল্যাণ, ইহা তাঁহার দ্বিগুণ করিলেন, এবং ৩৫-
কল্যাণ কল্যাণ জাহাজ প্রস্তুত করিয়া সেনা সৎগৃহ
করিলেন। তাহাতে ওয়াটসন সাহেব নাবিক সেনাপতি
করিলেন, ও কল্যাণ সাহেব ভূমিচর সেনার অধিপতি
করিলেন। তিনি ত্রয়োদশ বৎসর পূর্বে অষ্টাদশ বন
বরংক্রমের সময়ে রাজকীয় কর্ম নিবাহার্থে নি। কল্যাণ
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। পরে রণেচ্ছা প্রযুক্ত যুদ্ধ-
ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হইয়া এক জন মহাযোদ্ধারূপে বিখ্যাত
হইলেন। কল্যাণের আগমনের সময়ে তাঁহার ৫২-
বর্ষ ৭২ বর্ষ বয়ঃক্রম ছিল; তিনি বয়সে ছোট কিন্তু যুদ্ধ-
বিদ্যাতে মহান ছিলেন।

আত্মাঙ্কে উদ্যোগ করি। ২ অধিক লাল বায় হইলে
১৭৬৬ শালের অক্টোবর মাসের পূর্বে জাহাজ খুলিতে
পারিল না। পরে উত্তরপূর্ব বায় বহিলে তাহার দেড়
মাসে কলিকাতায় উপস্থিত হইল, এবং আর সকল
জাহাজ আইলেও দুইখান অধিক বিলম্বে আইল। এই
প্রকারে কলিকাতা নগর উদ্ধারার্থে নয় শও ইউরোপীয়
ও পাঁচশত সাত মাস্তাজদেশীয় সৈন্য প্রেরিত হইল।
অপর ২০ দিনের মধ্যে তাহার ফলস্বরূপ উপস্থিত হইলেন,
এবং ২৫ তারিখে মাদ্রাস পর্ষদ উপস্থিত হইলেন।
এই সময়ে সেখানে মোগলসৈন্যদের এক দল ছিল।
কল্যাণ, কল্যাণের রাজবিষয়ে সমুদয় সৈন্য সমুদয়

করাইলেন। বোধ হয় সন্ধি নিষ্পন্ন করণার্থে ইহারাও
ও নবাবের মধ্যস্থ ইওনের কার্যে মূশীদাবাদে সেট মোতা-
দের নিকটে তিনি সমাচার প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে-
রাজউদৌলা প্রথমে আনন্দপূর্ব্বক তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ
করিয়াছিলেন, ইহাও উক্ত জাতি ও ক্রাইব মহাপর
হুকুমি বাণিজ্যস্থান অধিকার করিবার দৃঢ় করিয়াছেন,
এই সমাচার শুনিয়া কোপেতে প্রহারা দিয়া তৎক্ষণাৎ
কলিকাতায় যাত্রা করিতে সৈন্যাদি প্রেরণ করি নন।
অপর ৩০ জানুয়ারি তিনি সৈন্য হুকুম দান করিয়া
নদোপার ইইরাং ফিরুয়ারি হুগলিতে প্রহারা দিয়া
শিবিরহইতে পাদকোশ মধ্যে আসিয়া নদ পার হইয়া
ভাগে শিবির স্থাপন করিলেন। শুধু তাহা নহে বরং
শয়ের সৈন্য সপ্ত শত ইউরপীয় ও সাতশত এতাদশীয়
ছিল; কিন্তু নবাবের সৈন্য প্রায় ৫০ হাজার ছিল। সে-
রাজউদৌলার আগমনমাতে ক্রাইব মহাপর ক্রোধ
কর্যার্থে তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। সে সময়ে
করণেচ্ছা আপন করিলেন, কিন্তু দূত নবাবের নিকটে বারং
গমন করিলে পর তাহার সন্তোষ নষ্ট করিয়া দেওয়া
ছিল, তাহা তাঁহার আত্মরিক নহে। ইহাও ক্রাইব ইইরা
তাঁহার আগমনে কলিকাতায় প্রহারা দিয়া তাহাকে
ইইরা পলায়ন করিতে লাগিল, তাহাতে ইহাওদের
খাদ্য দ্রব্যের অপ্রাপ্তি হইতে লাগিল। অতএব নবাবের
প্রতি একবার আক্রমণ করা উচিত, ইহা ক্রাইব মহাপর
বিকল্প করিয়া ফিরুয়ারি মাসের চতুর্থ দিবসের রাতিতে
নাবাব সেনাপতির জাহাজে গমন পূর্ব্বক তাঁহাহইতে

করিলেন, কিন্তু উল্লঙ্ঘন পদদলকেরা তাঁহাকে রূপধে
নইয়া গিয়াছিল, একারণ তাঁহাদের এই দুর্গের নিকটে
সাইসার পূর্বে অরুণোদয় হইল। তাহাতে সেনাদারের
সেনাপতি মানিকচাঁদ হঠাৎ কলিকাতাহইতে আসিয়া
তাঁহাদের প্রতি আক্রমণ করিলেন; তাঁহার সেনাগণ
যদি উচিত কর্ম করিতে পারিত, তবে ইংরাজেরা
পরাজিত হইতেন। কিন্তু ক্লাইব মহাশয় অবিলম্বে
বিপাকগণের প্রতি কামান ছুটিয়া ফাট করিলেন।
তাহাতে এক গোল মানিকচাঁদ সেনাপতির হৃদয়ের
মধ্য দিয়া যাওয়াতে তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন
কাজে নব্বয় পলায়ন করিলেন। এবং সেনাপতি হইলে
হুজুর হইতে সাইমন নামে একজন সৈন্য পদদল
সৈন্য রাখিয়া ইবার মুখাদাবাদে আপন প্রভুর নিকটে
গমন করিলেন। তাহাতে ক্লাইব মহাশয় স্থলপথে কলি-
কাতার যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাঁহার তথায় উপস্থিতি
হওনের পূর্বে জাহাজের সৈন্যগণ উপকূল তটের দুই
ঘটিকার মধ্যে কলিকাতা জয় করিয়াছিলেন। ১৭৫৭
শালের ২ জানুয়ারি তাহা নাবিক সেনাপতিরা অধিকার
হইল। এই প্রকারে অনেকের হিংসা পূর্বক কলি-
কাতা পুনরুৎপাদিত হইল।

অনন্তর নব্বয়কে ভয়প্রদর্শন না করাইলে তিনি কদাচ
সম্মতি করিলেন না, ক্লাইব মহাশয় ইহা বিলক্ষণরূপে জা-
মিলে পর কলিকাতা পুনরাধিকৃত হওনের দুই দিবস পরে
তাঁহাকে ও সৈন্য প্রেরণ করিয়া তৎকালের প্রধান বাণি-
জ্যের ও অধিক ধনের স্থান যে ইগুজিয়ার তাহা লট

ছয়শতঃ দ্বিতীয় লোক লইয়া রাজি দুই প্রহর এক ঘটি-
 কার সময়ে তাহাদের সহিত তীব্র নাগিলেন। পরে
 দ্বিতীয় ঘটিকার সময়ে তাবৎ সৈন্যগণ সুসজ্জ হইয়া তৃতীয়
 ঘটিকার সময়ে নবাবের শিবিরের প্রতি পাকগান হইয়া।
 এই প্রকারে ক্রাইব মহাশয় সার্বভূমি সার্বভূমিয়ার শত
 ইউরপীয় ও অষ্ট শত এশমেশীয় সৈন্য লইয়া বিংশ-
 শতিশতাব্দিক সৈন্যবলের প্রতি আক্রমণ করিতে সাহস-
 পূর্বক গমন করিলেন। এই প্রভাত সময়ে শীতাত্তকালের
 ন্যায় এমনত নিবিড় কুজকটিন হইয়াছিল যে কোন মনুষ্য
 সম্মুখে ছয় হস্ত পর্যন্ত দেখিতে পারেন না, তথাপি ইং-
 রাজেরা যুদ্ধ করিতে বিপক্ষগণের শিবিরমধ্যে প্রবেশ
 করিলেন। তাহাতে তাহাদের একশত দুই শত বিংশশত
 সৈন্য হত ও তাহত হইল, কিন্তু নবাবের সৈন্যহীনতা
 অতিরিক্ত সেনা আহত ও মৃত হইল। তাহাতে নবাব
 তাহাদের একপ সাহসপূর্ণ আক্রমণের প্রতি হইয়া,
 আমি একেমন দুঃসাহসিক পদে সাহস প্রকাশ করিতে
 আনিয়াছি, ইহা কহিয়া তৎক্ষণাৎ আশে পাশে ক্রোশ দূরে
 শিবির তুলিয়া লইয়া গেলেন। তাহাতে ক্রাইব মহাশয়
 পুনর্বার আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু সে-
 রাজউদ্যোগ যুদ্ধে মনঃপীড়া পাওয়া সক্ষম করিতে স্বীকৃত
 হইয়া কিক্রয়ারি মাসের ২ দিবসে সন্ধিপথে স্বাক্ষর
 করিলেন। এই প্রকারে সন্ধি হইলে ইংরাজেরা পূর্ববৎ
 সমস্ত ক্ষমতা পাইলেন, তাহাদের বাণিজ্য দ্রব্য এ দেশে
 আমিতে প্রস্তুত হইল, এবং কলিকাতা সুরক্ষা করিয়া
 তাহাদের দুর্গ ও মুদ্রালয় প্রস্তুত করিতে অনুমতি পাইলেন।

এবং তাহার তাহাদেব যে সমস্ত দুব্য লইয়াছিলেন তাহা
কিরিয়া দিতে ইহল, এবং যে সমস্ত দ্রব্য নষ্ট করিয়া-
ছিলেন তাহার মূল্য দিতে ইহল। এই সমস্ত সন্ধির নিয়ম
নবাবের কুশলস্বরূপ ইহল, যেহেতু সীমাহারা পায় কয়
ইহল। ইহা নবাব সন্তুষ্ট করিলেন, কিন্তু ইউরোপে
ফরাসিদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে,
এবং আমার বড় সৈন্য ফরাসিদের ও চন্দননগরে বড়
সৈন্য আছে ক্লাইব মহাশয় ইহা জ্ঞাত ইহল। তাহাঙ্গিকে
আক্রমণ করণের পূর্বে নবাবহঁতের আপনাকে সমস্ত
ভাবে মুক্ত করিতে যত্নবান ছিলেন।

৫৭। পলাশি যুদ্ধের কথা।

ইংরাজেরা সুদূর ও দুর্গ নির্মাণ করিবার অনুমতি
পাতিতে পূর্বে যক্তি বৎসর পর্যন্ত স্থা বক্ত করিয়াছিল,
এবং তাহাদের যে সর্বোত্তম দুর্গ নবাব অনাগালে অধি-
কার করিলেন, তাহা গোপনরূপে নির্মিত হইয়াছিল;
কিন্তু সেরাজউদ্দৌলার সহিত সন্ধি করণদ্বারা এ অনুমতি
পাতিতে পরে ১৭৫৭ শালে ক্লাইব মহাশয় এমন দৃঢ়-
তরূপে এক দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, যে
এতদেশীয় কোন সৈন্য তাহা অধিকার করিতে পারিবে
না। সে দুর্গ অদ্য পর্যন্ত দৃঢ়তর আছে; যে সময়ে তিনি
তাহার কল্পনা করিলেন, তৎকালে তাহার নির্মাণে কত
ব্যয় হইবে, তাহার নিরূপণ করেন নাই, কিন্তু প্রায় ২
শেষে দুই কোটি মুদ্রা ব্যয় হইলেও আরও কয়েক কোটি

অপ্সে স্থান করিতে পারা গেল না। অপর ঐ সময়
এক মুদ্রাণয় স্থাপিত হইলে ১৭৫৭ শালের ১২
তথায় প্রথমে ইংরাজি মুদ্রা প্রস্তুত হইল।

এই প্রকারে ক্লাইব মহাশয় বলাপুত্রের উপস্থাপনের
উন্নতি জমাইয়া তাহা বঙ্গদ্বারায় বহু কলিকাতা জুড়িয়া
ইহা দৃষ্টি দেখিলেন। এবং কলিকাতায় বাসিয়া স্থা-
কিতে পারিবে না, তাহাও তাহাও অসম্ভব হইতে
হইবে, ইহাও প্রথমাবধি বুঝি যেন। তৎকালে ফরাসি
লোকের সেনাপতি দুনি নাজে : দক্ষিণদেশের অনেক
স্থান জয় করিয়া অত্যন্ত পরাক্রমী হইয়া যান। তখন
এব ফরাসিরা তাহাতে পুনরায় বঙ্গদেশে আক্রমণ
করিতে না পারে ক্লাইব মহাশয় অত্যন্ত সতর্কতা
লেন। নবাব মেরাজউদ্দৌলা ইংরাজদের সহায় মৌখিক
বন্ধুতা প্রকাশ করিয়াও গোপনে এর সৈন্যেরা বর্মি
নামক ঐ ফরাসি সেনাপতিদের আক্রমণ করিয়া লেন
তাহার এমন কতক গুলি সৈন্য ক্লাইবের সৈন্যের সহায়
ধরিলেন। তাহাতে নবাব নবাবের সৈন্যেরা অসম-
র্থ হওয়াতে তাহাদেবকে অসমর্থ হইয়া ফরাসি
পারেন না, ইহা লক্ষ্যমান হইল। এবং তাহাদের জোপও
উত্তরোত্তর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। নবাবের সৈন্য আপন
সভায় উঠিয়া নাহেবকে শুলে দেখানোর জন্য দেখান,
পরদিন তাহাকে সমুদ্রযোধ্যা পরিভ্রমণ প্রেরণ করেন
এবং এক দিন ক্রোধে ক্লাইব মহাশয়ের পত্র চিরিয়া
ফেলেন, এবং পরদিন আরও তাহার প্রতিশ্রুতি
বিকারি করিয়া পত্র লিখেন। অতএব যাবৎ ঐ ইচ্ছানু-

নারি যুব নবাব বাঙ্গালাতে রাজ্য করেন, তাবৎ আমা-
 দের কোন মজল নাই, ইহা দেখিয়া ইংরাজেরা আত্ম-
 রক্ষার্থে কর্তব্য। তা, তদ্বিবাক্যে মগ্ন হইলেন। এমন
 সময়ে নবাবের সজ্ঞার কতিপয় অধিকৃত লোক আসিয়া
 আপনঃ মনোশঙ্কা প্রকাশ করিলেন। তাহাদের মন
 নবাবের লোভ ও ভরসা দ্বারা তাহার প্রতি বিরক্ত হই-
 রাছিল, এবং যন মান প্রাণ বিবাদমাগরে মগ্ন হইতে
 পারে, ইহা বোধ করিয়া তাহারা পুন্দরঃমতে শোক-
 ক্রমে এই সিংহাসনে স্থাপন করিতে একপরামর্শী হই-
 রাছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে আশা বিফল হইয়াছিল;
 তথাপি তাহারা সকলই পাল করিয়া মেরাজ উদৌলাকে
 পদচ্যুত করণার্থে একপ্রতিজ্ঞ হইয়া অস্ত্রভাবে ইংরাজ-
 দের নিকটে সাহায্য প্রার্থনাতে দত্ত প্রেরণ করিলেন।
 মেরাজ উদৌলাকীতে রক্ষার্থে জমিদারের ইংরাজদিগকে
 আহ্বান করিয়াছেন, ইহা সমস্ত চিন্তাদিগের বোধ হই-
 চছে, কিন্তু বর্কমান ও নবদ্বীপ ও রাজশাহী প্রভৃতির
 কোন জমিদার এই চক্রমধ্যে ছিলেন না, ইহা বোধ
 করিতে হয়। কেননা তাহারা কেবল রাজস্ব সংগ্ৰহ
 করিতেন, অতএব তাহাদের দ্বারা এ কথা সম্ভব হয় না।
 নবাবের বণিক মহাপরাক্রান্ত সেট বণিক ও সৈন্যদের
 প্রতি আজ্ঞাদায়ক খনাদিপ মীরজাকর এবং ওমিটাদ ও
 হোজা ওরাজিদ নামক দুই পনী বণিক, ইহারা মেরাজ-
 উদৌলাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে মীরজাকরকে স্থাপ-
 নার্থে ইংরাজি সৈন্য আনিতে ক্লাইব মহাশয়কে আহ্বান
 করিলেন। তাহারা বিনামাহায্যেও প্রবৃত্ত হইতেন;

অতএব আমরা যদি এখন তাঁহাদের সাহায্য করি, তবে আমাদেরও অবশ্য কিছু লাভ হইবে, ইহা কল্যাণচক্রে বিবেচনা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের পক্ষান নাহি প্রায় সকলেই অল্পবুদ্ধি, এপ্রবৃত্তি না অগ্রগতে যুক্ত করিতে সংশয় করিলেন। নাসির সেনাপতি ও ব্রাহ্মণ সাক্ষীর এইরূপ বিবেচনা করিলেন, এদেখন তাহারা বাকলোকে রা দেশাধিপাতিকে পদচ্যুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অতিবহু সাহসের উদ্যোগ বটে। কিন্তু দুইটি মহাশয়ের অন্তঃকরণ অতি বলবৎ ও সাহসিক ছিল, এতৎ কারণে তাহারা উপস্থিত হইলে তাঁহার মন আরও ঐশ্বর্য্যবান হইল।

অপর তিনি মুশীদাবাদস্থ প্রখ্যাত নাসির সেনাপতি ও মে দুই মাস পূর্ব্বাত্মক নাসির সেনাপতি লোকদের সহিত ঐ গুপ্ত প্রস্তাব এমনতর ভাবে গোপন করিলেন যে সেরাজউদ্দৌলা তাহারা চোরে না পাইয়াই পলায়ন করিবারমাত্র কোন সন্দেহ করিয়াই তাহাদের আশ্রয় করিয়া, তুমি আমার বিশ্বাস্য প্রস্তাব দিয়া দোহান্নর্শে তাহাকে শপথ করাইবে। কিন্তু সন্দেহেযোগ্য নম্পূর্ণ হইলে ওমিদার তাহাদের দ্বারা দত্ত উদ্যত হইলেন, কারণ তিনি অতি ধনাত্মক ছিলেন অতি লোভী ছিলেন। অতএব প্রাপ্তব্য ধর্ম্মে তাহাদের অংশ তাঁহাকে দিতে যে স্বীকার দিল, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি এক দিবস সন্ধ্যাকালে ওয়াটস সাহেবের নিকটে আসিয়া কহিলেন যদি আমাকে আরও কিছু লক্ষ মুদ্রা দেওনের স্বীকারপত্র লিখিয়া না দেও, তবে আমি এইরূপে তাহাদের নমীপে গিয়া

তোমাদের তাঁবু কুমন্ত্রণা প্রকাশ করিব। তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ওয়াটস সাহেবের ও তত্ত্বাবধিত অন্যান্য সকলের প্রাণ সাইত, কিন্তু ওয়াটস সাহেব কাল বিলম্বার্থে ঐ বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিকে শাস্ত্রনা দিব্যর চেষ্টা করিয়া অবিলম্বে কলিকাতায় ঐ সংবাদ লিখিলেন। তাহাতে ক্লাইব মহাশয় ঐ সমাচার শব্দে চমৎকার জ্ঞান করিয়া, এমনত কুৎসিত উপায়দ্বারা ও মিটাদ বন চেষ্টা করিতেছে ইহা দেখিয়া তাহাকে সকাফার শত্রু জ্ঞান করিলেন, এবং কোন চাকুরীদ্বারা তাহার পরাভব করা উচিত, ইহা বিবেচনা করিয়া ওয়াটস সাহেবকে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে একরূপ সন্ধিপত্রে ও মিটাদকে ত্রিশশ লক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকার ও অন্যরূপ পত্রে স্বীকার নহে, এমনত দুই প্রকার নিয়মপত্র প্রস্তুত করিয়া ঐ পূর্বোক্ত প্রথম পত্র ও মিটাদকে দেখাইলেন তাহাতে সে ক্রান্ত হইল। আর ইংরাজদের সৈন্য আগমন মাত্র মীরজাফর আপন প্রচুর সমস্ত সৈন্য ত্যাগ করিয়া আপন আর অধীন সমস্ত সৈন্যের সহিত তাহাদের পক্ষে আসি-
বেন, মীরজাফরের সহিত এই এক নিয়ম স্থির হইল।

এইরূপে সমস্ত মন্ত্রণা স্থির হইলে ক্লাইব মহাশয় সেরাজউদৌল্লাহে এক পত্র লিখিলেন। নবাব ইংরাজদের প্রতি যে ২ অপকার করিয়াছিলেন তাহা ঐ পত্রে স্পষ্টরূপে লিখিয়া তাহাকে সন্ধিভঙ্গদোষে দোষী করিলেন। বিশেষতঃ ইংরাজদের নষ্ট দুবোর যে মূল্য দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা না দিয়া ইংরাজদিগকে দূর করণার্থে করাসিদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, ইহাও লিখিলেন।

অতএব রাজসভাস্থিত প্রধান ব্যক্তিদের বিচারেও সকল বিবাদ উত্তর করিতে স্বয়ং মুশীলবাদে জামিনামা ইহা লিখিয়া পত্র সমাপ্ত করিলেন। সাদাদার এটি ভকত দর্শক পত্রে ও ক্লাইব মহাশয়ের আগমন সংবাদে ভীত হইয়া সৈন্যে পলাশীতে গমন করি বেন। ক্লাইব মহাশয় ১৭৫৭ শালের জুন মাসের প্রথম নৈমিত্যে যাত্রা করিয়া ১৭ জুন কাটোয়াতে উপস্থিত হইলে পরদিনে তথাকার দুর্গ আক্রমণ করিয়া আশ্রয় করিলেন। কিন্তু ১৯ জুন অত্যন্ত বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় ক্লাইব মহাশয় অগুসর ইন্ট্রা নবাবের সহিত সন্ধি করবেন কি প্রত্যাগমন করিবেন, এ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সন্দেহ হইলেন, কেননা মীরজাফরের কোন পক্ষ বা কোন চিহ্ন কিছুই পাইলেন না। অতএব তিনি সত্যতা লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করিলে সকলেই স্বক্ৰমে স্থানান্তরিত হইয়া গেলেন। তাহাতে ক্লাইব মহাশয়ও তাহা দেখিয়া পরামর্শেতে প্রথমে তুষ্ট হইতাম, কিন্তু বিবাকবশত গোপনা করিলে পর শেষে সাহা হৃদিক, উত্তম ভাবিত্য প্রকাশিতে স্থির করিলেন। তিনি এটি বিবচনা করিলেন, যদি এতদূর পর্যন্ত অগুসর ইন্ট্রা কারবার প্রত্যাগমন করি, তবে বাজালাতে ইন্দ্রাজদের আশ্রয় প্রদত্ত হইবে। পরে ২২ জুন সূর্যোদয় সময়ে সৈন্য বাহিনী পাত্র হইতে আরম্ভ করিলে দুই প্রহর চতুর্থ ঘটিকার সময়ে তাবৎ সৈন্য পরপারে উত্তীর্ণ হইল। এবং তথাহইতে অবিলম্বে গমন করিয়া রাত্রি দুই প্রহর এক ঘটিকার সময়ে পলাশীতে উপবনে উপস্থিত হইল। তাহাতে প্রভাতকালেই

মুক আরম্ভ হইল। ক্রাইব মহাশয় বাগু হইয়া মীরজাকর
 ও তাহার সৈন্যগণকে অস্ত্রধন করিতে লাগিলেন, কিন্তু
 তৎকালেও তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। সেখানে
 নবাবের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারুঢ় ও পঞ্চত্রিশ সহস্র
 পাদাতিক সৈন্য ছিল। নবাব আপনি সৈন্যদের পশ্চাতে
 কামু মধ্যে কতিপয় স্তাবক লোক বেলিত ছিলেন। বে
 সময়ে মারমদন মুক আরম্ভ করিলেন, তৎকালে মীর-
 জাকর সৈন্যে তাহার নিকটে থাকিলেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত
 হইলেন না। অপর প্রায় দুই প্রহর সময়ে নিকৃষ্ট এক
 কামানের গোল। মীরমদনের পাদদ্বয় ছিন্ন করাতে তিনি
 নবাবের কামু মধ্যে আশ্রিত হইয়া তাহার সম্মুখে প্রাণ-
 ত্যাগ করিলেন। তখন নবাব অতিশয় ভীত হইয়া তাবৎ
 কামুদেরই চাতুরী অনুমান করিতে লাগিলেন। তাহাতে
 তিনি মীরজাকরকে আহ্বান করিয়া তাহার চরণে উল্লীষ
 রাখিয়া অতি নম্রতাপূর্বক নিবেদন করিলেন, কুমি আ-
 পন্য মাতামহের অনুরোধে আমাকে ক্ষমা করিয়া প্রয়ো-
 গের সময়ে আমার পক্ষে থাক। তাহাতে জাকর প্রভুত্ব
 থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিন্তু অন্য অধিক বেলা হই-
 রাছে, সৈন্যগণকে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা দিউন, আ-
 শামি দিমে পরমেশ্বরের আশীর্বাদে আমরা সৈন্য আ-
 নিয়া যুদ্ধোদ্যোগ করিব, নবাবকে এই পরামর্শ দিলেন।
 তাহাতে বে সময়ে নবাবের সেনাপতি মোহন লাল
 মীরজাকরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে মগ্ন ছিলেন, এমন
 সময়ে প্রত্যাগমনের আজ্ঞা পাইলে তিনি অসম্মতিপূর্বক
 তাহা মানিলেন, কিন্তু তাহার প্রত্যাগমনদ্বারা সৈন্যদের

সমোভব হওয়াতে তাহার চতুর্দিকে পলায়ন করিতে
লাগিল; ততএব ক্রান্তি মহাশয় সেই ক্ষণে সমস্ত সৈন্য
অনায়াসে সম্পূর্ণ জয় প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে গোয়াল-
উদৌলা এক উষ্ট্রোপরি আরোহণ করিয়া দুই মতমুতলা-
কচুগনের সহিত সমস্ত রাত্রি যম্মন করিয়া পরদিন অষ্ট
ঘটিকার সময়ে মুর্শীদাবাদে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি
আপন সমস্ত সেনাপতি ও মজ্জিগণকে আপনার নিকটে আ-
নিতে আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু তাহার শব্দকে কে নিজ মিবাসে
প্রস্থান করিয়াছিলেন, এবং তাহার স্বদেশে তাহাকে
পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে তিনি সমস্ত দিন পুরীমধ্যে
প্রায় একাকী থাকিয়া হতাশ হইলেন। পরে রাত্রিসায়ে
কতিপয় আচ্ছাদিত শকটোপরি নিজ পাত্র ও গিফপাত্র-
গণকে আরোহণ করাইয়া তথায় যাত্রা রহিয়া লইয়া
রাত্রি দুই প্রহর তৃতীয় ঘটিকা পর্যন্ত যাত্রা করিয়া গোলাটে
পলায়ন করিলেন। পরে তিনি করানিদের সেনাপতি
যে লা সাহেবকে ভাগসে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার
নিকটে ষাটবার মানসে তথায় বোধদায়ন করিয়া
যাত্রা করিলেন।

পলাশীর এই যে যুদ্ধদ্বারা তাহার পর ভাব অব-
স্থার নিশ্চয় হইল, তাহাতে ইংরাজদের সৈন্য লাঞ্ছিত
ইউরপীয় সৈন্য ও পক্ষাশয় একত্রিত হইয়া ইত ও
আহত হইল। যুদ্ধের পরে মীরজাফর ক্রান্তি মহাশয়ের
সহিত লাক্ষ্য করিয়া বিজয় নিমিত্ত তাহার অনেক
গুণানুবাদ করিলেন। পরে তাহার উত্তরে একত্র হইয়া
মুর্শীদাবাদে যাত্রা করিলে পর মীরজাফর রাজপুত্র

অধিকার করিলেন। পরে মীরজাফরের প্রধান লোকেরা ও রাজকীয় অমাত্যবর্গ তথায় আসিয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। তখন ক্লাইব মহাশয় আসনহইতে গাজো-
 যাকিরিয়া মীরজাফরের হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে সিংহাস-
 নের উপবেশন করাইয়া দাঙ্গানা ও বেহার ও উড়ি-
 ষ্যার নবাব ইহা বলিয়া অভিযাদন করিলেন। অনন্তর
 তাহার অনেক ইউরপীয় ভদ্র লোক ও ক্লাইব মহাশয়
 ও তাহার দেওয়ান রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ মুনশী এই
 সকলের সহিত ধনাগারে হাতিয়া তথায় স্বর্ণ ও রক্ত
 দুই কোটি মুদ্রাহইতেও অধিক আছে, ইহা দেখিলেন।
 তৎকালের ইতিহাসলেখক কহেন, 'ইহা কেবল বাহ্য
 কোষ ছিল, এতদতিরিক্ত যে গুপ্ত কোষ অস্ত্রপুৰুষপো-
 ছিল, তাহা দত্তপুৰুষক রক্ষিত হওয়াতে ক্লাইব মহাশয়
 তাহা দেখিতে পারেন নাই। তৎকালে মূবন ও রক্ত
 দুই রত্নেতে প্রায় আট কোটি মুদ্রা ছিল। ইতিহাসলেখক
 কহেন, মীরজাফর ও মীরজাফর খান ও রামচাঁদ ও
 নবকৃষ্ণ এই কএক জন এই ধন নষ্টন করিয়া লইলেন;
 আর এ কথাও অনুভবনিক বটে কেননা তৎকালে
 রামচাঁদের মাসিক বেতন মতি মুদ্রা ছিল, কিন্তু দশ
 বৎসর পরে তিনি এক কোটি পঞ্চবিংশতি লক্ষ মুদ্রা
 রাখিয়া মরিলেন; এবং নবকৃষ্ণ মুনশীও মাসিক
 বেতন যষ্টি মুদ্রার অধিক ছিল না, কিন্তু তিনি অতি অল্প
 দিন পরে রাজা নবকৃষ্ণ হইয়া মাতৃশ্রাদ্ধে নব লক্ষ মুদ্রা
 ব্যয় করিলেন।

অতঃপরে ইংরাজদের দুর্ভাগ্য হুছিল। ১৭৫৬ খা-

লের জুন মাসে তাঁহাদের বানিজ্যগৃহ লুট হইয়াছিল ও বানিজ্য রোধ হইয়াছিল, ও অধ্যক্ষগণ ক্রোধভাৱে হত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের বান্ধবগণের অন্যান্য পন্থায় রোধ হইয়াছিল; কিন্তু ১৭৫৭ শালের জুন মাসে তাঁহারা এই বানিজ্যস্থান পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, তাহা কেবল নয়, তাঁহাদের প্রধান শত্রু সেরাজউদৌলার পরাভব করিয়া আপনাদের মনোনীত নবাব স্থান পুনরুদ্ধার করিলেন, এবং অতি বিপক্ষ করামিদিগকে ও রাজসৈন্যগণকে দূর করিলেন।

৫৮। সেরাজউদৌলার মৃত্যুর কথা।

সেরাজউদৌলা ভগবানগোলায় কয়েক মাস করিয়া রাজমহলে উপস্থিত হইয়া পক্ষাধীন হইয়া তাঁহার আহারার্থে পাক করণার্থে নামিয়া এক কুকুরের ভাণ্ডে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি পক্ষাধীন হইয়া কুকুরের অত্যন্ত খপ-কার করিয়াছিলেন, যেহেতু কুকুরের দমননয়ন এই কুকুর তাঁহার অশেষবকাড়ি লোপাইয়াছিল; তাহা-জন্য তাহারা আনিয়া ভাণ্ডে রাখিল। তাহাতে তিনি মস্তাহ পুচ্ছে যেহেতু লোকদের সহিত আলাপ করিতে চাহিতেন, তাহাদের নিকটে গমন দ্বারা বিনয় করিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার বোদান বধিরত্বা হইল, তাহা কেবল নয়, তাঁহার নিকটস্থ তাবৎ স্বর্গ রত্নাদি অপহরণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া গেল। সেরাজউদৌলার এই নগরে আনীত হওন কালে মীরজাফর অর্ধেক পরিমাণে আফিম সেবা করিয়া

নিদ্রাতে যথাক্রমে তাহার অতি দুরাত্মা পুত্র মীরণ
সেরাজউদৌলাহর গমন নবাবদ শুনিয়া নিজ গৃহের
মিকটে আসিয়া করিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে দুই
এক ঘটকার মধ্যে তথায় গিয়া তাঁহাকে বধ করিতে
বহু লোকদের মিকটে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু তাহার
ক্রমে ২ মকলেই অস্বীকার করিল। অবশেষে আলি-
বর্দির প্রতিপালিত মহম্মদিবেগ নামে এক দুরাত্মা ঐ
দুষ্কর্ম করিতে স্বীকার করিল। পরে হতভাগ্য রাজার
গৃহে তাহার গমনমাত্র রাজা তাহার অতিপ্রায় জানিয়া
অতি খেদজনক স্বরেতে কহিলেন, হসিন কুলিখানের
বধের প্রায়শ্চিত্তার্থে আমি অবশ্য মরিব। তাঁহার এই
কথা কহিবামাত্র ঐ ঘটক ছুরিকা নিগতি করিয়া পুনঃ ২
আঘাতদ্বারা তাহাকে চিন্তিত করিল। তাহাতে এই-
ক্রমে হসিন কুলির নগের প্রতিকল হইল, এই শেষ
উক্তি করিয়া তিনি তাহার চরণ পতিত হইয়া প্রাণ-
ত্যাগ করিলেন। এককপে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার
শরীর ঞ্জগণ্ডীকৃত হইয়া অসম্মত শূকর গজপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত
হইয়া লোকাবদী পথদ্বারা ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ঐ
সময়ে এক আশ্চর্য ঘটনা হইল, অষ্টাদশ মাস
পূর্বে সেরাজউদৌলা যে স্থলে হসিন কুলিখানকে
ছেদন করিয়া নির্দোষের রক্তগাত করিয়াছিলেন, সেই
স্থলে ঐ হস্তিপক কোন কারণে ক্রিয়াকাল হস্তি
হস্তিত করিতে ঐ বিদ্ধ শরীরহইতে বিন্দু ২ কিছু রক্ত
পতিত হইল।

৫৯। কলিকাতা নগরের কথা।

কলিকাতা নগর সমুদ্রস্রোতে ৩০ ক্রোশ দূর, এবং পশ্চিম গঙ্গা নাম্নী নদী পূর্বতীরে স্থাপিত আছে। এই নদীকে বিলাতীয় লোকেরা হুগলী বলেন, কিন্তু এতদ্দেশীয় হিন্দুরা ভাগীরথী ও গঙ্গা বলেন, এবং আপনাদের এক দেবতা বলিয়া মান্য করেন। এই নগরেতে ফোর্ট উইলিয়ম নামে বিখ্যাত এক দুর্গ আছে। সে দুর্গ বিসুবরেখাহইতে ২২ অংশ ২৩ ক্রম উত্তরদিকে, ও ধ্রুবরেখাহইতে ৮৮ অংশ ২২ ক্রম পশ্চিমদিকে আছে। যোব চানক নামক মাহেব এই নগরের স্থাপন পত্তন করিলেন, এ কথা প্রাচীনপুস্তকরা শুনা যায়, এবং সমুদ্রমি চড়ার উপরে তাহার স্থাপন হয়। নগরপত্তন বিষয়ে করাসি লোকেরা যেমন উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করেন, ইংরাজ লোকেরা তাদৃক বিবেচনা করেন না, কিন্তু স্থানে করাসিলোকদের যে বসতি স্থান কাগজের উপর স্থাপন হয়। এই কলিকাতাহইতে অনেক বন পর্বতস্থিত হইয়াছে, এবং মলিন জল চালনের কারণে পানীয় পান্যে অনেক প্রণালী করা গিয়াছে, ও অনেক পানীয় স্থান গিয়াছে, তাহাতে অনেক দুষ্ট জল দূরীকৃত হইয়াছে, কিন্তু সুন্দর বন সরিকট প্রযুক্ত তথাকার বায়ু এখনও ক্লেশজনক হয়। যে সময়ে নদী জোয়ারেতে পরিপূর্ণ হয়, তৎকালে তাহা অর্ধক্রোশ প্রশস্ত হয়, এবং ভাটা পড়িলে তাহাতে অনেক চড়া দৃষ্ট হয়; এই চড়া দিনে ২ বৃদ্ধি পাইতেছে। বিদেশি লোকেরা যে সময়ে সমুদ্রস্রোতে আসিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হয়, তখন তাহার নগরের সৌন্দর্য্য

কিন্তু চমৎকৃত হয়। এই মগর নদীতীরস্থ উত্তমঃ গৃহ ও রাজস্বীয় উদ্যান ও মন্দিরের চূড়া ও দুগের গাঁথনির চিত্তমগ্নতা ও দৃষ্টি আকর্ষণীয়তা অতি সুশোভিত হয়।

ইং ১৭১৭ শকে এই নগর অদ্যকার মত ছিল না, অন্য-রূপ দৃশ্য ছিল। তখন নদীয়া খেলাঃ অধীন এক পল্লীগাম মাজ ছিল, তাহার নিবাসিরা প্রায় সকলেরই চামা লোক, এবং এখানে কতক ঘর ও ছানে কতক ঘর সকলেরই দূরেঃ বাস ছিল; এবং এক স্থানে দশ বা দ্বাদশ ঘরের অধিক বাস ছিল না। এবং চাঁদপালের ঘাটের দক্ষিণে এক বন ছিল, তাহা ক্রমেঃ পরিষ্কৃত হইল। এই বন এবং খিদিরপুর ইহার মধ্যে দুই গ্রাম ছিল। তৎকালে সেট নামক বৈ প্রাচীন বংশ অতি ধনাঢ্য পণিক ছিলেন, তাহার এই দুই গ্রামের লোকদিগকে এই নগরে বাস করণার্থে আহ্বান করিলেন। কলিকাতা নগরের বুদ্ধিবিশয়ে তাঁহাদের সহায়ত্ব ছিল। এখন সে স্থানে দুর্গ ও প্রান্তর আছে, সেই স্থানে এই দুই গ্রাম এবং পুরোক্ত বন ছিল। এবং যে চৌরাজি এখন জটালি-কাবলিতে সুশোভিত আছে, এই স্থান ১৭১৭ শকে ক্ষুদ্রঃ খেড়িয়া ও নীচ লোকদের ভগ্ন কুটীরিতে পরিপূর্ণ এক ক্ষুদ্র পল্লীগাম ছিল; যদিপি নগর এখন চিতপুরের পুল পর্যন্ত হইরাছে, তথাপি তখন এ সমস্তই বনেতে পরিপূর্ণ ছিল। পরে মারহাটী লোকদিগকে নিবারণ করণার্থে ১৭৪২ শকে অনেক দূর পর্যন্ত এক মহানাল্য খনিত হইল, তাহা অদ্য পর্যন্ত মারহাটী মহানাল্য নামে বিখ্যাত আছে। শরম সাহেবের বঙ্গদেশীয় যুদ্ধের

ইতিহাস লিখনানুসারে ১৭৫৬ শকে দেওয়ানীদার
অধীন হওন সময়ে কলিকাতা নগর ইংরাজদের
কেবল সত্তর বাড়ী ছিল; এবং দুর্গদ্বারে ও প্রান্তরে ও
চৌরঙ্গীতে মধ্যে ২ ভিন্ন লোকের বাস ও ফলে ও গো-
চারণ স্থান তন্নিম্ন প্রায় সকলি বন ছিল।

নদীর পূর্বতীরস্থ এই বর্তমান ফালগাড়া তিন ক্রোশ
দীর্ঘ ও বিশেষ স্থানে বিশেষ প্রকৃতিশিষ্ট স্থান। এবং নগর
ও দুর্গ উভয়ের মধ্যে অতিপ্রশস্ত এবং প্রান্তর আছে, তা-
হার উত্তরপাশে ওএলসলি দেওয়ানীদারের কার্যস্থান এক
মনোহর রাজপ্রাসাদ আছে, তাহার নিকটে প্রশস্ত বা-
রাণ্ডাবিশিষ্ট সুশোভিত অট্টালিকাগুলি আছে। এবং
পূর্বদিক্কারহাট্টা মহানালী ১৭৫০ শকে উত্তরদিকে
চিতপুর অবধি আরম্ভ করিয়া চৌরঙ্গীর রূপে ভাঙা নদীর
পর্যন্ত বিস্তারিত হইলে তাহার নিম্নাংশ সমস্ত হইল।

এই কলিকাতা নগর দুই ভাগে বিভক্ত হইল, তাহার
নিম্ন এইরূপ আছে। নদীর উত্তর তীরে রাজসের ঘাট
অবধি পূর্বদিকে বাহির পাথর উত্তরভাগে পাল্লার এবং
টালিগঞ্জের খালের লেহু বদাসি পূর্বদিকে বাহির পাথর
দক্ষিণভাগ পর্যন্ত দুই রজু বহু স্থানে তাহার মধ্যে
ইংরাজলোকদের গৃহ সকল আছে। এবং তদ্রূপ বিবি
রাসের ঘাট অবধি পূর্বদিক্কারহাট্টা মহানালী
পর্যন্ত রজু ধৃত হইলে তাহার এবং উত্তরদিকে স্থিত
চিতপুরের পুলের মধ্যে প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশীয় লোক-
দের বাস আছে। কিন্তু এই বিশেষ কথা মনোযোগের
যোগ্য হয়, ইউরপীয় লোকদের নিকটে দেশীয় অনেক

ইতর হিন্দু ও মুসলমান লোক বাস করে, কিন্তু দেশীয় লোকদের নিকটে প্রায় কোন ইংরাজলোক বাস করে না। কারণ তাহাদের প্রায় সমস্ত পথ পূর্বীয় দেশের রীতানুসারে লক্ষ্য, এবং পথের দুই পাশে গৃহ সমস্ত অতি উচ্চ ও তাহার যে নীচের তালার মত পথের দিগে থাকে, তাহাতে কেবল দোকানাদি আছে, কিন্তু যে উপরতলা বাসের যোগ্য হয়, তাহার গবাক্ষবিশিষ্ট পশ্চাৎভাগ মাত্র পথের দিগে থাকে। আর নদীর পূর্ব-তীরস্থ চাঁদপালের ঘাট অবধি নূতন ট্যাকশাল পর্যন্ত ও চাঁদপালের ঘাটইহতে কয়াইটোলা ও ধর্মতলা ও চৌরঙ্গীর মিলনের স্থান পর্যন্ত এবং নূতন ট্যাকশাল অবধি বড়বাজার ও কয়াইটোলা পর্যন্ত এই লীমার মধ্যে নগরের বাণিজ্যস্থান আছে, এই বাণিজ্যস্থান ইউরপীয় ও এতদেশীয় লোকদের দ্বারা বিশেষ নামে বিখ্যাত আছে। আর প্রধান ইংরাজ লোকেরা প্রায় চৌরঙ্গীতে বাস করেন, তাহাতে সে স্থান সদ্যপি ভূগোল অনুসারে পশ্চিম নহে, তথাপি লগুন নগরের পশ্চিম-ভাগের সহিত তাহার তুলনা প্রযুক্ত তাহাকে কলিকাতার পশ্চিমভাগ বলা যায়। সেই স্থাননিবাসীদের অন্য লোকইহতে ব্যবহারের বিভিন্নতা আছে তাহা নয়, কিন্তু সেই স্থানে বাণিজ্যাদির কোন গোলা নাই, অথচ সমস্ত বাণিজ্যস্থান বিকটবর্তী হয়, এই নিমিত্তে তাহা প্রধান ও বহু বিপক লোকদের বাসের যোগ্য হয়। নগরের মধ্যে ইংরাজ টোলাতে দুই তিন মহাপথ আছে, তাহাদের মধ্যে চৌরঙ্গী নামক যে পথ সে দীর্ঘতাতে প্রায়

এক ক্রোশ ও প্রস্থতাতে ন্যূনাত্মক ৫০ হস্ত পরিমিত হয়; সেই পথের কেবল এক দিগে অষ্টাশীতি নদী ও অন্য দিগে মহাপ্রান্তর ও নদী আছে। আর এই নগরের প্রকারে প্রাচীর কিম্বা অন্যান্য নিবাসক কিছু নাই, সে মারহাট্টা মহানালা আছে সে নিবাসকের যোগ্য হয় না; আর কোন নিবাসক বস্তুর প্রয়োজনও হয় না, তাহার দুই কারণ আছে, প্রথম তাহার অত্রেমণই প্রায় অসম্ভব, কেননা তাহার অতি সন্নিক্ষানে মহাদগ আছে; আর যদিও সম্ভব হয়, তবে তাবৎ ইউরপীয় লোক এই দুর্গের মধ্যে স্থান পাইতে পারে। এই দুর্গ নদীর পূর্বতীরে নগরহইতে এক ক্রোশের অষ্টাংশের একাংশ দূর। সে হিন্দুস্থানস্থ সমুদয় দুর্গ অপেক্ষা সমুদ্র ও কুদৃশ্য, তাহার আকৃতি প্রায় সমান অষ্টকোণ, পাঁচ কোণ সমান অন্য তিন কোণ নদীর তীরস্থ প্রযুক্ত নদাতীরের আকারানুসারে নিম্নিত আছে। তাহার মধ্যে নদী আছে, একারণ এই দিগে কেবল নদীতীরেই আক্রমণে লগ্ন হয়, তন্নিমিত্তে সে দিগে অনেক কামান স্থাপিত আছে। এই সকল কামান স্থাপনাতে দুর্গের যে কোন সেই দিগে আছে তাহার বিশেষ আকৃতি প্রযুক্ত তাহার পার্শ্বহইতে গুলিবারা বহুদূর গমনকারি জাহাজ সকলকেও মারিতে পারে।

এই কলিকাতা নগরের নামক উপনগর আছে। সে সমস্ত বিস্তারিত ও ভিন্ন ও বহু লোকবিশিষ্ট বটে, কিন্তু সে সকল উপনগরে অল্প ইউরপীয় লোক বাস করেন, এবং তাহাদের গৃহ পরস্পর দূরে আছে। নগর

হইতে দক্ষিণদুই ক্রোশ দূর কোয়ানির উদ্যানের সম্মুখস্থ গার্ডেন রীচ নামে এক উপনগর আছে, সে ত্বরমা ও মনোহর স্থান; তাহার কোন অট্টালিকা অতি সুন্দর ও সুদৃশ্য, এবং উত্তর দিলাতি উপবনের তুল্য তাহার চতুর্দিকে স্থান আছে।

তাহার পূর্বদিকে আলিপুর ও বালিগঞ্জ নামে দুই উপনগর আছে, তাহাও রমণীয় স্থান। বালিগঞ্জে যে কএকটি মনোহর অট্টালিকা আছে, তাহার সম্মুখে এক প্রাস্তর আছে, সেখানে রক্তক সেনাগণের অশ্বাদি থাকে। তাহার উত্তরদিকে কিঞ্চিৎ দূরে ইঁটালী নামে এক উপনগর আছে। ধর্ম্মতলার পথহইতে বহির্মার্গ পার হইয়া তাহার প্রধান স্থানে প্রবেশ করে। এই উপনগরে অনেক মধ্যম লোকের বসতি আছে, এবং মারহাট্টা মহাশালার ওপারে স্থিত প্রযুক্ত সে অন্য উপনগরের ম্যায় বড় আদালতের অনধীন আছে। তাহার উত্তরদিকে কিঞ্চিৎ দূরে বৈঠকখানার পূর্বে এক উপনগর আছে, বহুবাজারের পথহইতে বহির্মার্গ পার হইয়া এই উপনগরের মধ্যদিয়া লবণঝিল পর্য্যন্ত গমন করা যায়, এবং পথের দুই পার্শ্বে সাহেব লোকের বসতি আছে। নগরের উত্তরপশ্চিমদিকে সিমলা ও অন্যান্য উপনগরও আছে, তাহার মধ্যে কেবল দেশীয় লোকদের বসতি আছে, তথাপি দেশীয় ধনিদের নানাবিধ উদ্যান ও বাসের কারণ উত্তম অট্টালিকাও আছে

৬১। ঢাকা জালালপুরের কথা।

বঙ্গদেশের পূর্বদিকে ঢাকা জালালপুর নামে এক প্রদেশ আছে, তাহার পৰিমাণ বিমূৰ্খগণের উক্তদিকে ২৩ অংশাবধি ২৬ অংশ পর্য্যন্ত হয়। তাহার উত্তর সীমা ময়মনসিংহ ও দক্ষিণ সীমা বাগেরহাট ও পূর্বসীমা ত্রিপুরা ও পশ্চিম সীমা রাজশাহী ও ঢাকার।

এই ঢাকা প্রদেশে দুই মহাদেশ ও তাহাদের শাখা সমস্ত গমন করিতে বৎসর ২ একক মতাপ্রাপ্ত হইবে যে ভূমির সীমা স্থির থাকে না। যে ভূমি অন্যত্র নির্দিষ্ট ছিল সে নদীর অন্যদিকে যার, তাহা তা বিপরীত। মহা-শয়দের অনেক ক্লেশ হইতেনে, কিন্তু এক স্বাক্ষরলিপ্য নিকটস্থ ভূমি সকল অতি উন্নত হয়। যাহা উত্তর ও সে দেশে এমত জঙ্গল আছে, তাহা বহুদূর করিয়া কোন স্থানে ততুল্য জঙ্গল নাই, এবং যেন জঙ্গল অধিকারি লোকেরা আপনারা ভালমত করিয়া তাহা পরিষ্কার করে না, এবং যদি অন্য কোন লোক পরিষ্কার করিতে চাহে, তবে কিছু অর্থ না পাইলে তাহাকেও পরিষ্কার করিতে দেয় না।

সেখানে কাপাসমূত্রকারী দৃশ্য ও যত্নসহ পুষ্টিত ও রেখাবিশিষ্ট ও চিত্রবিশিষ্ট নানা নানা প্রকার বস্ত্র নির্মিত হয়। উত্তরকাশীতে পূর্ণিমা ও অপূর্ণিমা অনেক প্রকার উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু তাহা ঢাকানির্মিত বস্ত্রের সহিত তুলনা হরিবার যোগ্য হয় না। সে স্থানে তিমচীবস্ত্র ও ইংরাজি মণিনাবস্ত্রের সদৃশ

নানাবিধ বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এক্ষণে এই সকল বস্ত্র পূর্ন-
কালের ন্যায় বিক্রীত হয় না, এই নিমিত্তে তাহাদের
এই উত্তম শিল্পবিদ্যা লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে,
কেননা যে ২ বৎশের মধ্যে এই বিদ্যা পুরুষানুক্রমে
চলিতেছে, তাহার অধিক বিক্রয় করিতে না পারিলে
নিষ্কাশ করে না।

এ প্রদেশের পূর্বাংশে ঢাকা নামে এক রাজধানী
আছে; বিষুবরেখাহইতে ২৩ অংশ ৪২ পল ও ক্ষু-
বরেখাহইতে ৯০ অংশ ১৭ পল তাহার পরিমাণ।

এই ঢাকানগর বুড়ীগঙ্গানদীর শাখার পূর্নপারে স্থা-
পিত আছে, এবং এ শাখা তাহার নিকটদিয়া গমন
করে, এই কারণ দেশের মধ্যে বাণিজ্যকর্মের নিমিত্তে
ঢাকার তুল্য উত্তম কোন স্থান হয় না, কেননা এ নদী-
দ্বারা অনায়াসে সমুদ্র গমনাগমন করা যায়। এ নগর
ঢাকার মুখহইতে পঞ্চাশ কোশ মাত্র দূর, এবং কলি-
ংগাহইতে পদযাত্রাতে ১০ কোশ দূর, কিন্তু নৌকা-
যাত্রাতে পথের বক্রতাপ্রযুক্ত প্রায় ১৪ দিন লাগে, তা-
হাতে বোধ হয় ২০০ কোশ দূর হইবে।

বঙ্গদেশের পূর্নপ্রদেশে সোণার গাঁ রাজধানীর পরে
এই ঢাকা রাজধানী হইল, ভূমি ও লোকসংখ্যা দ্বারা সে
তৃতীয় নগর নামে বিখ্যাত হয়। তাহার চতুর্দিকস্থ ভূমি
সকল নিম্ন, গ্রীষ্মকালেতেও তৃণেতে আচ্ছাদিত থাকে
এই কারণ কাশী ও পাটনা প্রভৃতি বেহারের অন্যান্য
স্থানে যেমন গ্রীষ্ম হয় সেখানে তাদৃক হয় না; কেবল
ফাল্গুন ও আশ্বিন এই দুই মাসে যে সময়ে জলবায়নের

আরম্ভ হয়, তৎকালে বায়ুর কিছু দোষ তথ্যে তথাপি বহুদেশের মাধ্যমাকার সদৃশ মনোহর ও স্বাক্ষরময় স্থান আর নাই। এবং সে স্থানের কাপাসি বস্ত্রের মূল্য বহু জগতের মধ্যে আর কোন স্থানে নিম্নিত হয় না। সেস্থানে প্রচুররূপে কাপাসি উৎপন্ন হয় এবং পাটিন প্রদেশহইতেও অনেক আনীত হয়।

আইন অকবরী পুস্তকে শাবলজঙ্গল দ্বারা ঢাকা নগরের নাম লিখিত হয় নাই, এই প্রমাণদ্বারা ঢাকা যে অতিপ্রাচীন নগর নহে, ইহা নিশ্চয় হয়।

এই বর্তমান ঢাকানগর আঠ বিহারি, মোহেতুক উপনগরের সন্নিহিত নদীতীরে তৈরিত হ্রদশাপথ, বা হাজার দীর্ঘতা, কিন্তু প্রশস্ততা তাদৃক নহে। এবং দেশীয় অন্যান্য নগরবৎ তাহার মধ্যেও ইস্টকোম্পানির চণ্ডী ও কুলাদি-নির্মিত গৃহ দুই নিকটানিকটী, এবং পাশ সমস্ত তাকি-সঙ্কীর্ণ ও বক্র আছে। সেস্থানে প্রায় প্রতিবৎসরে দুই এক বার এই কুলাদিনির্মিত গৃহ সমস্ত বক্র হয়, কিন্তু দাহ-কালে গৃহকর্তারা অতিব্যাকুল না হওয়া কাপাসি মূল্য-বান দ্রব্য ভূমিতে গোঁতা কনকাদির ভিত্তবে নিক্ষেপ করে, এবং দরমা ও কন ও বৎসাদির বাহ্যপ্রযুক্ত পরক্ৰমেই অল্পমূল্যে সমস্ত ক্রয় করিয়া আনিয়া পূর্ববৎ গৃহ নির্মাণ করে। বাহ্যের কুলাদি বিক্রয় করে তাহাদের দ্বারা এইরূপ গৃহদাহ হইতে থাকে। এখন এই সকল দ্রব্যের প্রচুর আমদানী আইন, তখন তাহারা তাহা বিক্রয় করণার্থে গৃহেতে অধি প্রদান করে। এই নগরে অদ্যাপি অনেক লোক আছে, কিন্তু কুলা রাজ্য শাসনের

নীতির পরিবর্তনাবধি পুর্বাঞ্চল অনেক ন্যূন হইয়াছে, কেননা পুর্বাঞ্চল দেশের রাজসভা লোকদের পরি-
 যাবে তাহাদের অনেক উত্তম, বস্ত্র ক্রয় হওয়াতে
 তাহাদের অনেক লোকের প্রতিপালন হইত। এক্ষণে
 সেখানে সর্বস্ত্র লোক লোক আছে, তাহাদের
 অধিকাংশ মুসলমান।

বঙ্গদেশের পূর্বপ্রদেশের প্রধান বিচারালয় এই ঢাকা
 নগরে স্থাপিত আছে, এবং ময়মুনসিংহ ও শ্রীহট্ট ও
 ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম ও বাগেরগঞ্জ ও ঢাকা ফালালপুর ও
 ঢাকা এই সাত জেলা এই বিচারের অধীন আছে।

৩১। মুর্শীদাবাদের কথা।

বঙ্গদেশের রাজসাহিপ্রদেশে মুর্শীদাবাদ নামে এক
 বৃহৎ নগর আছে, সে পূর্বে রাজধানী ছিল। তাহা
 প্রথম মুখন্দাবাদ নামে বিখ্যাত ছিল, পরে ১৭০৪
 সালে মুর্শীদ কুলীখান এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলে
 তাহার নাম মুর্শীদাবাদ হইল। এই নগর বিষুবরেখা-
 হইতে উত্তরে ২৪ অংশ ১১ পল ও দ্রুবরেখাহইতে
 পূর্বে ৮ অংশ ১৫ পল আছে।

কাশিঘাটারের নদীর অর্থাৎ ভাগীরথী বা গঙ্গার
 প্রধান শাখার উভয় তীরে চারি ক্রোশ পর্যন্ত এই নগর
 বিস্তারিত আছে। তথাকার কোন বাটী মুসলমানের
 এবং নবাবের বাটী সকলও এমনতরো যে নবাবের
 কোন বাটী তাহা নূতন আগত লোক জানিতে পারে না,

কিন্তু পরে অল্পবয়সের মধ্যে এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্মিত
 হইয়াছে, তথাপি নাজীম সাহেব তাহাতে বাস করেন
 না। এবং এই নগরের পথ অতিমন্দ ও মলিন, ও
 সাহেব লোকদের শকটাদি চালাইবার প্রায় অসম্ভব।
 এবং সে নগরে দুর্গ ও প্রাচীরাদি কোন ছিল না, পরে
 ১৭৪২ শকে মারহাট্টা লোকদের ভয় অতি ক্ষুদ্র এক দুর্গ
 নির্মিত হইয়াছিল। এই নগরে অনেক বাণিজ্যকর্ম হয়,
 এবং নদীতে অনেক নৌকা দৃষ্ট হয়, তথাপি কার্তিক-
 মানাবধি চৈত্রমাস পর্যন্ত ভাগীরথী প্রায় শুষ্ক থাকে।
 এই ভাগীরথী মুর্শীদাবাদের দক্ষিণে বালিগা নদীর
 সহিত মিশ্রিত হইয়া হুগলী বা কলিকাতা নদী নামে
 বিখ্যাত হয়। নগরের নিকটে ভাগীরথীর পূর্বতীরে মুক্তা-
 কিল নামে যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি জলাশয় আছে তাহা দিয়া
 পূর্বকালে নদী বহিয়া যাইত। পরে আলিবর্দিখানের
 অধিকার সময়ে এক রাজধানী তাহাতে নির্মিত হইল,
 তাহা বঙ্গদেশের প্রাচীন গৌড় রাজধানী হইতে আনীত
 নানা কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরময় অস্ত্রশস্ত্রভূজিত ছিল।

এই মুর্শীদাবাদে নিবিধ পুষ্কিণ ও অপূষ্কিত পটবস্ত্র
 নির্মিত হয়, এবং নানা দেশের বাণিজ্যার্থে এত প্রকার
 পটবস্ত্র আর কুত্রাপি বৃণা বাত না। এবং নগরের চতু-
 র্দিগে যে সমস্ত ভূমি আছে তাহা লোক ও চান্দাবাদী
 ক্রমে উত্তম হইতেছে; কিন্তু বাণিজ্যকর্ম অধিক না
 হইয়া পূর্ববৎ আছে, এবং মন্দির গৃহাদি নির্মাণ বি-
 দ্যাতে লোকদের অধিক নৈপুণ্য নাই। সেখানে কখন
 কেহ এক মন্দির নির্মাণ করে ও পুষ্করিণী খনন করে

কিন্তু ইংল্যান্ডের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী সকলি বিনষ্ট হইতেছে।
আর সেখানে ধনি লোকদের প্রচুর ধন থাকিলেও তা-
হারা সুখজনক নতুন রীতি ও ব্যবহার গ্রাহ্য করে না।

যে সময়ে নবাব জাফিরখান ঢাকাহইতে আসিয়া
মুর্শীদাবাদে বসতি করিলেন, তদবধি ১৭৫৭ শক পর্যন্ত
অর্থাৎ ইংরাজ লোকদের অধিকার হইতে পূর্বে বঙ্গ-
দেশের রাজধানী মুর্শীদাবাদে ছিল। পরে রাজধানী নাম-
মাত্র থাকিল, কিন্তু বাস্তবিক কলিকাতা ক্রমে রাজধানী
হইয়া উঠিল। তথাপি মুর্শীদাবাদ সকলের মধ্যস্থান
প্রযুক্ত ১৭৭১ শক পর্যন্ত প্রধান করগ্রাহিত বসতিস্থান
ছিল, কিন্তু তদবধি কলিকাতা তাহার বাস্তবস্থান হইল।

৬২। বেহারের কথা।

হিন্দুস্থানের মধ্যে বেহার নামে এক বিস্তারিত প্রদেশ
আছে। বিষুবরেখার ২২ অংশ অবধি ২৭ অংশ পর্যন্ত
তাহার পরিমাণ হয়, তাহার উত্তরসীমা নেপালহইতে
বিভিন্নকারী পর্বতশ্রেণী। এবং দক্ষিণসীমা গঙ্গার
নামক হিন্দুদের পুরাতন এক প্রদেশ। এবং উত্তরসীমা
বঙ্গ প্রদেশ। ও পশ্চিম সীমা এলাহাবাদ ও অযোধ্যা
ও গঙ্গার। এই প্রদেশ পূর্বাংশে কল্যাণীয়া নদীদ্বারা
কাশীহইতে পৃথক হয়।

এই বেহার প্রদেশ সমুদ্রলোকের বসতিতে পরিপূর্ণ,
এবং হিন্দুস্থানের ভারত প্রদেশহইতে তাহার সকল
ভূমি অতি উর্বরা ও সন্ধানিত হয়। তাহার চাষের ভূমি

চতুস্তোণে প্রায় ৭৫০০ কোশ বিস্তারিত, গঙ্গা নদী তাহার মধ্যদিয়া পূর্বদিগে ১০০ কোশ গমন করিয়া তাহাকে সমান অংশে বিভাগ করে।

এই প্রদেশ লোকদের অতি ফলদায়ক স্থান, তাহার বায়ু অতি স্বাস্থ্যজনক ও ভূমি সমস্ত অতি উর্বরা ও জল-নিষ্ক ও বহুশস্যোৎপাদক, তাহার স্থানে বহুপ্রয়োজনীয় নানাবিধ উদ্ভিদ ২ দ্রব্য জন্মে, এবং সে হিন্দুস্থানের মধ্যস্থ হওয়াতে বঙ্গদেশ ও উত্তরদিগস্থ নানা দেশের সহিত তাহার নানাবিধ বাণিজ্য চল। এই প্রদেশ বহুজন পাঠান লোকেরা অপেক্ষা করিল, এখন মোগল লোকদের হস্তে থাকিয়া অতি উন্নতি পাইয়াছেন।

এই দেশে কৃষি ও শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি কৰ্ম উত্তম-রূপে চলে। তাহার নিত্য ব্যবসায়ের সামগ্র্য বার্ষিক উৎপন্ন আফ্রিক এবং হাজিপুর ও মাদ্রাসদেশে ব্যবহার জন্মে, এবং অন্যান্য দেশীয় লোকদের দ্বারাও বহুতর নানাপ্রকার বস্ত্র নিৰ্ম্মাণ হয়, তন্মধ্যে পান্য চাক চিনি মীল ও বাক তৈল প্রভৃতি বিবিধ সাপারন দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

এই বেহার নিবাসি লোকেরা পূর্বে হিন্দুস্থানস্থ নাধারন লোকদের ন্যায় আত্মমিরিক্তি কালহইতে লবণ প্রাপ্ত হইত, কিন্তু এক্ষণে বঙ্গদেশ ও কর্ণাট প্রদেশ-হইতে আনীত লবণ প্রাপ্ত হয়।

বেহারের প্রধান নদী গঙ্গা ও শোম ও গণ্ডক ও দামুদর ও কৰ্মনাশা ও দেবা। এই অস্ত্যস্থ দুই নদীদ্বারা দেশের সীমা নির্ণীত আছে, তন্মধ্যে দেশের মধ্যে অন্যান্য ক্ষুদ্র স্রোতও আছে, তাহাতে কোন প্রকারে জলকষ্ট

হয় না। দেশের প্রধান নগর পাটনা ও মুন্সের ও ভা-
গলপুর ও ভোকসার ও দিনাপুর ও গয়া ও রোহা।
এবং এই দেশের মনুয়ারা বহুদেশের মনুব্যাপেক্স
কিষ্কিৎ দীঘ ও বলবান ও দৃঢ়কায় হয়।

৩৩। গয়া নগরের কথা।

বৈহার প্রদেশের মধ্যে গয়া নামে এক নগর আছে,
সে পাটনাইহতে দক্ষিণ ২৭° ১১' কোণ দূর, এবং বিম্ব-
রেখাইহতে ২৪ অংশ ৪২ পল উত্তরে, ও কুবরেখা-
ইহতে ৮৫ অংশ ৫ পল পূর্বাধিগে থাকে।

এই নগরের উত্তরদিগে ৭ কোশ দূরত্ব এক পর্বতের
মধ্যে নাগরজিনি নামে এক পবিত্র গভুর আছে। সে
পর্বতের দক্ষিণাংশে শঙ্করইহতে কিষ্কিৎ দূর হয়, তা-
হার প্রবেশদ্বার ৪ হস্ত উচ্চ ও প্রায় ২ হস্ত প্রশস্ত হয়,
তাহার লোকেরা তন্মধ্যে প্রবেশ করে। এই গভুরের
মধ্যে বাদামাকুড়ি এক গৃহ নির্মিত আছে; তাহা
৩০ হস্ত দীঘ ও ১২ হস্ত প্রশস্ত, এবং তাহার মধ্যস্থান
প্রায় ৭ হস্ত উচ্চ হয়। সে দৃঢ় শৈল গাণ্ডের মধ্যে এই
গভুর খোদিত আছে, সে এই গভুর অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ,
অর্থাৎ প্রায় ৬৬ হস্ত দীর্ঘ আছে।

এই গৃহের মধ্যে অক্ষরাক্ষিত দুই পুস্তক ছিল, কিন্তু
তাহাতে কোন শব্দ লিখিত নাই। উইলকিন্স মহাশয়
দ্বারা আশিয়াতিক সমাজের পুস্তকে তাহার বিবরণ
লিখিত আছে, তাহার অক্ষরদ্বারা বোধ হয় যে অতি

প্রাচীন অক্ষর, এবং এই পক্ষের নিকটস্থ অন্যান্য উপ-
পক্ষতেও এইরূপ গহ্বর আছে।

এই নগর হিন্দু লোকদের অতি পুণিক এক তীর্থস্থান,
কারণ সেই স্থানে গঙ্গার পূসাদিগন্ত লোকদের মহাচারণা
ও ব্যবস্থাপক বৌদ্ধের জন্ম ও বসতি ছিল। এই নিমিত্তে
সে বৌদ্ধগয়া নামে বিখ্যাত আছে।

৬৪। বারাণসী প্রদেশের কথা।

এলাহাবাদ প্রদেশের মধ্যে বারাণসী নামে এক
জেলা আছে, সে বিসুবরেণ্যাইতে ২৪ অংশ জায়গি
২৬ অংশ পর্যন্ত উত্তরদিকে বিস্তারিত আছে। ১৭৭০
শকে অগোষ্ঠ্যার নবাব আমজউদ্দৌলার সময়কাল লোক-
দের হস্তে তাহা সমপন্ন করিয়াছেন। এই প্রদেশের মধ্যে
৬২ পুরগণা আছে। তাহার ভূমির পরিমাণ চতুষ্কোণে
প্রায় ৩০০০ ক্রোশ বিস্তারিত আছে, তাহার মধ্যে গঙ্গা
তীরস্থ ২৫০০ ক্রোশ ভূমি সারি বহুল, গঙ্গার প্রধান
ভাগ কাশী ও গাজিপুর ও জোয়ারদে গভীর।

এই প্রদেশে শীতকালে বায়ু এমন শীতল ও শব্দে মজদ
অধিতাপের প্রয়োজন হয়; এবং গ্রীষ্মকালে জেতমাস-
বধি ত্রৈমাস পর্যন্ত বায়ু এমন উত্তম হয় যে তাহা দ্বারা
সমুদয় তৃণাদি বিনষ্ট হয়। সেখানে বহু পক্ষদের আহার-
ার্থে বিলাতীয় কোন তৃণ রোপিত হয়, তবে বোধ হয়
সে হঠাৎ শুষ্ক হইয়া যাইবে। সেখানে দেশীয় লোকেরা
বিলাতীয় লোকদের নিমিত্তে নানগম ও গাজর প্রভৃতি

নানী প্রকার শাকাদি রোপণ করে। এই প্রদেশে ধানোর
ভূমি অধিক নাই, কিন্তু সব গোধূম মটরাদির ভূমি
অনেক আছে। তৈলের নিমিত্ত মসীনা রোপণ করে,
কিন্তু এই মসীনার বস্ত্র বিক্রপে করিতে হয় তাহা তদেশীয়
লোকেরা জ্ঞাত নয়। তাহাদের ক্ষেতের অধিকাংশে সব
ও একাংশে মটর রোপিত হয়, এবং দশহ চরণ পরিমিত
ভূমির পরে পীতবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট এবং বৃক্ষ রোপিত
থাকে, তাহার বস্ত্রের রঙ্গ জন্মে।

আর এই প্রদেশেতে প্রচুর চিনি উৎপন্ন হয়, তাহা
প্রস্তুত করণের উপায় অতি সহজ। এক প্রভুরম্য উদ্ভিদ
ও তাহার এক মুষল, এবং দুই বৃক্ষদ্বারা এই মাজ ফিরান
যায়। এই বস্ত্রের মূল্য সমস্ত ১২ টাকামাত্র, এতদধিক
বে বায় হয় তাহা অতি অল্প, পরে মগসর পাতেতে
ইক্ষুরস পাক করে, তাহাতে পশ্চিম হিন্দিয়া দেশে সেমন
রূপ এই প্রদেশে চিনি প্রস্তুত করণ সময়ে অধিক আনন্দ
ও উৎসাহ হয়।

এই প্রদেশের মধ্যে পাটনা ও বক্সার ও গাজিপুর
ও কাশী ও মেজাপুর এই সমস্ত স্থানের মধ্যে অনেক
উদ্বার ও কর্ষণযোগ্য ভূমি আছে, এবং স্থানে স্থানে আম-
বাকের টোপের দ্বারা বনের ন্যায় দৃষ্ট হয়, এই টোপের
দ্বারাতে পশ্চিমলোক ও পশ্চিম সুখজনক আশ্রয় পাইয়া
প্রাণি দূর করে। এবং পূর্ষকালে যখন মেজাপুরের উদ্ভ-
দ্বারা অধোস্থার নবাবের অধিকার ছিল, তৎকালে
কাশীস্থ ভূমি সকল অতি সুশোভিত দৃষ্ট ছিল, কিন্তু
তৎকালে নবাবের ভূমি সকল উত্তম কর্ষণযোগ্য ছিল না।

কাশী ও বঙ্গদেশে বঙ্গমানে যেমন উকল ভূমি, হিন্দু-
স্থানের মধ্যে তদ্রূপ আর নাই।

এই প্রদেশের উত্তরদিগে নানাবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্মিত
হয়, ও পশ্চিমদিগে বাস্তাবস্ত্র ও পূর্বদিগে শাল ও
সুবর্ণরূপাসূত্রনির্মিত নানাবিধ বস্ত্র নির্মিত হয়। এবং
বারাণসীতে লবণ প্রস্তুত হয়, এবং আজমিরের লম্বুর-
হীতে ও অন্যান্য স্থানহীতেও কিছু লবণ আনিতে হয়।
এবং সে স্থানে বৎসরে ২, অনেক উকল মীন জন্মে, এবং
কাম্বানির নিমিত্তে একাংশ আকিঞ্চ ও প্রস্তুত হয়।

এই প্রদেশের প্রধান নদী গঙ্গা ও গাম্ভীরী ও কলনাশা
ও শোণ, এই অস্ত্র দুই নদীদ্বারা প্রদেশের সীমা নির্ণীত
আছে, তাহাতে কোন স্থানে কলকর্ষ হয় না। তাহার
প্রধান নগর বারাণসী ও মেজাপুর ও দোয়ানপুর ও
চনার ও গাজীপুর।

৩৫। কাশী নগরের কথা।

বারাণসী প্রদেশের মধ্যে কাশী নামে এক রাজধানী
আছে, সে বিসুবরেখাচর্চিতে উত্তরে ২৫ অংশ ৩০ পল
এবং দ্রুবরেখাহীতে পূর্বে ৮০ অংশ দূর হয়। এবং
তন্মধ্যে বারা ও নদী, এই দুই নদী দ্বারা সঙ্কত
ভাষাতে সে বারাণসী নামে প্রসিদ্ধ আছে।

এই নগরের নিকটে গঙ্গানদী দূর প্রায় ১০০০ পল
বক্ররূপে গমন করে, সেই বক্র উচ্চতারে নির্মিত এই
কাশী নগর পুণ্যস্থানরূপে বিখ্যাত আছে। নদী তীরের

উপরিহৃত পথ সকল আটক করিয়া নানাবিধ গৃহাদ
নির্মিত আছে, তাহাতে নদীর অন্য পার্শ্ব সমভূমিতে
দণ্ডাঙ্গমান হইলে এককালে সমুদয় নগর দর্শন হয়
এবং মধ্যে ২ কূল অবধি পথ পর্যন্ত ৩০ পদ পরিমিত
উচ্চ অনেক ২ ঘাটী বৃহৎ প্রস্তরেতে সুনির্মিত আছে। সে
স্থানে এইরূপ ঘাটী নির্মাণ হিন্দু লোকদের নিকটে অতি
পুণ্যজনক কৰ্ম্মরূপে গণিত হয়।

এই নগরের পথ সকল এমনতর নকশা যে অশ্ব ও হস্তি
আবদ্ধ লোকদের অতিকটে যাইতে হয়। এবং পথের
উভয় পার্শ্বস্থ কোন ২ ঘাটী প্রস্তরনির্মিত ছয়তাল। পর্যন্ত
উচ্চ হইয়া উঠে; এবং ছাত্তর উপরে বিহার ও বায়ু-
সেবনার্থ স্থান আছে, এবং নীচ পথের সম্মুখে বারান্দা
এবং নানা গবাক্ষ আছে, তাহা দ্বারা গৃহ শীতল করণার্থে
বায়ুর গমনাগমন উত্তমরূপে হয়, কিন্তু পার্শ্বস্থ লোক
ভিত্তর দেখিতে পারে না। এবং কান ২ পথের উভয়-
পার্শ্বস্থ গৃহ সকল এমনতর নকশা যে এক কাষ্ঠদ্বারা এক-
পার্শ্বের গৃহ হইতে অন্যপার্শ্বের গৃহে গমনাগমন করা
যায়। এই নগরে এইরূপ প্রস্তর ও উষ্টকানির্মিত একতাল
অবধি ছয়তাল। পর্যন্ত গৃহ প্রায় ১২ সহস্র আছে, ও
মুক্তিকানির্মিত গৃহ প্রায় ১৬ সহস্র আছে। ১৮০৩ সালে
তাহার নিত্যনিবাসি লোক ৫ লক্ষ ৮২ সহস্র গণিত
হইয়াছিল, তন্নিম্ন মোগল ও বিদেশীয়দের পরিচারক
প্রভৃতি ৩ সহস্র, এবং পক্ষসময়ে অগণনীয় লোক হয়,
তাহাদের মধ্যে মুসলমান লোক এই সকলের দশাংশ
সেই একাংশ আছে।

এই নগরে হিন্দুদিগের দর্শন চর্চা করণার্থে জগদ্বারা রাজদ্বারা এক মন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার চতুর্দিক অতিসুন্দর। এবং তাহার গম্বুজের নীচে উল্লিখিত নিৰ্ম্মিত আছে, তৎপ্রযুক্ত সকল দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়। এই স্থানে পূর্বে এক মন্দির ছিল, তাহা মন্দির স্থানার্থে উল্লিখিত হইল। এই মন্দির চতুর্দিক উপর হইতে সমুদায় নগর ও নিকটস্থ দেশ পর্যন্ত পান্যবুদ্ধি হইয়া বাসনাক্ষ নগরে ও প্রান্তরের মধ্যে সমুদায় স্থান আচ্ছাদিত হইয়া সুন্দররূপে দৃষ্ট হয়।

শিকোল নামক স্থান নগর চতুর্দিক দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয় আছে, সে অতি মনোহর স্থান। তাহার চতুর্দিক দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়। অধিক বৃক্ষাদি না থাকিলে উদ্ভিদাদি দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়। বৃক্ষাদি থাকা ও বিহিত হইয়া দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়। অধিক মনোহর স্থান।

কাশীর রাজা কাশী নগর চতুর্দিক দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়। গঙ্গার ওপারস্থ রাজমন্দির চতুর্দিক দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়। চতুর্দিক দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়। চতুর্দিক দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়। চতুর্দিক দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়।

এই স্থানে অল্প দূরত্বের মধ্যে কাম দ্বারা দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসী এক প্রাচীর দ্বারা দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসী এক প্রাচীর দ্বারা দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসী এক প্রাচীর দ্বারা দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসী এক প্রাচীর দ্বারা দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়।

হীরক এই কাশী নগরে পাওয়া যায়। এবং এই নগরের মধ্যস্থ বা চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি সকল অধিক মূল্যবান। এ কারণ তদ্বিবয়ক বিবাদ নষ্টদা বিচারস্থানে উপস্থিত হয়।

এই নগরের বালকেরা এককালে লিখিতে ও পাঠ করিতে শিক্ষিত হয়। তাহার উপবেশন করিয়া বালুকার উপরে অঙ্গুলি বা নলদ্বারা অক্ষর লিখে, এবং লিখিবার সময়েই তাহার উচ্চারণ করে। পরে হস্তদ্বারা বালুকা সমান করিয়া পুনশ্চ তাহার উপরে লিখে।

এই নগরে প্রথমাধিক সংস্কৃত বিদ্যা প্রচলিত আছে, এবং তাহা এমনত পণ্যস্থানরূপে বিখ্যাত আছে যে অনেক রাজা নজ ও পুণ্যকর্ম করণার্থে আপন মন্ত্রী ও প্রতিনিধি লোকদিগকে তথায় প্রেরণ করে। এই নগরের প্রাচীন নাম কাশী অর্থাৎ তেজোময়, তাহা অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু পশ্চিমস্থ ইতিহাসকর্তাদের পুস্তকে এই নাম পাওয়া যায় না, তাহার মধ্যে বঙ্গনার নিকটস্থ মগুরা ও ক্রিশোবারার নাম আছে, কিন্তু কাশীর নাম নাই।

৩৬। লকৌ নগরের কথা।

অযোধ্যা প্রদেশে নবাবের রাজধানী লকৌ নামে এক নগর আছে। এই নগর বিবুধরেখাইতে উত্তরে ২৬ অংশ ৫১ পল ও দ্রুবরেখাইতে পূর্বে ৮০ অংশ ৭৫ পল গোমতী নদীর দক্ষিণতীরে স্থাপিত আছে। গোমতী নদী কাশী ও গাজীপুরের মধ্যস্থানে যাইয়া গঙ্গাতে মিলিত হয়,

এবং তাহাতে কার মান মৌকা চলিতে পারে। আর এ নগরের যে স্থান সাধারণ লোকের বসতি আছে, তাহা রাজপথ ভূমিহীতে ছাড়াইয়া আট হুন্স নিম্নে একতরফা দুই শকট একত্র যাবতে পারে ন, এর আতি দ্রুত প্রকৃত হয়। কিন্তু নবাবের নিয়ম অনুসারে পাসাদ ও ফররস্থান এ সকল আতি মন্দর, তাহাদের জাত সকল খুবগমণিত ও ভিত্তি সকল নানা অমরোত্তরকে ভূমিত আছে।

এই নগরের আশ্চর্য বস্তুর মান কোনখানেই নামে বিখ্যাত মাটিন সাহেবের এক বসতি আছে। তাহার নির্মাণে ১৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। ইহাটির বহু-
 ১৪ আনুরূপ বিশিষ্ট এবং সুন্দর উদ্যানের ন্যায় স্থাপিত আছে, তাহার চতুর্দিকস্থ ভূমি সমান ও বস্তুবোধ্য। মাটিন সাহেবের মৃত্যুর পরে এই বাড়ির সামগ্ৰী ইংলীজ হইল, তাহার বহুই দর্শন ও ব্যক্তি পাছহি আদর্শ কলিকাতার রাজবাড়িতে আছে।

এই নগরের নবাবের এলাকাতে আছে, তাহার মধ্যে অনেক পথ আছে। যে সমস্ত নান প্রকারের বা সৌন্দর্যের নিমিত্তে মাননীয় হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু অভুতাকৃতির নিমিত্তে মাননীয় হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে গাওয়ার সর্বাঙ্গের আশ্চর্য জল। পটশালার নিকটে গুজরাটীয় এক প্রকার মহাকাশ বৃক্ষমূহ থাকে, সেই বৃক্ষ যদি এই দেশে অধিক আদৃত হয়, তবে অধিক লাভ হইতে পারে, কেননা অবোধ্য প্রদেশের বৃক্ষ সকল অতি ক্ষুদ্র হয়।

৬৭। আগরা প্রদেশের কথা।

হিন্দুস্তান দেশের মধ্যে আগরা নামে এক মহাপ্রদেশ আছে, সে বিষুবরেখাহইতে ২৫ অংশাবধি ২৮ অংশ পর্য্যন্ত উত্তরে। তাহার উত্তরসীমা: দিল্লী, ও দক্ষিণসীমা: মালোয়া ও পুর্বসীমা অম্বোধ্যা ও এলাহাবাদ, এবং পশ্চিমসীমা আজমীর। এই প্রদেশের দীর্ঘতা ১২৫ কোশ ও প্রশস্ততা ৯০ কোশ। সে স্থানে যমুনা ও চম্বল ও গঙ্গা এই তিন প্রধান নদী আছে, তন্মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র নদী আছে: তথাপি সমুদ্র দেশ উত্তমরূপে সেচিত হয় না, চম্বল নদীর উত্তরদিকে কিয়দূরে গৃহ্মকালে কঠিন-কর্ম্মার্থে কূপের জল ব্যৱহার হয়। এই নিমিত্তে ধান্য প্রভৃতি যে ২ শস্যোৎপাদনার্থে অধিক জলের প্রয়োজন হয়, তাহা করিতে না পারিয়া অন্যান্য প্রকার শস্যোৎপাদন করে। ঐ ভূমি নীলোৎপাদন অতি উত্তম, এবং তাহাতে নীল ও চিনি ও কাপাস যথেষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু যে ২ স্থানে বিলাতি লোক না থাকে, তথা-কার কৃষিকর্ম্ম উত্তম হয় না। ১৭০৭ শকে অরঞ্জীবের মৃত্যুসময়াবধি অদ্য পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশে কলহ হইয়া আনিতেছে, এই কারণে সেস্থানে কৃষিকর্ম্ম উত্তম হয় না। আর এই প্রদেশের মধ্যে কোন স্থানে উত্তম আকরীয় দুব্য জন্মে না, এবং তারৎ পশ্বাদি হিন্দুস্তানের পশ্বাদির তুল্য হয়; কেবল গৃহ্ম সমস্ত বঙ্গদেশ ও পুর্বদেশ ও দক্ষিণদেশ অপেক্ষা উত্তম হয়।

এই প্রদেশের প্রধান বাণিজ্যদুব্য মোটা বস্ত্র, কিন্তু তাহাও অতিরিক্ত বিক্রীত হয় না। পুর্বদক্ষিণ ভাগে

ইংলণ্ডীয় লোকদের যে ২ প্রদেশ আছে, তাহাতে কাল্পীর পথদ্বারা চম্বলের দক্ষিণহইতে বৎসরে ২ কিছু ২ কাপাস আনীত হয়, কিন্তু তাহার অধিকাংশ মালোয়তে ও আগরার দক্ষিণপূর্ব কোণস্থ মারশাউতে উৎপন্ন হয়। এবং দোয়াবে অর্থাৎ ঐ প্রদেশের উপবনস্বরূপ যে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তি দেশ, তাহাতে মীষ ও মিনি ও কাপাস উৎপন্ন হয়। এবং আগরার উত্তর পশ্চিম কোণস্থ আলা প্রদেশীয় মাথরি রাজার অধিকারস্থ যে সমস্ত ভূমি তাহা উত্তম নহে, জলাভাব প্রযুক্ত তাহা অধিক শস্য উৎপাদন করে না। এবং বঙ্গদেশে ও তাত্ত্বারদেশে ও ইংলণ্ডীয়দের হস্তগত প্রধান প্রদেশে সাদৃশ পত্ৰলোকদের বাস আছে, সে স্থানে সাদৃশ নহে, অনুমান ৬০ লক্ষের অধিক সংখ্যা হইবে না। এবং দোয়াবের যে ঐ ২ ইংলণ্ডীয়দের হস্তগত আছে, সে তথাকার সমস্ত ভূমিহইতে উৎকর্ষ ও অধিক প্রজাবিশিষ্ট ও মুশাসিত আছে। আর আগরার দক্ষিণস্থ ভূমি সকল সমান ও বিস্তারিত ও সুশাসিত আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে অধিক বৃক্ষ নাই। এবং শীতকালে তথাকার পুষ্করিণী ও নদী ও স্রোত সকলি শুষ্ক হয়, তাহাতে কৃষিকর্মা ও গৃহকর্মার্থে কূপের জল ব্যবহার হয়। এই প্রদেশ ১৮০০ শক অবধি ইংলণ্ডীয়দের হস্তগত হইয়াছে।

৬৮। আগরা নগরের কথা।

আগরা প্রদেশে ঐ আগরা নামে প্রসিদ্ধ এক নগর আছে, সে পূর্বে আকবর মহারাজের রাজধানী ছিল।

এ নগর বিবুবেখাইতে উত্তরে ২৭ অংশ ১২ পল, ও
 কুবুবেখাইতে পূর্বে ৭৮ অংশ ১৭ পল দূর হইয়া
 বমুনা নদীর বামতীরে স্থাপিত আছে। সে নদীহইতে
 অতি মনোহর দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার তীরস্থ গৃহ সকল
 অতি সুন্দর নহে, এবং বৃক্ষ ও তীরের বক্রতা প্রযুক্ত
 সুশৃঙ্খলরূপেও স্থাপিত নহে। ১৮৩৮ শকে যে সময়ে এই
 নগরে অতি দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তৎকালে দরিদ্র লোক-
 দের দ্বারা নদীকূলে এক উত্তম রাজমার্গ প্রস্তুত হইয়া-
 ছিল। এই পথ করনধরগৃহহইতে প্রায় তাজমহল অর্থাৎ
 প্রায় এক ক্রোশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও ১৩ হস্ত প্রশস্ত হয়, এবং
 গমনাগমনার্থে অতি উত্তম, এবং অনেক লোক সাধারণ-
 কালে তাহাতে ব্যায়াম করিয়া দ্রুত হয়। এবং তাহা-
 দ্বারা নদীহইতে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া প্রেরণ করাও অতি
 সুগম হয়, এবং এই মার্গের পাশে ধনিলোকদ্বারা অনেক ২
 প্রস্তরময় বাজাঘাট নিৰ্ম্মিত আছে, তাহাতে লোকেরা
 বর্ষাকালে নদীতীরে পরমসুখে যাইয়া স্থানাদি কন্ম
 করিতে পারে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে নগরের নিকটস্থ জল
 শুষ্ক হইলে নগরহইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে জল থাকে।
 এই নগরের দীর্ঘতা দুই ক্রোশ ও প্রশস্ততা দেড় ক্রোশ,
 এবং ভূমধ্যস্থ প্রায় সমুদয় অট্টালিকা রক্তবর্ণ বালুকাময়
 প্রস্তরেতে নিৰ্ম্মিত আছে। এই প্রস্তর সকল নগরের দক্ষি-
 গম্বু পর্য্যন্তহইতে আনীত হয়। এবং দুর্গ অবধি পাদরি
 টোলা পর্য্যন্ত এক মহা রাজমার্গ নগরের মধ্যদিয়া যায়,
 তাহারি উভয়পার্শ্বে তিনতাল। চারিতাল। উচ্চ নানা অট্টা-
 লিকা আছে। অন্যান্য সমস্ত মার্গ অতি সঙ্গীর্ণ বটে, কিন্তু

সুপরিষ্কৃত আছে। দিবাভাগে এই মতামার্গে মনুষ্য-
 কেতে পরিপূর্ণ থাকে, তাহান্নত সে নগরে আশ্রয় বাণিজ্য
 কর্তব্য আছে, ইহা ইচ্ছাঃ বোধ হয়, কিহু সেক্ষানে অসংখ্য
 গন্ধবর্ণিক ও সুবর্ণবর্ণিকের বাস। অতির সমস্ত নিবাসি
 লোকই দরিদ্র। তথাকার দোহানমূল সকল অতি সস্তা
 চতুষ্কোণ প্রায় আট পদ পরিমাণের অাপক মধ্যে, স্তত্রাং
 তাহার মধ্যে অত্যন্ত সামগ্ৰী থাকে। এবং নগরের মধ্যে
 অনেক প্রহরিগৃহ আছে, তাহাতে বিবিধ কলত নিবাসন
 ও লোকদের রক্ষা ও নিবাসনা ও স্তত্রাং কাল সাপন
 হয়। এবং দুর্গহইতে শিবরস্থানে গমনাগমনার্থে এক
 প্রশস্ত উত্তম রাজমাণ আছে। এই দুর্গ ও শিবরস্থান এ
 উভয়ে নদীতীরহইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ, এই কারণে সেনা-
 গণ ও বিলাতীয় লোকেরা সেই স্থানে বাস করেন।
 এবং রাজকীয় অধ্যক্ষ ও দেশক লোকেরা তাহার
 সম্মুখে তথাহইতে দেড়ক্রোশ বা আড়াইক্রোশ দূরে বাস
 করেন। এবং অন্যান্য মাগের লোকেরা ও নগরের
 সস্ত্রীর্ণতা ও অস্বাস্থ্যজনকতা প্রযুক্ত নগরমধ্যে বাস না
 করিয়া অতি বিস্তারিত শিবরস্থানের মধ্যস্থ সমস্ত বা-
 টীতে বাস করেন। এই সমস্ত বাটীর চতুর্দিকে অতি
 প্রশস্ত স্থান আছে, তাহাতে নানা প্রকার উদ্যান আছে,
 সে সমস্ত উদ্যান কেবল শোভার্থে তাহা নহে, তাহার
 মধ্যে নানাবিধ শাকাদি উৎপন্ন হয়। এই সকল শাকাদি
 দেশীয় লোকদেরা উৎপাদিত হইয়া ইট্টেতে বিক্রীত
 হয় তাহা নয়, তাহারা কেবল অল্প শাক ও খরবুজ ও
 শসা ও কপিফুল ইত্যাদি উৎপন্ন করে, আর এই সকল

উৎপাদনে সাহেব লোকেরাও তাহাদের উপরে নির্ভর
 দেন না, কেননা দেশীয় লোকেরা মটর ও আক্সারাগল ও
 মালগম ও সীম প্রভৃতি কখনো উৎপন্ন করে না, এবং
 উত্তম জালের অভাব প্রযুক্ত করিতে পারেও না। আগরা
 নগরীয় প্রায় সমস্ত কুপই কিঞ্চিৎ লম্বা হু, দুই এক শাক
 ব্যতিরেকে প্রায় সকল শাকই তাহার ফলেতে বিনষ্ট
 হয়। আর যদিও উত্তম জল মিলে, তথাপি উদ্যান
 সিঞ্চনেতে অনেক ব্যয় হয়। দুই বস ও তাহার পাল-
 কের নিমিত্তে মাসে ২ প্রায় ১০। ১২ মদ্য ব্যয় হয়, এবং
 ৩। ৪ মালির নিমিত্তে তত ব্যয় হয়, কিন্তু তাহাদের দ্বারা
 যে ২ দুবা উৎপন্ন হইবে, তাহার শতাংশের একাংশ
 দুবা এক বাটার নিমিত্তে প্রচুর হয়। এইরূপে অধিক
 ব্যয় হয় তাহা কেবল নয়, অধিক অপব্যয়ও হয়। আর
 ভিন্নবাসি সাহেব লোকদের সে স্থানে থাকনের নিয়ম
 স্থির নাই, এই নিমিত্তে তাহারা উদ্যানের কালন অধিক
 ব্যয় করিতে সম্মত হন না। ভূম্যধিকারির নিমিত্তে
 উদ্যান প্রস্তুত করে, তাড়াটিয়া লোক এমত দাতা হইতে
 চাহে না, একারণ সেখানে অধিক উদ্যান নাই। সে
 অল্প উদ্যান আছে তাহা চিরস্থায়ি লোকদের আছে।
 আর মৃত্যুর পরে আমার অতিশয় কীর্তি থাকিবে ইহা
 এতদেশীয় প্রায় সকলেই ইচ্ছা করে। 'নামকে বাস্তে' এই
 কথা সকলেরই কর্ণগোচর হইয়াছে। মৃত্যুর পরে আর
 কিছু না থাকিলেও যদিপি কেবল নাম থাকে, তথাপি
 তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধি হয়। এতদেশীয় সুন্দর ২ কবর ও
 মন্দির নির্মাণদ্বারাই তাহাদের এই মানস প্রকাশ পায়।

হিন্দুস্থানে এমনত অনেক মন্দির ও কবর আছে। এই আগরা প্রদেশেও অতি উত্তম অনেক মন্দির আছে, এবং কটিংপুর ও মিররি ও ভেন ইত্যাদি স্থানেও অনেক রূপ অনেক আছে। এই সকল মন্দির দেখিয়া যেকোন মনসে অতি আশ্চর্য্যভাব হবে এবং পাণ্ডিত্য লোকেরা তাহার আশ্চর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। এক আগরা নগরের নিকটস্থ যে সমস্ত মন্দির আছে তাহাও উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে সাক্ষরমন্দির শাহজাহান সুপাতিদ্বারা নূরজাহান আদিল শাহের নাপ্তি নামে তাহার পরমা স্ত্রীকে রাজ্যের কবর নিমিত্ত করিয়াছিল, সে মন্দিরই মন্দিরমন্দির।

৩৯। দিল্লী প্রদেশের কথা :

• হিন্দুস্থানের মধ্যে দিল্লী নগর এক মহাপুরান প্রদেশ আছে; সে হিন্দুস্থানেরই মধ্যে ১৮০ মাইল দূরত্ব ৩১ অংশ পশ্চিম উত্তরসীমা বিস্তৃত আছে। তাহার উত্তরসীমা আছে যে উত্তর প্রদেশের প্রদেশের বেসির ও দেওরগড় ও মানসার প্রভৃতি এবং দক্ষিণসীমা আগরা ও আজমীর; এবং পূর্বসীমা যমুনা ও বাহা-দ্বারা অবোধা উত্তরহিন্দুস্থানের উত্তর দিকের হয় এমন নানা উচ্চ পর্বতশ্রেণী; এবং পশ্চিমসীমা আজমীর ও দাহোর। এই প্রদেশের দৈর্ঘ্য ১১০ কোশ ও প্রস্থ ২০ কোশ।

এই প্রদেশের পশ্চিমভাগে বিশেষতঃ হিন্দুস্থান

জেলাতে গ্রীষ্মকালে লোকেরা জলাভারে অতি কষ্ট পায়, তৎকালে কেবল কূপের জলমাত্র ব্যবহৃত হয়। লোকেরা ভূমিতে ৮০ বা ১০০ হস্ত পরিমাণ কূপ খনন করিয়া জল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বর্ষাকালে কৌগর নদীদ্বারা এই হরিয়ানা জেলার এক ভাগ আশ্রয়িত হয়, তাহাতে কিছু কাল পর্য্যন্ত তৃণাদি অতি উৎকৃষ্টরূপে জন্মে ও সমস্ত দেশের হিত হয়, পরে তাহার পশ্চিমাংশস্থ মহাপ্রাচীর উত্তপ্ত হইলে দেশ পুনরায় শুষ্ক হইয়া যায়। গঙ্গা সমুদ্রের মধ্যস্থিত আনক্ষসের সমানাত্মনে বিবৃৎরেখা হইতে দূরস্থ যত স্থান আছে সে সমস্তই মরুভূমি, তাহার মধ্যে বৃক্ষ বা চাষিত ভূমি কিছুই নাই। এই স্থান পূর্বে জয়কারি গৈন্যদ্বারা উচ্ছিন্ন ও লুপ্তিত হইলে পর ১০০ বৎসরাবধি এই রূপ হইয়া আছে। আর এমন ও সটলেজ বা শতক্ষ নদীর মধ্যস্থিত ভূমিতে অনেক আম্র-বৃক্ষ আছে। এবং সে স্থানে গোশূর ও সব ও চনক ও অন্যান্য শস্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু সে স্থানে কলহ প্রযুক্ত কৃষিকর্ম অধিক হয় না। প্রদেশের এই অংশ অতিশুদ্ধ স্থান, সিংহন ব্যতিরেকে কোন শল্যোৎপাদিত হয় না; তথাপি কেবল নগর ও গ্রামের নিকটে কূপ স্থাপিত থাকে। সে স্থানে ১০ বা ১৫ হস্ত ভূমি খনন করিলে জল পাওয়া যায়। ১৩৫৮ শকে তৃতীয় ফিরোজ রাজা শতক্ষ নদীহইতে জর্জির পর্য্যন্ত ৫০ কোণ পরিমাণ এক বালা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য প্রণালীও খনন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে সমস্ত পূর্ণ হইয়া নিভুল হইয়াছে।

৭০। দিল্লী নগরের কথা ।

দিল্লী প্রদেশে দিল্লী নামের এক নগর আছে। সে পূর্বে কালে পাঠান ও মোগল রাজার প্রধান রাজধানী ছিল। এই নগর বিহুবরেখাইতে উত্তরে ২৮ অংশ ৩৩ পল ও দ্রুবরেখাইতে পূর্বাধিগে ৭৭ অংশ ১ পল আছে।

যে দিল্লী নগর বিমষ্ট হইয়া এক্ষণে প্রস্তুতবিহীন আছে, সে উন্নতি সময়ে সন্ধানস্বত্ব কখনসারে পরিমাণে ১০ ক্রোশ পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল। পরে ১৬০১ শকে শাহ জাহান নামক রাজা যমুনা নদীর পশ্চিমতীরে নূতন দিল্লীর পত্তন করিয়া তাহার নাম শাহজাহানাবাদ রাখিলেন। এই নগরের পার্শ্ব প্রায় চারি ক্রোশ, এবং তাহার তিন দিগে প্রস্তুতময় ও ইষ্টকাময় ভিত্তি আছে, কিন্তু সে ভিত্তির উপরে কামানাদি কিছুই থাকে না। তাহার সপ্ত দ্বার আছে, ১ দাওয়ার দ্বার, ২ আজমীরের দ্বার, ৩ তরখানাবাদের দ্বার, ৪ দিল্লীর দ্বার, ৫ মোহরের দ্বার, ৬ কাবলের দ্বার ৭ কাস্মীরের দ্বার। এই সমস্ত দ্বার বালুকাময় প্রস্তুতদ্বার। নির্মিত আছে। আজমীরের দ্বারের নিকটে এক মাদুশা অর্থাৎ মহাবিদ্যালয় আছে। নিতান অলমলকের প্রাপ্তপণি গজীউদ্দীন এই বিদ্যালয় নিয়োগ করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে তাহা বন্ধ ও শূন্য আছে।

শাহজাহাননগরের অর্থাৎ নূতন দিল্লীর আইশ্বর্য্যশালি লোকদের অধিকারসময়ে অতি সুন্দর ২ যে সকল অটালিকা নির্মিত ছিল, তাহাদের অবাশকি ভাগ অদ্যাপি

আছে; বিশেষতঃ কুমিরউদ্দীন খান ও আলিমুদ্দীন খান ও গাজীউদ্দীন খান ও সেকান্দরজঙ্গ, ইহাদের সুন্দর ২ অট্টালিকা আছে। এবং মুহম্মদসার মাতা কুমলী রাক্কীর উদ্যান আছে, এবং সন্দেখান ও সুলতান দারাসিকোর অট্টালিকা আছে। এই সমস্ত রাটী অতি বিস্তারিত হইয়া উচ্চ প্রাচীরেতে বেষ্টিত আছে, এবং তাহার নানা উদ্যান ও স্থানাগার ও পুস্তশালা এবং গারক গায়িকাদের গানস্থান আছে।

দিল্লী নগরে অতি সুশোভিত সুন্দর ২ অনেক মসজিদ আছে; বিশেষতঃ জামামসীদ অর্থাৎ মহামসীদ সর্বোত্তম হয়। এই মসীদ শাহ জাহানের অধিকারের চতুর্থ বৎসরে আরম্ভ হইল, এবং তাহার দশবৎসর অধিকার সময়ে সমাপ্ত হইল; তাহার নিম্মানে ১০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। এবং এই মহামসীদেয় সিংহ দূরে রোশন-উদ্দৌলার এক মসীদ আছে, ১৭৩৯ শকে নাদীরশাহ রাজা তাহাতে উপবেশন করিয়া দিল্লী নগর নিবাসি তাবৎ দুর্ভাগ্যদিগের বধ দেখিলেন, তদবধি নগরের এই প্রদেশে অত্যন্ত লোক বাস করে। এই স্থানে মহামসীদ ভিন্ন অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চল্লিশ মসীদ আছে।

এই নতুন দিল্লী নগরে উত্তম ২ অনেক ইষ্টকাগ্জ আছে, কিন্তু প্রায় সকল পথই সঙ্কীর্ণ, কেবল দুই রাজমার্গ বিস্তারিত আছে, তাহার এক মার্গ মহাট্টালিকা অবধি দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত, এবং দ্বিতীয় মার্গ মহাট্টালিকা বধি লাহোরের দ্বার পর্য্যন্ত আছে; পূর্বকালে প্রথম মার্গের পাশে এক প্রণালী ছিল।

এই নগরের হাটে বাজারে অধিক দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় হয় না, এবং অরঙ্গীব রাজের অধিকার সময়সামগ্ৰি প্রজালোকের হ্রাসতা হইতেছে; তাহার অধিক, সময়ে ২০ লক্ষ লোক ছিল, ইহা কথিত আছে, কিন্তু এত সংখ্যা অতিরিক্ত বোধ হয়। এই নগরে চাঁদনিচক নামে এক বাজার আছে, সে যদ্যপি নক। বাজারহইতে উত্তম, তথাপি তাহার মধ্যে অধিক ক্রয় বিক্রয় হয় না। এই নগরে ও তাহার চতুর্দিকে কাশ্মীর বস্ত্র ও মীল প্রস্তুত হয়। এবং উত্তরীয় বর্ণগদলদ্বারা বস্ত্রের কাশ্মীর ও কাবলহইতে শাল ও নানাবিধ ফল ও ঘোটকাদি আনীত হয়। এবং এই নগরে নানা বস্ত্র পাওয়া যায়, বিশেষতঃ রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ অকীক ও শিরোজা প্রস্তুত পাওয়া যায়, এবং বিদারের হাঁকা ও মহাহাঁকার আসন পাওয়া যায়। এবং নগরের নিকটে যমুনা নদীর তীরে ধান্য ও কলায়াদি শস্য ও মীল উৎপন্ন হয়।

এই নগর ৩৬ অংশে বিভক্ত হয়, ও তাহার প্রত্যেক অংশনিবাসি পুখান লোকদ্বারা ও বিশেষ বৃত্তান্তদ্বারা বিশেষ নামে বিখ্যাত হয়। এই নগর দিল্লী দুর্গ টাঙ্গলের উপরে স্থাপিত আছে। তাহার রাজবাগী যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে শাহ হাছান রাজদ্বারা নির্মিত আছে, এবং তাহার চতুর্দিকে প্রাচীর রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত আছে, তাহার পরিধি এক কোশ পরিমাণ হয়। এবং তাহার নিকটে সিলিগড় নামে এক দুর্গ আছে, কিন্তু সে দুর্গ উদ্ধৃত হইয়াছে। এবং এই স্থানে মুহম্মদ শাহ ও বংশের অধিকার সময়ে তৎসম্বন্ধ রাজের দ্বারা

নক্ষত্রাদি নিরীক্ষণার্থে এক উচ্চগৃহ নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু কদবধি অনেক বার তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

আর শাহ জাহান রাজের দ্বারা সে স্থানে শালিমার নামে যে উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার নিম্নাংশে এক কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল; কিন্তু তাহার অন্যান্য কৃত কর্মের ন্যায় তাহাও উচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই উদ্যানের পরিধি অর্ধ কোশ পরিমাণ, এবং তাহা ইন্দুকাময় উচ্চ প্রাচীরেতে বেষ্টিত ছিল। এই উদ্যানের দক্ষিণদিকে যত দূর দৃষ্টি যায় তত দূর নানা উদ্যান ও ক্রীড়াগৃহ ও মসজিদ ও কবর কেবল এই সকল দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে সকলি উচ্ছিন্ন ভাবে আছে।

৭১। লাহোরের কথা।

হিন্দুস্থানের মধ্যে লাহোর নামে এক প্রদেশ আছে; যে বিষ্ণুরেখাহইতে উত্তরদিকে ৩০ অংশাবধি ৩৪ অংশ পর্যন্ত বিস্তারিত আছে। তাহার উত্তরসীমা কাশ্মীর ও পাঞ্চালি ও মসফরাবাদ প্রদেশ; এবং দক্ষিণসীমা দিল্লী ও আকমীর ও মোলতান; এবং পূর্বসীমা শতদ্রু নদী, যে নদীদ্বারা উত্তর হিন্দুস্থানহইতে লাহোর পৃথককৃত আছে; এবং পশ্চিমসীমা সিন্ধু নদ, এই নদদ্বারা লাহোরহইতে আগরান দেশ পৃথককৃত আছে। এই প্রদেশের দৈর্ঘ্যতা ১৬০ কোশ ও প্রস্থতা ১১০ কোশ।

এই লাহোর প্রদেশ সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়, যে পশ্চিমের দেশ বিষ্ণুরেখাহইতে ৩২ অংশাবধি বিস্তা-

রিত আছে সে তাহার প্রথম ভাগ, এবং তাহার দক্ষিণে
বে সমভূমি আছে সে দ্বিতীয় ভাগ। এই দ্বিতীয় ভাগে
পাঁচ নদী আছে, একারণ ব্যাপ্তিতে সে পঞ্চান নামে
বিখ্যাত হয়, কিন্তু বিবেচনা না করিয়া কেহ ২ মকল
লাহোরকে পঞ্চাব বলেন। লাহোরের দেশ বিশেষে
শীত গ্রীষ্মের বিশেষ হয়, যেমন টিউরপের মধ্যভাগে
অধিক শীত, তদ্রূপ শীতকালে লাহোরের উত্তরাংশে
অধিক শীত হয়।

এই লাহোরের অর্দ্ধভাগ পঞ্চাব নামক ৫ প্রদেশ
সে সর্দাপেক্ষা উর্ধ্বা; তাহাতে গোবৃষ ও যব ও ধান্য
ও নানাবিধ কলায় ও কঁকু ও তাম্বাকু প্রভৃতি নানা
প্রকার শস্য ও ফল বাতুল্যরূপে জন্মে, এবং সে স্থানে
গোমেষাদি অনেক পশুও আছে। এই প্রদেশের প্রত্যেক
খণ্ডের লোকের গহিত প্রত্যেক খণ্ডের পরস্পর প্রায়
সর্বদা বিরোধ ও যুদ্ধ হয়, তৎপুঙ্ক সমুদ্র ও সিন্ধু
নদীর মধ্যবর্তি দেশের অল্প ভূমি চর্মান্ত হয়, প্রায়
অনেক ভূমি পতিত থাকে।

আর লাহোরের পূর্বভাগে পঞ্চাবের পার্শ্বভূমিতে
গোম ও যব ও কুলার প্রভৃতি অনেক শস্য জন্মে। এই
ভূমি পর্বতহইতে নিঃসৃত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গোপানের
ন্যায় স্থাপিত আছে; কারণ প্রাচীনকালে পর্বতের
উপরে বৃক্ষহইলে যখন তথাকর্তে জল অতিবেগে
নীচে পতিত হয়, তৎকালে সেই স্থানে প্রচুর মৃত্তিকা
পতিত হয়, তাহাতে লোকেরা ক্ষুদ্র প্রস্তরদ্বারা অর্দ্ধ
চন্দ্রাকারে ভিত্তি নির্মাণ করিয়া তাহা রক্ষা করে। আর

দ্রুমভূমিতেও খাদ্য ভয়ে বটে, কিন্তু অধিক নহে, এবং তাহা সাধারণ লোকদের খাদ্যও নহে, বরং গোখুমের শিকট ও কলায়ের ডাইলাদি সাধারণের খাদ্য হয়।

আর কচু ও কাশ্মীরের মধ্যবর্ত্তি যে পর্বতশ্রেণী আছে, তাহার মধ্যে অনেক কাউবৃক্ষ ও বাইশীবৃক্ষ নাপারণ আছে। তাহাতে সে দেশে ঐ কাউবৃক্ষের নির্ধাসদ্বারা এক রূপ বাতি নির্মিত হইয়া প্রদীপের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঐ নির্ধাসহইতে ক্রুরূপে টারপিন তৈল ও আলকরতরা জন্মে তাহা সে দেশীয় লোকেরা জ্ঞাত নয়। আর লাহোরের উত্তরাংশ ভূমি ফল শাকাদি উৎপাদনে অতি উত্তম হয় না, সে স্থানে উদ্ভাপ প্রযুক্ত পারস্য দেশীয় কোন ফলাদি উৎপন্ন হয় না, এবং শীতপ্রযুক্ত ভারতবর্ষীয় কোন ফলাদিও উৎপন্ন হয় না। কিন্তু সে প্রদেশে অনেক আকরীয় লবণ লভ্য হয়, এবং যদি পর্বত খনন করা যায় তবে তাহাহইতে নানাবিধ ধাতু লভ্য হইতে পারে, এমন বোধ হয়।

পঞ্জাবীয় লোকদের সহিত হিন্দুস্থানীয় লোকদের যে বাণিজ্যকর্ম ছিল, তাহা এক্ষণে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, কেবল কতিপয় ক্ষুদ্র বণিক মীক দেশের প্রধানাধ্যক্ষদের হইতে অনুমতিপত্র পাইয়া সে দেশে যাত্রা করে, তাহাতে তাহাদের দ্রব্যাদির লচরাচর অল্প ক্রয়বিক্রয় হয়। এবং লাহোর দেশহইতে তিনি ও চাউল ও মীল ও গোখুম ও কার্পাসি বস্ত্রাদি সিঙ্কনদীর পশ্চিম দেশে প্রেরিত হয়, এবং তথাহইতে খড়গ ও ছোটক ও নানাবিধ ফল ও শস্যক ও বিবিধ গন্ধদ্রব্য লাহোরে ক্রয়ীত হয়। এবং

সেমন পারুল) দেশহইতে তদ্রূপ কাষ্মীরহইতে ৭ শাল ও নানা প্রকার বস্ত্র ও কুসুম ৭৭ ফল প্রদান ঘা-
নিত হয়।

পূর্বে এই সমস্ত বাণিজ্য দ্বারা যে সকল প্রদেশের
মণ্যদিগা গমনাগমন করে, তদ্বৎ শীত ঋতুতে তাহারা
অধিক কর গৃহণ করিয়া ব্যবসায়ের জন্য তজ্জাত, একারণ
এক্কে কাষ্মীরের প্রায় সমস্ত দুগ্ধ, তস্ক ও মাংসাদি ও
শ্রানগর ইত্যাদি পাক্তীয় দুগ্ধাদি পণ্য দিয়া হিন্দুস্থানে
প্রেমিত হয়। অতএব পঞ্জাবের প্রসাদাপ্যাক পণ্যাদির
অধিক কর গৃহণজন্য ভুক্তি শ্রুতি দোষাদি অতঃপর বণিক-
দের পুনর্বিস্থান তজ্জাত তাহাদের প্রতি ন্যায় ও উপ-
কার করিতে যত্নবান হইতেন।

এই প্রদেশে সীক বা সিংহ ও মৌর ও রাজপুত
প্রভৃতি অনেক হিন্দুলোক ও মুহাম্মাদীলান লোকের বাস
আছে। কিন্তু লাহোরের সীক প্রদেশের সকল মুসল-
মান বাস করে, তাহারা অনেক লোক হইলেও সকলেই
• দরিদ্র ও উপদ্রুত ও অবজ্ঞাহ পাবে এবং কৃষিকর্ম ও
ভারবহনাদি নানা প্রকার পরিশ্রমের জন্য করিয়া কাল
যাপন করে। এবং গোমাংস ভক্ষণ ও উচ্চৈশ্বরে
প্রার্থনা করিতে পায় না, এই নিমিত্তে তাহারা অনেক
বার মসীদে একত্র হয় না, এবং তাহাদের মসীদ সকলও
বিস্তৃপ্ত প্রায় আছে। সীক লোকদের আভিমাচ লোকেরাও
তাহাদের সমান দুঃখী নয়। তাহারা সীক লোকদের
সমান ধর্ম ও দেশের অবস্থা দ্বারা ই প্রসাদাপ্যাকের উপদ্রব
হইতে রক্ষা পায়; যদি এক অধ্যাক্ষে তাহাদের সম্ভাব

না হয়, তবে তাহারা তাহাকে ভাগ করণপূর্বক অল্প দূর যাইয়া তাহার দেহক অন্য কোন অধ্যক্ষের আশ্রয়ে বসতি করে।

আর নাহোরের উত্তরপশ্চিম সীমানিবাসি লোকেরা প্রায় সকলেই আপগামী লোক, তাহারা প্রাণীরবেষ্টিত গ্রামে, ও ক্ষুদ্র দুর্গে বসতি করে, এবং পরস্পর প্রায় নিত্য বিবাদ করে।

সীক অর্থাৎ সিংহ লোকদের নখের আকৃতি প্রায় হিন্দু লোকদের তুল্য, কিন্তু তাহাদের দীর্ঘ ঋক্ষদারা কিঞ্চিৎ বিশেষ দৃষ্ট হয়। তাহারা মারহাউ লোকদের ন্যায় কর্মশীল, বিশেষতঃ তাহাদের শরীর অতি দৃঢ়; কারণ তথাকার জল ও বায়ুর উত্তমতা প্রযুক্ত তাহারা অধিক ভোজন করিতে পারে। ও হিন্দুস্থানীয় তাবৎ লোকাপেক্ষা অধিক সাহসী হয়, বিশেষতঃ যদি ধর্মের নিমিত্তে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তবে তাহারা উগ্রতের ন্যায় হয়। সন্দেহীয় সেনাগণ প্রায় সকলেই অস্বারূঢ় হয়, গ্রাম ও নগররক্ষক সেনা বিনা পদাতিক সেনা লে দেশে নাই। কিন্তু অন্যদেশের নিমিত্তে প্রায় সকলেই পদাতিকতা করে। এই লোকেরা অতি সাহসী, এবং আলাপে কঠিন ও উচ্চৈঃস্বরে কথা কহে।

সীক লোকদের ধুমুপানে নিষেধ আছে, কিন্তু মদ্যপানে নিষেধ নাই; তাহারা অপরিমিত মদ্য পান করে। সূর্য্য অন্তগত হইলে পর প্রায় তাবৎ সীক পদাতিকগণ মদ্যপানে মত্ত হয়। এবং তাহাদের মধ্যে আফিম ও গাজা সাধারণ ব্যবহার আছে। এই সীক পদাতিকগণ

আপন ২ শ্রম দীর্ঘ হইতে দেয়, এবং বনশুকরের মাংস
সেতে অত্যন্ত লোলুপ, এই মাংস ভোজনে তাহাদের
নিষেধ নাই।

সীক লোকদের প্রাচীন মর্যাদা : : শাসনশক্তি ইত্যবের
প্ৰতি সমর্পিত আছে। এবং তাহাদের গুরুগন অকালী
অর্থাৎ অমর নামে বিখ্যাত হইয়া যাজকতা ও পাদা-
তিকতা দুই কর্মই করে; এবং তাহাদের নগরের তত্ত্ব
কর্ম তাহাদের অধীন আছে; অতএব তাহারা সভার
প্রধান লোক হইয়া আপন ২ ধর্মামুসারে তত্ত্ব কর্ম
নিরূপিত করে।

খ্রিঃ ১৮৪৫ শকের শেষে তাহার দেশের সৈন্যসমূহ
অকারণে ইংরাজদের অধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ কৰিতে
ইংরাজেরা যুদ্ধযাত্রা করিয়া জয় হইয়া দেশের একাংশে
আপনাদের অধিকার স্থাপন করিল, এবং সীক লোকদের
অস্কার দমনার্থে অন্য ২ নানা নিয়ম স্থাপন করিল;
তাহার বিশেষ লিখিবার প্রয়োজন নাই।

৭২। যাবা উপদ্বীপের কথা।

পূর্বসাগরে যাবা নামে এক উপদ্বীপ আছে; সে বিমূক
রেখাহইতে দক্ষিণে ৬ অংশাবধি ৯ অংশ পূর্বান্ত পূর্বা-
বধি পশ্চিমদিকে বিস্তারিত আছে। তাহার দক্ষিণপশ্চিম
সীমা ভারতবর্ষীয় সমুদ্র, ও উত্তরপশ্চিম সীমা সুমাত্রা
উপদ্বীপ, ও উত্তরসীমা বর্নীয় উপদ্বীপ, ও উত্তরপূর্বসীমা
সীলীবীস উপদ্বীপ, ও পূর্বসীমা মাদুরা ও বাঙ্গী নামক

উপদ্বীপ; এই ভাষ্য দুই উপদ্বীপইহঁতে নির্গত দুই অপ্র-
শস্ত খাদ্ধিয়ারা যারা উপদ্বীপ পৃথককৃত হইয়াছে।
তাহার দীর্ঘতা ৩০০ কোশ ও প্রশস্ততা ৪৪ কোশ।

যাৰা ও সুমাত্রা এই উপদ্বীপদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি বে সমুদ্র
তাহার নাম সুন্দারি খাদ্ধি; তাহা অতি সঙ্কীর্ণ, কেবল
১০ কোশ প্রশস্ত আছে। এই খাদ্ধীর তীর জলহইতে
ক্রমে উচ্চ হইয়া শেষে পৰ্ব্বত হয়; এই পৰ্ব্বতের আরম্ভ
বলঘোনা পূর্বাংশ প্রদেশাবধি পশ্চিমদিগ পর্য্যন্ত চলিয়া
ক্রমে নিম্ন হয়; এই পৰ্ব্বতশ্রেণীদ্বারা যাৰা দুই ভাগে
বিভক্ত হয়, তাহার উত্তরভাগ কিঞ্চিৎ বহু ও উন্নত
হয়। তথাপি সেই উত্তরদিগের ভূমি নিম্ন ও জলময়
ও রনময় আছে; কিন্তু বাণ্টামের পশ্চিমভাগে সমুদ্র
পর্য্যন্ত যে উচ্চভূমি সে উন্নত হয়, এবং এই পৰ্ব্বতশ্রেণীর
মধ্যস্থানে এক অগ্নিময় পৰ্ব্বত আছে, তাহাইহঁতে
অসংখ্য কখন ২ ধূম উৎখিত হয়।

উত্তরদিগে সমুদ্রের অনেক মোহানা আছে, তাহাতে
পূৰ্ব্বদক্ষিণ বায়ুবহনের সময়ে বাণ্টামের ও চিরিবো-
নের সাম্মারদের ও জোরানার ও মৌরজয়ার মোহানা
জাহাজ রক্ষার্থে অতি উত্তম হয়; নতুবা যদি উত্তর-
পশ্চিম বায়ু বহে, তবে সে জাহাজের সমুদ্রে এমনতর
উৎখিত হয়, যে জাহাজ কোন প্রকারে তীরের নিকটে
স্থির থাকিতে পারে না। এই যাৰার উত্তরাংশ যেমন
বিদিত আছে, দক্ষিণাংশ তাদৃক বিদিত হওয়া যায়
না, কারণ তাহার তীরেতে অনেক ২ অগম্য পৰ্ব্বতশ্রেণী
আছে; তাহাতে তাহার বিষয় কেহ জানিতে পারে না।

এবং তাহার পূর্বাধিগেও অত্যন্ত লোকের বসতি আছে, তাহাতে কিছু কৃষিকর্ম হয়। এবং বালির খাদ্যভীরে ওলন্দাজ লোকদের বাগ্নন-উওঙ্ক নামে এক নগর আছে, এই নগর এক মহাবনদ্বারা পানারকানহীতে বিভক্ত হইয়াছে। এই বন পশ্চিমমুখে দেশে স্থিতি, এবং অনেক বিবিধ বৃক্ষ ও ব্যাঘ্র ও মহিষ ও চিতাবাঘ্র ও বহু বানরেতে পরিপূর্ণ আছে। তাহার মধ্যদিয়া গমনার্থে কেবল এক সম্ভাব্য পথমাত্র আছে, তাহার উত্তর পার্শ্বে ৭ হস্ত দীর্ঘ অনেক বন্য ঘাস আছে, কেবল দেশীয় লোক সেই পথ জানে। এই পথ দুই তিন উচ্চনীচ ভূমিদিয়া আর বেগামি নদী পার হইয়া গমন করে।

যাবা উপদ্বীপে অনেক নদী আছে, সে সকল দেশ-মধ্যবর্তি পদ্মতশ্রেণীহইতে নির্গত হয়, কিন্তু তাহাতে জাহাজ চলিতে পারে না, কেননা জল অল্প, এবং নদীর মুখে অনেক বালুকা ও কদম থাকে, তাঁটার সময়ে তাহার উপরে কেবল অল্পহস্ত পারমিত জনমাত্র থাকে। এই সকল নদীর মধ্যে যোহানা ও নীদানী ও টাঙ্গিরাং নদী প্রধান হয়। আর বাতাবিয়ার সম্মুখস্থ নদীতে দিবারাত্রির মধ্যে কেবল একবার জোয়ার ও একবার তাঁটা জন্মে, এবং জোয়ারের সময়ে সেই নদীর মুখে ৬ পদ পরিমাণে জল উঠে, এবং কটালের দিনে আরো কিছু অধিক উঠে।

এই যাবা দেশে পূর্বীয় বা শুষ্ক এবং পশ্চিমীয় বা বৃষ্টিময়, এই দুই নামে দুই প্রকার মাত্র ঋতু আছে। বৈশাখমাসাবধি আশ্বিনমাস পর্যন্ত পূর্বীয় ঋতুর ভোগ

হয়, তৎকালে বিষুবরেখার দক্ষিণস্থ সমুদয় স্থানে সমুদ্র-
তীরের নিকটে দক্ষিণ বায়ু বহে, এবং কোন সময়ে
দক্ষিণপূর্বীয় বায়ুও বহে, এবং তৎকালে আকাশ
নির্মল হয়।

আর কার্তিকমাসাবধি কালগুণমাস পর্য্যন্ত পশ্চিমীয়
বৃষ্টিময় বায়ু বহে, তৎকালে বায়ু অতিবেগে গমনাগমন
করে, এবং তাহার সহিত বৃষ্টিধারা পতিত হয়, এই
জন্যে তৎকালে অনেক লোক পীড়িত হয়। কিন্তু বারেন্দ্র-
হইতে দক্ষিণ মধ্যস্থানে কালগুণমাসাবধি বৈশাখমাস
পর্য্যন্ত নানা প্রকার বায়ু বহিয়া গেলেন পৃথ্বীর বায়ু
বহে, এই জন্যে ঐ তিন মাস এবং আশ্বিন ও কার্তিকের
অর্দ্ধভাগকে ঋতুপরিবর্তনের মাস বলা যায়; এবং ঐ
সময়ে ঋতুর পরিবর্তন হওয়াতে বাতাবিয়া দেশে অনেক
লোক পীড়িত হয়।

বাতাবিয়া দেশে শ্রাবণমাসাবধি কার্তিকের শেষ
পর্য্যন্ত মধ্যাহ্নসময়ে গ্রীষ্মমাপক যন্ত্রে ৮০ অংশ অবধি
২০ অংশ পর্য্যন্ত পারা উঠে। এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্বে
স্নিগ্ধ সময়ে ৭৬ অংশ উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু উপদ্বীপের
মধ্যবর্ত্তি পর্য্যন্তগণের নিকটেই বায়ু কিঞ্চিৎ শীতল হয়।
এবং বাতাবিয়াহইতে ২০ কোশ দূরস্থ ষৈবসর্গ নামে
দেশাধিপতির যে বাসস্থান, তথায় বায়ু অতি স্বাভা-
জনক ও সুখজনক হয়, এবং প্রাতঃকালে ও সায়ং-
কালে এমনত শীতল হয় যে অসুস্থ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়,
ও বায়ুমাপক যন্ত্রের ক্ষেপে কিছু বিশেষ হয় না; যদি
হয় তবে দুই তিন অংশ অপেক্ষা অধিক হয় না।

বাবা প্রদেশ অতি উর্বরা স্থান, একারণে মাঝারি কালের
অংশ নির্দিষ্ট বসন্তে আচ্ছন্ন আছে; সেই বন অতি
দুর্গম, যেহেতুক তাহার মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ
আছে, এবং তাহার মধ্যে কোন ২ লতা ৩৬ কণ্ডা গাছ
বিস্তারিত বৃক্ষ কালের নাথ্য আছে। এই নির্দিষ্ট বসন্ত
কাটিবার জন্যে এক অল্প মধ্যে তাহার প্রবেশ
করণ অসম্ভব। এবং কোন ২ বসন্তের স্থান থাকড়বার
অতি দূর জাল দৃষ্ট হয়, এবং নির্দিষ্ট বসন্তের মধ্যে নগাদি
নানা বিষয়র জন্ত থাকে।

এই বাবা প্রদেশের ভূমি উপনিয়োগে উর্বরা মস্তিকা,
তাহার নীচে আটাল মাটি ও লোহিত রক্তমাটি প্রমুখ বা
কক স্মৃষ্টিদুর্নিশিষ্ট দুর্গমর প্রস্তর থাকে। শূন্য ও
মালায়া উপদ্বীপের ভূমি অতি উর্বরা নহে, কিন্তু বাবা
ঐ উভয়ের মিলিত রক্তমাটি ও লোহিত রক্তমাটির
মস্তিকাহইতে উর্বরা, ইহা অতি অসম্ভব। তাহার প্রমাণ
দেখা, ভারতবর্ষে অনেক স্থান আছে যেখানে প্রমুখ
ইক্ষু ও তামাকু প্রভৃতি উপনিয়োগে অতি এই দেশে অম
দ্যতিরেকে অনাবাদে পুণ্য পাতা ভূমির সমস্ত উর্বরাভ-
দ্বারা যাবার লোকে। অনেক দিনাবধি বহু সংখ্যক
হইয়া যথেষ্ট ধন লাভ করিয়া আসিতেছে।

বাবা প্রদেশে মহিষদ্বারা কৃষিকাজ নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু
লোকদের হালনিয়মে কিছু মৈদা নাই। সে স্থানে
দুই মহিষ এক হাল আশ্রয় করে, এবং চিন বা বাবা
নীচ এক কৃষক তাহাদিগকে ধরে ২ চালায়। সে দেশে
অনেক অশ্ব আছে, কিন্তু মজলই ক্ষুদ্রাকার। লোকের

ভূমির উপরে অল্প সার নিক্ষেপ করে, বা কেবল অকর্মণ্য তৃণ পরিষ্কার করিয়া দফা করে। যদি কোন ভূমিতে শস্যাদি না জন্মে, তবে সে ভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্য ভূমি কর্ষণ করে, তাহাতে এই ভূমি দুই তিন বৎসর পতিত থাকিলে পর পুনরায় কর্বানোপযুক্ত হয়। কিন্তু তাহার উৎপাদনের ভূমিতে অতিবতুপূর্বক চাস করে, পূর্বে জলের মধ্যে তৈলশূণ ও সারশূণ পচাইয়া সেই জলদ্বারা ভূমি সেচন করে, তাহাতে ভূমি অতি উর্বরা হয়।

এ প্রদেশে সকল শস্য অপেক্ষা ধান্য অধিক জন্মে এবং তাহার তণ্ডুলের স্বরূপ ও সজ্জা ও আস্বাদদ্বারা তাহা পূর্বদেশীয় তাবৎ ধান্যহীন প্রদেশসমীপ হয়, যেমন যাপান দেশের তণ্ডুল তদ্রূপ হয়। আর কেবল স্বদেশ পালনার্থে প্রচুর হয় তাহা নহে, উন্নত হইয়া অন্যান্য দেশেও প্রেরিত হয়, বিশেষতঃ পূর্বদেশীয় ওলগাজ লোকদের বাসস্থানে অধিক প্রেরিত হয়। এতদ-দেশীয় ধান্য দুই প্রকার হয়, এক নিম্নভূমির ভূমিতে রোপিত হইয়া জলসেচনদ্বারা প্রস্তুত হয়, দ্বিতীয় উচ্চ-ভূমিতে রোপিত হইয়া কেবল বৃষ্টিজলেতে বর্দ্ধিত হয়। নিম্নভূমির ধান্য চৈত্রমাসে রোপিত হয়, এবং উচ্চভূমির ধান্য অগ্ৰহায়ণমাসে রোপিত হইয়া চৈত্রমাসে পক্ক হয়। এই দুই প্রকার ধান্যের মধ্যে শেষোক্ত ধান্য কিছু অধিক মূল্য হয়, কারণ তাহার তণ্ডুল অন্য অপেক্ষা অধিক শুক্লবর্ণ ও দৃঢ় ও সুস্বাদু, বিশেষতঃ অধিক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। এবং প্রথমোক্ত ধান্য অধিক জন্মে ও তাহার চাস করণে কোন শঙ্কা হয় না, কিন্তু

তাহার তৎপন ক্রিষ্টিয় সরস, একারণ অধিক দিন থাকে
না। এই সম্প্রদায় কথায় বাস্তবিকের উত্তর পায়ো মানা
জাতি ভেদ আছে, বিশেষতঃ উদ্ভাবনিক পদ্ধতি সাহিত্য
অনেক ভেদ আছে।

যাবার উৎপন্ন দুইদিকে গেল। পোনো পোনে গোল-
মরিচ প্রধান দ্রব্য হয়। তাহা পশ্চিম প্রদেশে প্রচুর
উৎপন্ন হয়। ১৭৭৭ সালে সেখানে ৩০ লাখ শের গোল-
মরিচ উৎপন্ন হইয়াছিল। পশ্চিম আফ্রিকা দেশে অনেক
গোলমরিচ জন্মিতেছে, এবং নিম্নের পুরুত্বের মধ্য
এইরূপে ইউরোপে যাব। গোলমরিচের পরিমাণ প্রচুর
হয় না; আর গুলগুলা লোকদের চরদুতারস্থ জাহাজ
অবরোধ সময়ে অনেক দিন পর্যন্ত বাণিজ্য চলিল না।
এই নিমিত্তে তাহার ক্রয় অল্প হইয়াছে।

আর যাকাতা প্রদেশে পশ্চিম প্রদেশের মতই চিনি
প্রদেশে ও যাবার উত্তর প্রদেশে জন্মিত। তাহার প্রচুর
প্রস্তুত হয়। ১৭৬৮ সালে সেখানে ৩০ লাখ শের শর্কর
উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং তাহার পরিমাণ ক্রমে পাবে
কেননা এই দেশের উৎপন্ন সমস্ত বিক্রয় হয়, এবং চিনি
দেশীয় লোকেরা পানীয় চাস করিতে ভালবাসে, এবং
তাহারাই এই সমস্ত রোপন করিয়া প্রস্তুত করে। বি-
পশ্চিমহিন্দিয়াতে যেমন তাহার বস্ত্র লকল দ্রুত ও মূল্য
বান, যাবা প্রদেশে বহু প্রচুর নহে। এই চিনি তিন প্রক-
জন্মে, তাহার প্রথম প্রকার বিলাতে প্রেরিত হয়, এবং
দ্বিতীয় পশ্চিমহিন্দুস্থানে ও তৃতীয় কপিশবর্ন যাব
উপদ্বীপে প্রেরিত হয়।

যাবা দেশে অনেক ককড়া জন্মে; যেমন পশ্চিমহিন্দ-
 রাতে তৎক্ষণে সে দেশেও তাহার অধিক চাস হয়। ১৭৬৮
 শকে যেখানে ২৫ লক্ষ শের ককড়া উৎপন্ন হইয়াছিল।
 এবং চিনির ন্যায় আরো অধিক হইতে পারে।

ঐ যাবা উপদ্বীপে কার্পাসও জন্মে, কিন্তু তাহা দখা-
 ইতে অন্য দেশে প্রেরিত হয় না। আর রেমবাং হইতে
 তাতিয়াতে অনেক লবণ আনীত হয়, এবং বাতাতিয়া
 ইতে সুমাত্রার দক্ষিণপশ্চিম তীরস্থ প্রদেশে তাহা প্রেরিত
 হয়। এবং সেখানে নীলবর্ণ উত্তম বর্ণি গায়, এবং
 সিম অল্প হয়, কিন্তু অধিক হইতে পারে। এবং তৎক্ষণে
 রিদ্দা ও লক্ষ্যমরিচ অধিক উৎপন্ন হয় ও সে দেশে
 ন্যা দেশে প্রেরিত হয়।

চরিবন প্রদেশে ও উত্তরপূর্বীয় স্থানে অনেক নানান
 কড়িকাঠ ও অন্য নানা গঠনকাঠ ও কাঠা প্রকার
 কাঠ জন্মে; তাহার একাংশ বাতাতিয়া ও
 হাজের নির্মাণার্থে বায় হয়, ও অন্য অংশ দিমা
 উপদ্বীপে প্রেরিত হয়। যাবার তাবৎ মহারাজা ও নগরাজ
 ঠাকদেব রাজসমাজের অপকারে আছে, তাহাতে তদ-
 শীয লোকদ্বারা সে সমস্ত বৃক্ষ অল্প মূল্যে ছিন্ন হইয়
 য়ের নিমিত্তে প্রস্তুত হয়।

যাবা উপদ্বীপে নারিকেল ও তাল ও নারাজী ও কুদু
 মহান লেবু ও তিলিড়ী ও জয়ীর ও কণ্টকাফল ও
 গুলু ও আনারস ও কদলী ও আতা ও পেয়ারা ও দুাক্কা
 চারবুজ ও অলাবু ও দাড়িম্ব ও তুম্বুর প্রভৃতি নানাপ্রকার
 ফলবান বৃক্ষ আছে। তন্মিন্ন মাক্কাঠীন নামক

যে আমূল পুষ্কাদশীয় তারৎ কলংইয়া এই তাক
 এই প্রদেশে জগৎ বিশেষতঃ সাবা দেশীর মাৎদেওন ফল
 স্বাদেতে অতি উত্তম হয়। এবং কাকার এবং তৎসুন্দর
 হয়, নারঙ্গবৃক্ষের ম্যাক তাহার ফল ও প্রাপ্য এক সময়ে
 জগে। ফলের আকৃতি গোলাকৃতির, এবং শুক্ল হইলে
 উৎকম মীলবৎ হয়। এতদ্ভিন্ন প্রচুরমাত্রায় ফল থাকে
 ফলের উপবত্তাগ উত্তীর্ণ বদশাদ্বয় এবং ফলের মধ্যে
 যত বিভাগ তত বেশী থাকে। প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে
 একটি বোয়া আছে, ও পাতার প্রান্তদেশে একই ক্ষুদ্র বোয়া
 আছে, এই অষ্টীর উপরে, বাক্যের মতের ম্যাক তাৎসুন্দর
 শস্য আছে ; কিন্তু তাহার মূল্য কম। এবং বদশবৎ

৭৩। ইংরাজি দ্ব্যর্থবাক্য ।

সেই ৭ দ্ব্যর্থ-কথার এই দুই কথার মধ্যে অর্থ
 উভয়রূপে নির্ণীত হয় যে, প্রথম কথার অর্থ প্রকার
 অর্থ ব্যবহার হয়, অন্য কথার অর্থ প্রকার অর্থ
 ব্যবহার হয়।

উভয় কথার অর্থ একই হইলে, প্রথম কথার অর্থের
 গুণ আছে প্রকার অর্থের অর্থ প্রকার, প্রথম কথার
 যাহাতে উভয়ে প্রকার অর্থের অর্থ প্রকার
 আছে ; কিন্তু প্রকার অর্থের গুণ আছে, অন্যের গুণ
 প্রায় কিছুমাত্র নাই, এবং প্রকার অর্থের অর্থ আছে।

ইংরাজি দ্ব্যর্থবাক্যের প্রকার এই দুই কথার অর্থ
 আমি অন্বেষণ করিলাম কিন্তু তাহার বিষয়ে এক কথা
 পাইলাম : ।

যদিও মনুষ্যের মত ও সাধারণ ব্যবহারেতে আচরণ প্রভৃতি হয়, এমনই যে বিবেচনা গুণ, তাহাকে সাধারণ লোক সেন্স বলে, অর্থাৎ সুবিবেচনা ও সাধারণ বিবেচনা বলে।

আর উদ্ভূত-জ্ঞানিগ ইহার গুণ তাহাইতে প্রোত হয়। বাহ্যেতে এটি গুণ আছে তাহার জ্ঞান ও মেধা ও সৃষ্টিবুদ্ধি ও কল্পনাশক্তি প্রভৃতি হয়।

এতদ্বিষয়ে আমার মতের এক উদাহরণ দিব। কোন সেন্স না থাকিলেও এক মনুষ্যের জ্ঞান ও সভ্যতা ও পাণ্ডিত্য ও শিল্পবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যা ও কবিত্ব ও লিপি কর্তৃত্ব ও বক্তৃতা ইত্যাদি হইতে পারে; এবং দিম্বিহীন ও সিনিরো ও চাঞ্চল্য ও বর্ক ও করন্ সাহেবদের সদশ সুবক্তা হইতে পারে, কিন্তু সেন্সের অভাবে সাধারণ ব্যবহারে হীনমনীয় ও তুচ্ছমীয হইতে পারে; এবং দ্বিতীয় চার্লস রাজার বিষয়ে যে কথা শ্রীকৃষ্ণজি বচেন্দ্র সাহেব কহিয়াছেন তাহার নিষার কথিত হইতে পারে দেখা, তিনি অজ্ঞানের কথা কখন কহিলেন না, কিন্তু সূজ্ঞানের কর্ম্য কখন করিলেন না।

এই কথা আর অন্য পক্ষের অর্থ বিবেচনা কর। দেখা, কতিপয় লোকের বিদ্যা হয় না এবং বিদ্যা অভ্যাস করিবার শক্তিও নাই, এবং বুদ্ধি অতিদুর্বল, কোন সাধারণ কথার বিষয়ে বিশ পক্ষিও বিব্রিত হইতে পারে না; বাহ্যেতে তাহাও তর্ক হয় না, এবং গম্য পন্থার বিশেষও বুঝে না, এবং কোন প্রতিমূর্তি ছলিবারা নিষিদ্ধ বা যত্নে মুদ্রাঙ্কিত তাহার বিশেষও বুঝিতে পারে না, এবং তাহারের মধ্যে কেইকি নিষিদ্ধ ও

পড়িতেও জান না, তথাপি তাহাদের এমনতরো সোজা কাজে
সে সাধারণ ব্যবহারে কখন তাহাদের ভুলটি হয় না
ও কখন হাস্যনীর হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা সর্বদা
সকল লোকদ্বারা মান্য ও আদরনীয় হইবে।

৭৪। জ্ঞানপ্রাপ্তি ও রক্ষাকরণের যে উত্তম উপায় তাহার কথা।

যুবগণ যদি তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইতে ইচ্ছা করে তবে ছয় বা
আট জন সভাস্থ হইয়া কথোপকথন করুক। তাহারা
সভাস্থ হওনের পূর্বে সকলে গৃহেতে প্রবেশনা পুস্তক
এক পুস্তক পাঠ করিয়া এক বা দুই সপ্তাহের পরে এক
স্থানে একত্র হইয়া এক ঘটিকা বা দুই ঘটিকা পন্যস্ত
কেবল এই পুস্তকের কথা স্মরণ করিয়া আলোচনা করুক।
তাহা করিলে এই পুস্তকের মধ্যে যে ২ কথা আছে তাহা
তাহাদের মনে দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইবে। এষ্ট প্রকারে
তাহাদের এক মাসের মধ্যে যে জ্ঞান লাভ হইবে অন্য
রূপে তাহাদের পাঠ ও শ্রমোৎসাহ ন্যায় শীঘ্র চলিলেও
ছয় মাসে তাদৃশ জ্ঞান লাভ হইবে না।

এইরূপ উপায় করিলে দুই প্রকার ফলাংশপত্তি হয়।
প্রথম, যুবলোকেরা অজানতা প্রযুক্ত যেন লজ্জা না পায়
এই নিমিত্তে মনোযোগ পুস্তক পাঠ করিলে; দ্বিতীয়,
কথোপকথন দ্বারা পুস্তকের কথা দৃঢ়রূপে স্মরণে থাকিবে।
তাহাতে তাহারা পাঠ করণে ও কথোপকথনে যেকোন
নিপুণ হইবে, এক্ষণে দশ জনের মধ্যে প্রায় এক জনও

তৎক্ষণ নিপুণ হইবে না। দশ বৎসরাবধি মতের বৎসর
 বয়সকাল পর্যন্ত সকল বালকেরই হস্তে এই উপায় আছে
 যে বঙ্গদেশীয় যুবগণ, তোমরা আপনাদের হিতার্থে এই
 উপায় ব্যবহার কর, তাহাতে তোমাদের জ্ঞান ও সুখের
 বৃদ্ধি হইবে, এবং তোমরা অন্য লোকদের জ্ঞান ও সুখ
 জগাইতে পারিবে হইবা; এবং তোমাদের মধ্যে লোকেরা
 ক্রমেঃ সর্বপ্রকার বিদ্যা ও জ্ঞানেতে নিপুণ হইয়া উঠিবে,
 তাহারা পুস্তকরচনা ও হিতজনক কৰ্ম করিবে ও তন্নি-
 মিত্তে বঙ্গদেশীর লোকেরা জগতের শেষ পধ্যস্ত দীক্ষার
 প্রশংসা করিবে। ইতি।

সারসংগ্রহ সমাপ্ত।

কুলবুক সোসাইটির পুস্তকালয়ে

যে সকল বঙ্গভাষার পুস্তক প্রস্তুত আছে, তাহার
নাম ও মূল্য।

বঙ্গভাষার বর্ণলিপি	১০
বঙ্গভাষার বর্ণমালা	১১
বর্ণমালা প্রথম ভাগ	৮০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	৮১০
মৌতি কথা ১ ভাগ	১২৫
ঐ ২ ভাগ	১২৫
ঐ ৩ ভাগ	১২৫
হিতোপদেশ বিষ্ণুশর্মা কর্তৃক সংগৃহীত	৬০০
মনোরঞ্জন ইতিহাস	৮১০
উপদেশ কথা	১০০
পদ্মাবলি ১ ভাগ, সিংহ ও শূণ্যালের বৃত্তান্ত	৮০
ঐ ২ ভাগ, ভাস্করের বৃত্তান্ত	৮০
ঐ ৩ ভাগ, হস্তির বৃত্তান্ত	৮০
ঐ ৪ ভাগ, গজার ও হিপপটামস্ অর্থাৎ নদ্যশ বৃত্তান্ত	৮০
ঐ ৫ ভাগ, ব্যাঘ্রের বৃত্তান্ত	৮০
ঐ ৬ ভাগ, বিড়ালের বৃত্তান্ত	৮০
পত্র কোমুদী	১০
পাণ্ডিত্যের বিবরণ	১০
ভীষ্মক বিধায়ক	১০
সারসংগ্রহ	৬০
পাকির বিবরণ	৬০
সত্য ইতিহাস সার, অর্থাৎ পূর্বকালীন লোকদের বিবরণ	১০

কীং সাহেবের বলকাবার ব্যাকরণ	
বাহুমোহন বায়ের গোড়ীয় ব্যাকরণ	
কিরকিশোর গুপ্তের ব্যাকরণ	
অভিধান	
প্রারম্ভিক অভিধান	
মহাভিধান	
হারক সাহেবের গনিষ্ঠ	কাপড় ॥ কাগজ
কিং সাহেবের অক্ষপুস্তক	
মহাদাক্ষি কাগজ	১
কপাল	১৫
ভগোম্বু ব্যাক	৫০
জ্যোতিষ এবং গোলাখ্যাস	৫০
সূর্য্যোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন	৫
মলেশাহলি	১১০
গ্রীক দেশের ইতিহাস	১১০
ইংলণ্ড দেশের ইতিহাস	২
কাকতবর্ষের ইতিহাস, দুই বালয়	৫
ককদেশের পুরাবৃত্ত	
প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে	২
পদার্থবিদ্যাসার	১১০
ককেশন সাহেবের জ্যোতির্বিদ্যা	১১
ককেশন, ২০ বছর, ককেশন	১০

সারসংগ্ৰহ ।

১। দেশভ্রমণের ফল ।

এই বলিকাতা নগরে অনেক ২ লোক ভাগ্যবান ও ধনবান হইলেও স্বদেশ পর্যাটন করেন না, এবং তদুৎপন্ন বিবিধ বস্তু ও নানা লোকের নানা অবস্থা দর্শনজন্য সে ফল তাহা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করেন না, ইহা দুঃখের বিষয় । এইক্রমে বাস্তব নীতি পুত্রিত দেশভ্রমণের বহুবিধ উপায় আছে, তথাপি তাঁহারা দেশ ভ্রমণ করেন না, ইহা অতি আশ্চর্য্য । উৎসবাদি অবকাশের সময়ে যদি যুব লোকেরা স্বদেশে কিছু দূর ভ্রমণ করেন, তবে তাঁহাদের জ্ঞানের ও বুদ্ধির বৃদ্ধি হইতে পারে, এবং নানা বিষয়ের বিবেচনা উপস্থিত হয়, ও জ্ঞানের চেষ্টা সফল হওয়াতে অতি সুখোদয় হয়; পরন্তু সর্বদা বায়ুসেবাতে ও নানা স্থান দর্শনেতে শরীরেরও বল হয়, এবং উদ্যোগ ও সাহসের বৃদ্ধি পুত্রিত নানা ফল জন্মে ।

২। বিবেচনার কথা ।

নিত্য ২ বিবেচনা করা এবং চক্ষুরাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে স্ব ২ ক্রমে নিয়োগ করা এবং কন্তো কর্মের বিশেষ বিবেচনা করা ইত্যাদি যুব লোকদের অত্যাৱশ্যক কর্ম হয় । যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি বিবেচনা করিব? তবে তাহার উত্তর এই, যে কোন নিরীক্ষিত বিষয়ের

বিবেচনা আমাদের অকর্ষক নহে, তাহারই বিবেচনা করিতে পারি। তাহার উদাহরণ হিন্দুবিদ্যালয় দেখিয়া বিবেচনা কর, কোন্ সময়ে তাহার নিৰ্ম্মাণ হইল? ও তাহার নিৰ্ম্মাণের দ্বিতীয় প্রকার? এবং কি অভিপ্রায়েই বা নিৰ্ম্মাণ হইল? ও তাহার পড়নের সময়ে এ দেশের অধিপতি কোন্ সাহেব ছিলেন? এবং এই ক্রিয়ালয় যে পটলডাঙ্গাতে স্থাপিত আছে এই স্থানের নাম পটলডাঙ্গা কেন হইল? এবং কি নোং হয়, এই বিদ্যালয় নিৰ্ম্মাণ করিতে কত ইষ্টক লাগিল? ইষ্টক কি বস্তু, তাহার বর্ণনা কর; এবং কি অনুমান হয়, কলিকাতার চতুর্দিকে ইষ্টককারী কত লোক আছে? এবং বিদ্যালয়ের পুররিণীতে কত জন আছে? ও জন এক পদার্থ কি দুই কি অনেক পদার্থ? তাহা বিবেচনা কর।

৩। দেশ বিদেশীয় লোকদের কথা।

এই লিকাভা নগরে অনেক ইংরাজি ভাষা অভ্যাস করেন এই কারণে পূর্বাশোক এইখানে বিদেশীয়দের সহিত দেশীয় লোকদের ভাষিক আলাপ হইতেছে, এবং এই প্রকার কথোপকথন ও আলাপের বৃদ্ধি করা ভাল; তাহাতে উভয়েরই পণ্যের ও বস্তুসমূহের বৃদ্ধি হইতে পারে, দেখ, উভয় লোকেই উভয় লোকের পুয়োজন আছে। অতএব দেশীয় লোক যদি ইউরোপীয় লোকদের সহিত লাক্ষ্য করণ সময়ে তাহাদের ব্যবহারের ও কথোপকথনাদির রীতিতে মনোযোগ করেন, তবে উভয়েরই আলাপ মিলিত ও সুখদায়ক হয়। যদি কোন সাহে-

বের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার গৃহে যাইতে হয়। তখন দশ ঘটিকার পূর্বে এবং দুই প্রহর এক ঘটিকার মধ্যে যাওয়া ভাল নয়। এবং সেখানে গিয়া অস্থানত্বের অংশ বিলম্ব করা ভাল নয়; আর এই সময়ে যদি অন্য কোন লোক আইসে, তবে বিদ্যা হইতে হয়। সাক্ষাৎকারকে বিদায় করণের চিহ্ন প্রকাশ করা সাহেব লোকদের ব্যবহার নাই; অতএব ইচ্ছিতের আপক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাতে যাইতে হয়। আর সাহেব লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহার গৃহে প্রবেশ ও নির্গম উভয় কালে-তেই সেলাম করিতে হয়; কিন্তু যদি কোন স্ত্রী লোক আগে আপন হস্ত বিস্তার না করেন, তবে তাঁহার হস্ত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করা ভাল নয়। এবং স্ত্রী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তোমার মুখ কেন এমন ধ্বান দেখিতেছি? ইত্যাদি কথা কহা, এবং আপনার কিস্মি অন্যের রোগের বর্ণনা করা উচিত নয়, কেননা তাহা করিয়া এ দেশীয় অনেক লোক সাহেব লোকদের মন বিরক্ত করিয়াছে। এবং মলিন বস্ত্র পরিধান না করিয়া সাহার খেরপা সবুজ, তদনুসারে উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া যাইতে হয়।

আর যদি কক্ষস্থানে কোন সাহেব লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, তবে দশ ঘটিকা অধি পাত ঘটিকা পর্যন্ত যাওয়া ভাল হয়। অত্যাবশ্যক কক্ষ না থাকিলে সেখানে অধিক ক্ষণ থাকা ভাল নয়। এবং সাহেব লোকদের গৃহে কক্ষের কথা জিজ্ঞাসা করাও ভাল নয়। এতদেশীয় অনেক লোক অনেক বার সাহেব লোককে একপা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, অমুক বেঙ্কে তোমার কত অংশ

আছে? ও অমৃতের সহিত তোমার কোন ব্যবসায় আছে? এ প্রকারে অনেকে অনেক সাহেব লোককে বিরক্ত করিয়াছে। এবং এতদেশীয় অনেক লোক সাহেব লোকদের পরিচিত বা অপরিচিত হইলেও সৰ্বদা অনুরোধপত্র চাহেন, অর্থাৎ এই সাহেবের অনা মাতা পিতার সহিত আলাপ আছে, এমন কাঞ্চল কর্ম পাইবার জন্যে তাহা হইতে অনুরোধপত্র চাহেন, এইজন্যে অনেক সাহেব লোক এতদেশীয়দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছুক হন।

৪। সভ্য ব্যবহারের কথা।

যে ব্যবহারদ্বারা মনুষ্যদিগকে সমুদ্বীকৃত করা যায়, সেই সভ্য ব্যবহার।

যে জন সৰ্ব্বাপেক্ষা অত্যাধিক লোককে অসমুদ্বীকৃত করে, সেই সৰ্ব্বাপেক্ষা সভ্য হয়।

বিবেচনাপূৰ্ব্বক স্থাপিত ব্যবস্থা যেরূপ সৰ্ব্বাপেক্ষা উত্তম, তদ্রূপ বিবেচনাপূৰ্ব্বক কৃত ব্যবহারও নকল হইতে উত্তম। কিন্তু কতিপয় ব্যবস্থাপক যেমন ব্যবহার মধ্যে অসঙ্গত কথা মিশ্রিত করিয়াছেন, তদ্রূপ কতিপয় উপদেশক সভ্য ব্যবহারের মধ্যেও অসঙ্গত ব্রীতি চলন করিয়াছেন।

জগতে আমাদের সমান, ও শ্রেষ্ঠ, ও ক্ষুদ্র, এই তিন প্রকার লোক আছে, তাহাদের প্রতি বখাযোগ্য যে ব্যবহার সেই সভ্য ব্যবহার।

অহঙ্কার ও অসমুদ্বীকৃততা ও অজ্ঞানতা, এই তিনইহাতে প্রায় অসভ্য ব্যবহার জন্মে। যদি এই তিন দোষ না থাকে,

তবে এইক লোক যাহাকে সংসারের জ্ঞান বলা হয়, এমন জ্ঞানের অভাব হইলেও মনুষ্যের অমত্য ব্যবহার হয় না।

আমরা যদি অহঙ্কার ও অনন্তকৃত্যতা ও অজ্ঞানতাতে মত্ত না হই, তবে সভ্যদের মধ্যে কি কথা কহিতে হয়, ও কি প্রকার আচরণ করিতে হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া জানিতে পারি; বিবেচনাতে জানিতে পারি না, এমন কেহ কহিতে পারে না; অতএব বিবেচনাই সভ্য ব্যবহারের মূল। কিন্তু এই সুবিবেচনা অত্যন্ত লোভের আছে, এই নিমিত্তে সভ্যজাতি সকল স্বয়ং জ্ঞান ও চলিত আচারানুসারে সভ্য ব্যবহারের কোন স্বীকৃত স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে যাহারা বিবেচনাহীন তাহারা ঐ সূত্রানুসারে ব্যবহার করিলে সভ্য হয়।

যুনানী দেশীয় হোমর নামক এক কবি নানাবিধ লোকের নানা প্রকার স্বভাব বর্ণন করিতে সকল কবিহইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। তিনি আপন পুস্তকে নানা দেবতার বর্ণনা এমনত বিশেষরূপে করিয়াছেন যে একের ব্যবহার অন্যের প্রতি কোন রূপে সম্ভব হয় না। এবং যে প্রত্যেক রাজার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের রাজ্যের যেমন, স্বভাবেরও তদ্রূপ বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা অতিশয় সাহসিক, তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষ প্রকার সাহসের বর্ণনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে লিখি, ঐ হোমরের পুস্তকে যে কোন কথা ও কর্মের বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলেই সেই কথার বক্তা কে ও সেই কর্মকারক বা কে, তাহা পাঠক নাম না দেখিয়াও নিশ্চয় করিতে পারে।

এ হোমর কেবল অনেক ২ লোকের বিশেষ ২ স্বভাব বর্ণনে নয়, কিন্তু অসম্ভব ব্যবহারের অতি সুরস বর্ণনা করণেও সক্ষমগুণা হন। তিনি যে সকল লোকদের চরিত্র লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি অতি বৃদ্ধ গ্রীসী রাজগণের চারি পুরুষ দেখিয়া থিবুস ও হকুলিস ও পলিক্লিমস্ প্রভৃতি পূর্বকালীয় মহাবীরের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন। অন্য কেহ ২ বিশেষতঃ প্রধান ব্যক্তি দেবীর পুত্র ছিল; আর এক জন অর্থাৎ ত্রোয়া নগরের রাজা অনেক ২ রাজা ও নীরগণের পিতা ছিল। হোমরের এই সকল লোকের ব্যবহার বর্ণনাতে কেবল সুরস কথা আছে তাহা নয়, কিন্তু মাহাত্ম্যের কথাও আছে, তন্মিহিত্তে এ বর্ণনা ইতিহাস কাব্যেতে বিশেষরূপে মনোহর হয়। তথাপি হোমর বিবিধ ব্যবহার দেখাইবার জন্যে দেবগণের মধ্যে কৌতুকা যে বুল্কান্ ও মনুষ্যদের মধ্যে বাহাল যে থমিটিস্ তাহাদেরও বর্ণনা করিয়াছেন।

আর বর্জিল নামক এক কবি বিবিধ লোকদের ও বিভিন্ন স্বভাবের বর্ণন করেন বটে, কিন্তু তাহা হোমরের তুল্য উৎকৃষ্ট নয়। তিনি উনিয়স্ নামক বীরের যে চরিত্র লিখিয়াছেন তাহা অবিকল। কিন্তু আথানিস্ ব্যক্তি তাহার মিত্ররূপে বিখ্যাত থাকিলেও মিত্রতার কিছু কন্ম করিয়াছে এমন কোন প্রমাণ তিনি দেন নাই। গরস্ ও মনেস্তুল ও মর্জেস্তিস্ ও ক্লোয়াস্ এই সকল বীরের বিষয়েও এই প্রকার কথা কহিতে হয়। আঙ্কানিয়স্ রাজকুমারের চরিত্রের কোন ২ কথা অতি সুরস আছে, এবং দিদো রাণীর সমস্ত চরিত্রের বর্ণন প্রশংসনীয়

হয়; কিন্তু তর্নসের চরিত্র কোন নূতন ও বিশেষ কথা
পাওয়া যায় না। পালাস্ ও ইবান্দরের বর্ণনা হেকটর
ও পিয়ামের বর্ণনার অনুলিপি বোধ হয়, এবং লোন্স
ও মিৎসেন্ড্রিয়স্ প্রায় পালাস্ ও ইবান্দরের সদৃশ হইবে।
এবং নিশস্ ও সুরীয়াসের বর্ণনা উত্তম বটে, কিন্তু
তাহাদের চরিত্র সাধারণ বোধ হয়। তথাপি সীনন ও
কামিলাদির বিষয়ে তাহার যে বর্ণনা, তাহা দ্বারা ই তিনি
যুনানী কাব্যহইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন, ইহা স্বীকার করা
করব্য। সংক্ষেপে লিখি, নানা লোকের ও নানা ব্যব-
হারের বর্ণনা ইলিয়দ্ পুস্তকে যেমন, তাদৃশ ইনিয়দ্
পুস্তকে লিখিত হয় না।

ইংলণ্ডীয় মিল্টন নামক কবি বজিলের ত্রুটি নিশ্চয়
বুঝিয়া আপনি তাদৃশ কর্ম করিতে অনিচ্ছুক হইলেন;
কিন্তু তাহা কবিতা কেবল আদম্ ও হাবা এই দুইয়ের
বিষয়ে রচিত হওয়াতে তত্বল্য ত্রুটি না করা অতিদুষ্কর
হইল; অতএব সে কল্পনা দ্বারা পাপ ও মৃত্যুর দুই মূর্তি
নিষ্কাশন করিয়া আপন পুস্তকের কথ্যে এক উদ্ভব ও
সুকল্পিত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। যদিও তাহার বর্ণনা
অতি সুন্দর ও মনোহর হয়, তথাপি কবিতার মধ্যে ঐ
প্রকার কাল্পনিক বিষয়ের বর্ণনা করা বিহিত হয় না;
কেমনা কবিতাতে সকলেই বিশ্বাস করে, কিন্তু ঐ কাল্প-
নিক কথ্যে কে বিশ্বাস করিতে পারে?

মিল্টন সাহেবের পুস্তক পাঠক যে কোন দেশীয়
যে কোন জাতীয় হউক, সকলেই তাহার বর্ণিত ঐ দুই
প্রধান ব্যক্তিকে, অর্থাৎ আদম্ ও হাবাকে, পিতা মাতা

হলিতে পারে; তাহা কেবল নয়, আপনাদের প্রতিনিধিও
হলিতে পারে, কেননা এই দুই জনের ব্যবহারদ্বারা আমা-
দের সকলের সুখ কিম্বা দুঃখ হয়, এই নিমিত্তে সমস্ত
লোক তাহাদের বিবরণ জানিতে উচ্ছ্রা করে, এবং এই
ইচ্ছাদ্বারা মিষ্টনের পুস্তকে তাহাদের লালসা হয়;
সুতরাং তাহার পুস্তক সকলের মনোহর হয়।

৫। ধর্মের বিষয়।

ধর্ম তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। প্রথম আন্তিকতা ও
ঈশ্বরের গুণ ও জগতের শাসন ও পরকাল ও মনুষ্যের
প্রতি অনৌকিক প্রকাশিত বাক্য। দ্বিতীয় আমাদের
আচরণ ও ব্যবহারের নিমিত্তে বিধি। তৃতীয় আমাদের
মনে পারমার্থিক অর্থাৎ ধর্মের ভাবানুসারে সুখ ও
দুঃখজনক যে গুণ তাহার উৎপত্তির বিষয়।

[ঈশ্বরের সেবা ও পরিজ্ঞানের চেষ্টা ও পঙ্কের প্রতি
সদ্যবহা। ঈশ্বরকৃপ বৃক্ষের এই তিন কাণ্ড আছে। বা-
হ্য ঈশ্বরের আরাধনা ও আপনাদের পরিজ্ঞান চেষ্টা
ও অন্য লোকদের প্রতি সদ্যবহার না করিয়া কেবল
ঈশ্বরের শুভের ও অজের গুণের বিচার করে, তাহাদের
দোষ আছে।]

যে প্রথম ভাগইহা অন্য দুই ভাগ ও সকল ধর্ম
কথার উৎপত্তি হয়, তাহা আমাদের বিবেচনার এক
প্রধান বিষয়। পরম ধর্ম কথাদ্বারা মনুষ্যদের হিত ও
ফলোৎপত্তি হয়, এই জন্য তাহা প্রাপ্তির আশয়ে অনেকে
মানসিক পরিশ্রমদ্বারা অনেক যত্ন করিয়াছেন, এবং

তাহাদের সেই যত্ন বিফলও হয় নাই। কিন্তু এই রূপ বিতর্ক করিতে ২ পরমেশ্বর যে আমাদের মনের ও তত্ত্বের সীমা স্থাপন করিয়াছেন, তাহার পুমাণ পায়। পরমেশ্বরের অসীমত্ব ও আমাদের প্রতি তাহার আচরণের বিষয় বিবেচনা করণে ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। এই দুই কথা আমাদের বুদ্ধির অগোচর হয়; আমরা যাহা জানি তদ্বারা অনুমান করিয়া কিছু বলিতে পারি, কিন্তু যাহা জানি না তদ্বারা যদি অনুমান করি, তবে ঐ অনুমান সত্য, ইহা কি রূপে জানিব? প্রকাশিত ধর্ম্মে আমরা সত্য করিয়া মানিতে পারি, কিন্তু তাহার বিষয়ে কোন তর্ক করিতে পারি না। তাহার অনেক কথা ভবিষ্যদ্বিষয়ে আছে, এ কারণ আমরা মনের যত্নে তাহা গ্রাহ্য করিতে পারি; কিন্তু যদি বুদ্ধিতে চেষ্টা করি, তবে তাহা আমাদের মনের অগোচর, ইহার পুমাণ পাই।

জগতের বিষয় বিবেচনা করিলে যদি আমরা পৃথক-নিশ্চিত জ্ঞানরূপ সীমা লঙ্ঘন করি, তবে আমাদের মন সন্দেহেতে ও অন্ধকারে মগ্ন হয়। কিন্তু সৎসারের কথা অপেক্ষা ধর্ম্মের কথা অতি সুকঠিন হয়। সৎসারের কথা বিবেচনা করিতে গেলে আমরা বিবেচনা ও যত্নদ্বারা জ্ঞানের বুদ্ধি পাইতে পারি, ও যাহা সত্য তাহা জানিতে পারি; কিন্তু ধর্ম্ম বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে অত্যন্ত বুদ্ধিতে পারি। পরমেশ্বর আমাদের জ্ঞানের যে সীমা নিঃস্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমরা কোন যত্ন ও বিতর্ক ও বিবেচনাদ্বারা লঙ্ঘন করিতে পারি না, এবং যাহা অদৃশ্য তাহা কোন রূপে বোধগম্য হয় না।

যে প্রকাশিত ধর্মের কথা সকল লোকের বোধগম্য এবং হিত ও সুখের নিদান হয়, সে সকল অল্প ও সরল হয়, তথাপি বিবিধ জ্ঞানিকোক্ত বিতর্ক ও অভিসম্বাদ কথাদ্বারা তাহাকে কঠিন ও বোধগম্য করিয়াছে, তাহাতে মনুষ্যদের জ্ঞানের যে পরিমাণ ও মনের যে দৃঢ়তা, তাহার প্রমাণ দিয়াছে। তাহাদের নানা মত হইয়াছে, সেই মতদ্বারা নানা অহিত হইয়াছে বাহা সত্য নয়, তাহা স্থির করিতে যত্ন করিয়া বাহা সত্য তাহার হিংসা করিয়াছে। প্রায় সকল লোক বিশেষ মত অবলম্বন করে, ও সেই সকল মত বিতর্কদ্বারা স্থির হয়; অতএব যে মতের কোন এক কথা মিথ্যা প্রকাশ পায়, তাহার সকলি মিথ্যা ইহার সন্দেহ জন্মে। বিবেচনা করিতে গেলে যদি কোন এক কথা অসম্ভব কি অস্থির বোধ হয়, তবে তদ্বারা মনেতে সকল ধর্মের প্রতি সন্দেহ ও বিরক্ততা জন্মে।

মনেতে অধিক তর্ক বিতর্ক করিলে ধর্মের প্রতি আশ্রমাদের কর্তব্য সমাদরের ভ্রুটি হয়; বিশেষতঃ আমরা যদি এই জগতের শাসন বিষয়ে পরমেশ্বরের অভিপ্রায় ও নিরূপণের কথা বিবেচনা করি, ফলতঃ এনি এই জগতের সৃষ্টি এই রূপ কেন করিলেন? অন্যরূপে কি সৃষ্টি করিতে পারেন না? এই সমস্ত বুদ্ধির অতীত কথা যদি বিজ্ঞান করি, তবে তাহাদ্বারা পরমেশ্বরের প্রতি আশ্রমাদের কর্তব্য ভয় ও উচিত সমাদরের ভ্রুটি জন্মে। অতএব যে মতে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে তদ্ব্যতীত দ্বারা বিচারে কেহ তাহা পরমেশ্বরের বিষয়ক কথা কহে। কিন্তু

সর্বধর্মের মূলস্বরূপ ধার্মিকদের মধ্যবর্তিনী যে গম্যতা তাহা এই লোকদিগেতে বর্তে না।

ধর্মের প্রতি অধিক তর্ক বিতর্ক করিতে কতব্য নির্ণায়ক কর্মের ব্যাঘাত জন্মে, এই তার এক দোষ দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ আপন ২ ধর্মমতে অত্যন্ত উদ্যোগী হয়, তাহার ধর্মের কর্তব্য কর্মেতে প্রায় শিথিল হয়, এবং কোন দোষের বিষয়ে কথা কহিতে হইলে অত্যন্ত দোষের কথা না কহিয়া তাহাতে মন লিপ্ত হয় না এমন বাহ্য দোষের বিরুদ্ধে কথা কহে।

ধর্মের বিষয়ে অত্যন্ত বিতর্ক ও বিতণ্ডা করিলে মনের স্থিরতা ও প্রেমভাব বিনষ্ট হয়, এই দোষ সকল দোষ-হইতে প্রধান হয়। যদি মন অনেক ক্রম পর্য্যন্ত সন্দেহে ও কুতর্কে ব্যস্ত হয় ও মত পথপ্রকাশক দীপ্তি, এবং বিশ্বাস রাখিবার দৃঢ় আশ্রয় না পায়, তবে তাহার প্রকৃষ্টতা বিনষ্ট হয়, এবং কুচিন্তা ও বিরক্ততা উপস্থিত হয়, ও নৈরাশদ্বারা প্রীতি ও প্রেম প্রভৃতি মনেতে স্থান না পাইয়া লুপ্ত হয়। আর এই বিতণ্ডাদ্বারা যদি বিবাদ ও বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে আপনার মনের শাস্তি লোপ পায়, তাহা কেবল নয়, অন্যেরও তামস্কল হয়। বিশেষতঃ যদি লোকেরা আপনাদের কল্পিত মতের নিমিত্তে আপনাদিগকে ঈশ্বরের অনুগৃহপাত্র করিয়া মানে, এবং অন্যত বিরোধিদিগকে ঈশ্বরের নিগৃহের পাত্র করিয়া মানে, তবে তাহাদ্বারা মিত্রতারূপ রজ্জু ছেদন করে। আর যদি অন্যত বিরোধিদিগকে সহ্য করে, তবে কেবল তাহাদের বিনাশ ঘটিবে, এমন নহে, তাহাদের

স্বারা অন্যান্য লোকদেরও বিনাশ হইবে, এমত বোধ করে; তাহাতে তাহাদের মন অতিশয় কটিন ও ক্রুর হয়। এই প্রকার কটিনতা ও ক্রুরতাব্যাপী অনেকবার ধর্মের অপমান ও মনুষ্যদের দুর্নাম হইয়াছে।

৬। সভ্যতা ও বাণিজ্যের কথা।

ইংলণ্ডীয় লোকদের পূর্বকালে যাদশ অবস্থা ছিল, এই ক্ষেত্রে তাদশ নাই। তাহাদের পূজপুরুষদের সময়ে অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, এবং তাহাদের পরস্পর প্রায় সম্বন্ধ ছিল না, সকলেই স্ব স্ব রাজ্যের হিত ও বাণিজ্যাদির চিন্তা ও চেষ্টা করিত। কিন্তু এক্ষণে ইংলণ্ড দেশের রাজ্য তাবৎ পৃথিবীতে বিস্তারিত হইয়াছে, ও তাহার সকল লোক সভ্য হইয়াছে, তাহাতে সেই রাজ্যের প্রত্যেক জনের প্রায় সর্বদেশীয়দের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডদেশে যে জন আত্মপ্রদীপ্তি সেও চতুর্দিকে অবলোকন করিয়া সভ্যতাকে ও আত্মপ্রদীপ্তি এমন কথা কহিতে পারে, “আমি যে বাটীতে বাস করিতেছি, তাহার মাধ্যমে অনেক উত্তম দ্রব্যাদি আছে, দুই তিন শত বৎসরের পূর্বে রাজ্যেরও আমার তুল্য সুসজ্জিত বাটী ছিল না। এইক্ষণে আমার জন্যে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে উত্তম সামগ্রী আনিতে সযুগ্মে চতুর্দিকে জাহাজ সকল ভ্রমণ করিতেছে। চীনদেশে লোকেরা আমার নিমিত্তে চা চাউরের পত্র চয়ন করিতেছে; ও আমেরিকা দেশে লোকেরা আমার নিমিত্তে কার্পাস বৃক্ষ রোপণ করিতেছে; ও পশ্চিম হিমালয় উপদ্বীপে লোকেরা আমার

জনো কওয়া ও চিনি প্রস্তুত করিতেছে; এবং ইতালিয়া
 দেশে লোকেরা আমার জন্যে গুটিপোকা সকল পালন
 করিতেছে; ও সার্কসনি দেশে আমার বস্ত্রের জন্যে মেঘের
 লোম ছেদন করিতেছে; এবং ইংলণ্ড দেশে বাল্লের
 কলদ্বারা সুতা কাটিতেছে ও বস্ত্র বনিতেছে ও ছুরিকাদি
 নিৰ্মাণ করিতেছে ও আকরহইতে জল বাহির করিয়া
 ধাতু প্রভৃতি দ্রব্য নিৰ্গত করিতেছে। যদিও আমি অল্পধনী,
 তথাপি আমার পত্র লইবার জন্যে দিবারাজি তাবৎ পথে
 ভ্রমণ করে এসত আমার অনেক ২ শকট আছে; এবং
 শীতকালে আমার অগ্নির কারণ প্রাচীর অঙ্গার আনিবার
 জন্যে আমার অনেক ২ পথ ও খাল ও সেতু আছে;
 এবং এই সুখগাম উপদ্বীপের রক্ষার জন্যে ও আমার
 সুখ ও নিৰ্ব্বিঘ্নতা জগাইবার জন্যে আমার অনেক ২
 যুদ্ধের জাহাজ ও যোদ্ধালোক আছে। এবং তাবৎ পৃষ্টি-
 বীর কোথায় কখন কি ঘটে, তাহা আমাকে জ্ঞাত কর-
 গার্থে আমার অনেক ২ লেখক ও ছাপাযন্ত্র আছে; এতদ্-
 ভিন্ন আমার গৃহেতে বিবিধ পুস্তক আছে, সে সমস্ত বহুমূল্য
 ও কামধেনুহইতেও মনোভীক সিদ্ধকারী হয়, কেননা
 তাহাদ্বারা আমি তাবৎ যুগের ও তাবৎ স্থানের কথা শীঘ্র
 জানিতে পারি, এবং এই পুস্তকদ্বারা পুৰ্ব্বকালের তাবৎ
 বীর ও যোদ্ধাদিগকে সম্মুখের ন্যায় দেখিতে পাই, এবং
 তাহারা যে ২ কর্ম করিয়াছে, তাহা এখন তাহাদিগকে
 পুনরায় করাইতে পারি। আমার জন্যে বক্তারা বক্তৃতা
 করে, ও ইতিহাসকারী ইতিহাস লেখে, ও কবি লোকে-
 রা কবিতা রচনা করে। সৎক্ষেপে কহি, এই পুস্তকদ্বারা

আমি বিশ্ববরেখা অবধি কেন্দ্রপর্ষাদে যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে বাইতে পারি, এবং প্রথম যুগের কথা অবধি কাদ্য-কার কথা লব্ধি যে কথা জানিতে ইচ্ছা করি তাহাই জানিতে পারি। এই সকল কল্পিত কথা নহে, ইহাই ইচ্ছা আমি আরো অধিক কহিতে পারি, কেননা বিশ্বের মহা-মহা ও অনুগৃহেতে যে জন উৎসলও দেশে বাস করে, সে কোটি লোকদের মধ্যে থাকিলেও রাজার ন্যায় সমপূর্ণ-রূপে এই সকল সূত্রভোগ করিতে পারে।

উৎসলওদেশীয় সামান্য এক শিল্পকার কিম্বা কন্ঠকার-কের বস্ত্রের বিষয় বিবেচনা কর, তদ্বৎ বস্ত্র প্রস্তুত করিতে কত অসংখ্য লোক শ্রম করে। বহুপি সেই বস্ত্র সূক্ষ্ম নয়, তথাপি অনেক লোকের পরিভ্রমদ্বারা তাহা প্রস্তুত হয়। ঐ বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য মেঘপালক ও লোমবাছক ও লোমপরিষ্কারক ও রঞ্জক ও সূত্রকারী ও সূত্রবাহক ও রঞ্জক প্রভৃতি কত লোক কর্ম করে! এবং এক শিল্পকারের স্থানহইতে অন্য শিল্পকারের স্থানে লইয়া যাইতে কত বাহক ও ব্যবসায়ী লোক কর্ম করে! এবং তদ্বৎ কত লোক ভূমিতে ও সমুদ্রেতে কর্ম করে! এবং যে দুব্যদ্বারা লোমের রঙ্গ হয়, তাহা বহুদূরদেশহইতে আনীত হয়, এবং তাহা আনিবার জন্য জাহাজ ও তাহার পাইল ও রজু নির্মাণকারি অনেক লোক কর্ম করে; এবং এই সকল লোক যেহেতু অল্পদ্বারা কর্ম করে তাহা নির্মাণ করিতে কত লোক কর্ম করে! এই প্রকার জাহাজের লোকদের বৃহৎ নৌকা ও রঞ্জকদের মহাযন্ত্র ও সূত্রবাহকের ইত্যেতদ্বির বিষয় কিছু বিবেচনা না করিলে

যে ক্ষুদ্র কৰ্ত্তরিকাদ্বারা লোমচ্ছেদন হয়, তাহা নির্মাণের জন্যে কত লোক শ্রম করে, তাহা বিবেচনা কর। আকর-খননকারী ও লৌহগালনের চুল্লীনিৰ্মাণকারী ও বৃক্ষ-চ্ছেদনকারী ও অঙ্গারপ্রস্তুতকারী ও ইষ্টকনিৰ্মাণকারী ও রাজমিস্ত্রী ও অধিকারী ও বস্ত্রনিৰ্মাণকারী ও কামার ইত্যাদি লোক সকল এক ক্ষুদ্র কৰ্ত্তরিকা নিৰ্মাণ করিতে কৰ্ম্ম করে, ইহার এক জন না থাকিলে প্রস্তুত হয় না।

এই প্রকারে যদি ঐ কৰ্ম্মকারকের বাণীর সমুদয় দ্রব্য ও সকল বস্তুর বিষয়ে বিবেচনা করি, অর্থাৎ সে যে অসূক্ষ্ম বস্ত্র গায়ে প্রথমে রাখে, ও যে পাদুকা পদে পরিধান করে, ও যে শয্যাতে শয়ন করে, ও যে শয্যাতে যে বহুবিধ দ্রব্য আছে, ও যে লৌহদ্রব্যের নিকটে আপন অন্ন প্রস্তুত করে, ও পাক করিবার জন্যে পৃথিবীহইতে উত্তোলিত কিম্বা সমুদ্রের ওপার দূরদেশহইতে আনীত যে প্রস্তুতীয় অঙ্গার, এবং পাকশালার প্রয়োজনীয় যে সকল দ্রব্য, এবং তাহার মেজেতে যে ছুরিকা ও কাঁটা এবং অন্ন রাখিবার ও বিভাগ করিবার মৃত্তিকার ও নীমার পাত্র, এবং তাহার খাদ্য ও পয় প্রস্তুত করণের যে আয়োজন দ্রব্য, এবং বৃষ্টি নিবারণ ও আলো আনয়নের জন্যে যে কাচের ফবাট, এবং যদ্যতিরেক উত্তরদেশীয় লোকেরা গৃহে বাস করিতে পারে না, এমন অধিকারীদের সুন্দর বস্ত্র, এবং ঐ বস্ত্রনিৰ্মাণকারীদের প্রয়োজনীয় যে সকল অন্ন, এই সকলের বিষয়ে এবং এই সকল প্রস্তুত করিতে কত পরিশ্রমের প্রয়োজন ইত্যাদি যদি বিবেচনা করি, তবে এক ক্ষুদ্র কৰ্ম্মকারকের যে দ্রব্য আশ্রয় ক্রটি সামান্য

কাম করি, তাহাও সহস্র লোকের সহায়তা ও উপকার
কাজেরে পালি হওয়া যায় না, ইহা দৃষ্ট বোধ হয়।

১। বিদ্যা-বুদ্ধির বিষয়।

পাঁচ ছয় শত বৎসর গত হইল ইউরোপীয় লোকদের
পণ্ডিতেরা যে ২ বিদ্যা অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিতেন,
তাহাতে লোকদের কোন মহোৎসাহ ও সর্বসাধারণ
ফল হইত না। তাহার কারণ এই; প্রত্যেক জাতি ও
প্রত্যেক মনুষ্যের মনেতে বিবেচনা ও বিতর্ক করণ শক্তির
অগ্রে কল্পনাশক্তি প্রবল হয়, এই কারণ প্রথমে কবি
লোক, পশ্চাৎ তাত্ত্বিক লোক উৎপন্ন হয়। তর্কের
বিবেচনার শক্তি অত্যল্প হইলেও লোকেরা কল্পনা
করিয়া উত্তমরূপে রচনা করিতে পারে। যুনানী লোক-
ের মধ্যে থালিস ও সোক্রাতিস এই দুই তাত্ত্বিকের
আনন্দ দিন পূর্বে হোমর ও হেসিয়দ নামে দুই কবি
জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তাহা বিবে-
চনা না করিয়া স্বার্থ পথে না চলিয়া একেবারে তর্ক-
বিদ্যাতে প্রবৃত্ত হইয়া মগ্ন হইলেন। অল্প সময়ের পূর্বে
তাহারা খ্রীষ্টের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যে সময়ে
গ্রহণ করিলেন তৎকালে ঐ ধর্ম অনেক মিথ্যা কথাতে
মিশ্রিত ছিল। অহঙ্কারি লোকেরা খ্রীষ্টের সরল ও
সিদ্ধান্তবাক্য বচনেতে নিরুল তর্কের দ্বারা অনেক মিথ্যা
কথা যোগ করিয়া যে নিগূঢ় কথা মনুষ্যের বোধগম্য
নয়, তাহা বিবৃত করিতে বদ্ধ করিল; এবং আপনাদের

অনেক ২ তর্কের কথা ধর্মের কথাতে যোগ করিলে লোকেরা ঐ কুতর্কে ধর্মের এক অতি প্রয়োজনীয় অংশ বোধ করিল। অপর যখন লোকেরা বিবেচনা ও জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল, তৎকালে বিবেচনার নিমিত্তে কেবল কুতর্কের কথা উপস্থিত হইতে লাগিল। ইউরোপে যে সময়ে লোকেরা প্রথমে বিবেচনা করিতে লাগিল, তৎকালে সেই কুতর্ক ধর্ম ও তাহার সূক্ষ্ম ও অল্পকি কথা উপস্থিত হইতে লাগিল।

এইরূপে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহারা বিবেচনারহিত হইয়াছিল; পরে বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়া ঐ কুতর্ক বিদ্যাতে প্রবৃত্ত হইল, ইহা তাহাদের এক দোষ ছিল। তন্নিম্ন আর এক দোষ উপস্থিত হইল, খ্রীষ্টীয়ান শাকের ১২ ও ১৩ শত বৎসরে যে অধ্যাপকেরা অধ্যাপন করাইত, তাহারা পূর্বাংশীয় যূনানী লোক ও স্পেন ও আফ্রিকা দেশস্থ আরাবি লোকহইতে বিদ্যা গৃহণ করিয়াছিল। তৎকালে ঐ দুই লোক অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তार्কিক হইয়া আপনাদের অভ্যন্ত বিদ্যা ভুই করিয়াছিল; ফলতঃ যূনানী লোকদের ধর্মবিদ্যাতে অশেষ কুতর্কের কথা ও বিবাদেব কথা মিশ্রিত হইয়াছিল, এবং আরাবি লোকদের পদার্থাদি বিদ্যাতেও অনেক সূক্ষ্ম ও নিহুল কথা উপস্থিত হইয়াছিল। এই পদ্ধতর্কদের দ্বারা তাহারা বিদ্যার বিবেচনা করিতে লাগিল, তাহারা অশেষ লম্বেহে ও অন্ধকারে মগ্ন হইল। এই কারণ তাহারা আপনাদের কল্পনাদ্বারা কিছু না করিয়া যে পুস্তকদ্বারা অন্তঃকরণের ও আচরণের উত্তমতা হয় এমন পুস্তক না

লিখিত। কুশলসম্বন্ধকার। জ্ঞান হইয়া দুঃখোন্মত্ত ও নিমূল
বিশ্রান্তে আপনাদের মনের ভার শক্তি ব্যয় করিল।

৮। বিবেচনা করণের বিষয়।

কোন প্রণের মূল্য বিবেচনা করিতে হইলে ঐ গুণ
কৃত লোকদের মধ্যে আছে, অগ্রে ইহা বিবেচনা করিতে
হয়। তোমার শেষপত্রে লিখিত মহামূল্য কথা সকল
পাঠ করিয়া বিবেচনা করিলে আমার মনে লেখকের গুণ
প্রকাশমান হইল, তাহাতে এমন অতুল্য বিবেচক মনুষ্য
অপেক্ষা জগতে অন্য কোন মহামূল্য দ্রব্য নাই, ইহা
আগি মনেতে নিশ্চয় করিলাম। এক চিন্তার পরে অন্য
চিন্তা মনে করিলেই মনুষ্য বিবেচক হয় এমন নহে,
কিন্তু যদি চিন্তা সকলকে পৃথক ২ ও বিশেষ ২ ও নানা
রূপে বিভক্ত করিতে পারে তবে বিবেচক হয়। যে
জন মনে আপন মনের কথা বিবেচনা করে ও অন্য
কথার সহিত তাহার কি সঙ্গ? ও তাহা হইতে কি ফল
উৎপন্ন হইবে? ইহা নিয়ম করে সেই বিবেচক হয়; সে
কল্পনা কথার ও সত্য কথার বিশেষ স্মৃতিতে পারে।
কিন্তু এই প্রকার বিবেচক দুর্বল, পরমেশ্বর হইতে অধিক
স্মৃতি হয় না, প্রায় অনেকই সামান্য চিন্তাতে মগ্ন
হয়। দেখ, বাহাদের অস্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্তে শ্রম করিতে
হয় না, তাহাদের মধ্যে জানলাভের অনেক সুলভ উপায়
আছিলও প্রায় কেহ এই প্রকার সমীচিনা করে না।
একটি বিবেচনা শুধুমাত্র করা, এবং এই কথ্যেতে

অনেক বিধু আছে, এই কারণ অনেকে সহজে ও উত্তমরূপে তাহা করিতে পারে না; বিশেষতঃ অহঙ্কার ও আলস্য এই দুই প্রধান বাধক আমাদের স্বভাবের মধ্যে আছে। নানা অনুমানের পরীক্ষা না করিলে তাহার সত্য কথার লাভ না হয়, তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নাই, সাধারণের এমন বোধ হয়, এই জন্য তাহাদের বুদ্ধি বলবতী ও সুস্থিরা নয়, তাহারা অপমানের ভয়ে এই প্রকার ভ্রমদ্বারা জানের চেষ্টা করে না। এই কারণ প্রায় সকল লোক বিশেষ বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কথা গ্রহণ করে, ও অন্য লোক তাহা গ্রাহ্য করে তাহাই গ্রাহ্য করে, এই প্রকারে তাহাদের অহঙ্কারের ও আলস্যের কিছু ব্যাঘাত হয় না। ইহা এক দোষ বটে, তথাপি তাহাতে এক ফল আছে। লক্ সাহেব কহিয়াছেন, লোকেরা যত বুদ্ধি জগতে তত ভুল ও ভ্রান্তি নাই। সকলে একমতে সত্য কথা গ্রহণ করে, তিনি এই বাক্য বলেন না; কিন্তু তাহারা অন্য লোকদের উপরে নির্ভর দিয়া যে ২ কথা গ্রহণ করে ও অনেক উদ্যোগেতে প্রকাশ করে, তাহার অভিপ্রায় আপনারা বুদ্ধি না, ইহা স্থির করেন। এইরূপে সাধারণ সৈন্য যুদ্ধের অভিপ্রায়েতে আজ্ঞার কি সঙ্কর, তাহা না বুঝিয়া, এবং জিজ্ঞাসা ও বিবেচনা না করিয়া সেনাপতির উপরে নির্ভর দিয়া তাহার আজ্ঞা পালন করিয়া তাহার পশ্চাৎগামী হয়।

জগতের মধ্যে সত্যতার অতি মন্দগতি কেন? এবং নানা সময়ে নানা অসঙ্গত মত কেন সকলের গ্রাহ্য হইয়াছে? পূর্বোক্ত কথাদ্বারা এই দুই জিজ্ঞাসার উত্তর

কষ্ট হয়। কেননা মান্য লোকেরা যে পথে গিয়াছে, বিবেচনা না করিয়া সেই পথে যাইতে কিম্বা কোন অসঙ্গত সম্ভাবনায় ক্রটিতে মনুষ্যের এক আশ্চর্য্য স্বভাব আছে, তাহাতে প্রায় সকল লোক সর্বতোভাবে বিবেচনা ত্যাগ করে, কিম্বা উত্তম মনের প্রবৃত্তি দ্বারা কুবিকেলনা করে।

২। পৃথিবী ও গৃহগণের কথা।

পৃথিবী নিবাসি যে আমরা, আমাদের দৃষ্টিতে এই জগৎ অন্য সমস্ত জগৎ হইতে অতিবৃহৎ বোধ হয়। আমরা তাহার হরিৎ তৃণ ও নানা বৃক্ষাদি অলঙ্কার সমস্তই দেখিতেছি, কিন্তু যে দর্শক কোন গৃহে ত বাস করে সে এই সকল দেখিতে পায় না, তাহার দৃষ্টিতে পৃথিবী একরূপ ও তেজোময় বিন্দুমাত্র হয়। এবং যাহা গৃহগণ হইতে বহুদূরে বাস করে, তাহারা এই পৃথিবীকে কিছুমাত্র দেখিতে পায় না। আর যে নক্ষত্রকে আমরা সন্ধ্যাকালের ও প্রভাতের নক্ষত্র কহি, সেও এক গৃহ; কোন সময়ে সন্ধ্যাকালে সকল নক্ষত্র উদয়ের পূর্বে তাহার উদয় হয়, এবং কোন সময়ে প্রভাতে অরুণোদয়ের পূর্বে তাহার উদয় হয়। এই গৃহ এবং মঙ্গল ও বুধ ও বৃহস্পতি ও শনি নানাবিধ গতিবিশিষ্ট এই চারি গৃহ স্বভাবে অলঙ্কারময়, কেবল সূর্যের তেজেতে তেজোময় হয়। এবং এই গৃহগণেতে আকাশ ও সমুদ্র ও ক্ষেত্র এবং প্রাণরাজ্যিক সকল প্রকার বস্তু আছে, এবং বোধ হয় তাহাদের মধ্যে মনুষ্যবৎ কোন লোকও আছে,

এবং তাহারা আমাদের পৃথিবীর সদৃশ অনন্ত কিরণদাতা সূর্য্যের অধীন হয়, ও তাহার দীপ্তিহইতে দীপ্তিমান হইয়া তাহার কর্তৃত্বহইতে অশেষ সুখ লাভ করে।

এই সূর্য্য আকাশমণ্ডলে প্রতিদিন পূর্ব্বহইতে পশ্চিমে গমন করিতেছে ইহা আমাদের বোধ হয়, কিন্তু তাহা নয়, বাস্তবিক সে স্থির ও প্রায় নিশ্চল হয়; সূর্য্য আকাশের আলোর সদৃশ, কারণ আমাদের এই পৃথিবী ও গৃহগণ চক্রে ন্যায় তাহাকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্য রৌদ্রঘটিকা-হইতে অধিক বৃহৎ বোধ হয় না, তথাপি এই যে পৃথিবীতে অভ্যাস পদ্ধতি ও অতিবৃহৎ সমুদ্র আছে, সেই পৃথিবীহইতে সূর্য্য অধিক বৃহৎ। সূর্য্যের এক দিগহইতে অন্য দিগপর্য্যন্ত যদি রজ্জু প্রবেশ করিয়া মধ্য দিয়া যায়, তবে সেই রজ্জু দীর্ঘতাতে চারি লক্ষ ক্রোশ পরিমিত হইবে, ও তাহার পরিধি রজ্জু নিযুত অপেক্ষা অধিক ক্রোশ পরিমিত হইবে। এবং তাহার মধ্যে কত সংখ্যা পরমাণু আছে তাহা গণনা করিতে গেলে অনন্ত ও বুদ্ধির অগম্য হইবে। এই সকল পদার্থ বিদ্যামারের কথা শুনিলে কি আশ্চর্য্য বোধ হয়! যিনি এই মহাজ্যোতি প্রজ্বলিত করিয়া যুগে ২ তাহার ঐ মহাদীপ্তি রক্ষা করেন, তিনি কেমন মহান! আমরা কি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া এই কথা কহিতে উদ্যত হই? ইহাতে যদি আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয়, তবে যাহারা পদার্থবিদ্যাতে বিদ্বান, আইন আমরা তাহাদের কথা শুনি, তাহাতে আরো আশ্চর্য্য শুনিতে পাইব।

গৃহগণের সহিত সূর্য্য এই বিশ্বরূপ মহাযন্ত্রের মধ্যে

অতি অল্প অংশ হয়; যদ্যপি প্রত্যেক নক্ষত্র ত্রী-
লোকের অক্ষুরীরের মধ্যস্থ ক্ষুদ্র দ্বিরকের মদন দৃষ্ট
হয়, তথাপি প্রত্যেক তারা বৃহত্তে ও ক্ষেপ্তে এক
সম্পূর্ণ সূর্যের মদন হয়, আমাদের এই দিনকরহইতে
ক্ষুদ্র বা নিস্তেজ হয় ~~কিন্তু~~ অতএব প্রত্যেক তারা জগৎ
তাহা কেবল নয়, কিন্তু অন্য অনেক জগতের মধ্যস্থিত
আছে, এবং তাহারা আমাদের দৃষ্টির অগোচর হইয়া
তাহার চতুর্দিকে আকাশের মধ্যে থাকিয়া তাহার দো-
স্তিতে দীপ্তিমান ও উজ্জ্বল উৎস হয়। এই তারাগণ আমা-
দের হইতে যে কত দূরে থাকে তাহা অপরিমিত ও
বোধাগম্য হয়, এক নিমিত্তে আমাদের দৃষ্টিতে কেবল
এক বিন্দু মাত্র ও প্রায় অদৃশ্য হয়। আমরা সেই দূর-
তাকে অত্যন্ত ও বোধাগম্য কহি, কেননা যে দুই তারা
সম্মুখের নিকটে আছে, তাহাদের একহইতে যদি কামা-
ন তারা এক গুলি চালিত হয়, তবে মণ্ড লক্ষ বৎসর
মিত্রই বেগে গমন না করিলে এই গুলি অন্য তারার
নিকটে উপস্থিত হইবে না। অতএব যে তারা বহু-
দূরস্থ হয়, সেই তারার নিকটে কত বৎসরে উপস্থিত
হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

এই বহুবিস্তারিত আকাশ ও তাহার তারাগণ প্রভৃতি
দেখিয়া আমি আপনার ক্ষুদ্রতা ও তাবৎ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতা
কিহিৎ হইতে পারি।

যদি সূর্য্যাদির সহিত এই পৃথিবীর উপমা হয়, তবে
পৃথিবী ও তাহাধ্যক্ষ আশ্চর্য্য রহিত সকল কি? সে কেবল
নিস্তেজ এক বিন্দু মাত্র ও সমুদয় জগতের মধ্যে প্রায়

অদৃশ্য হয়। তদ্বিষয়ে এক বিবেকী লেখক ইহা কহিয়াছেন, “আমরা যে সূর্য্যহইতে দীপ্তি পাই ও যে গুহাগণ তাহার চতুর্দিকে আছে, এই সমস্ত যদি বিনষ্ট হয়, তবে যেমন সমুদ্রের তীরস্থ বালুকার মধ্যে এক বালুকার বিনাশ লক্ষ্য হয় না, তদ্রূপ তাহাদের বিনাশ হইবে; ও যে জন সর্ব্বদশী, তাহার দৃষ্টিতে তাহাদের বিনাশদ্বারা প্রায় কিছু ন্যূনতা বোধ হইবে না। এবং বিশ্বের সহিত তাহাদের পরিমাণের ও ভ্রমণস্থানের পরিমাণের উপমা হইলে তাহারা এমত ক্ষুদ্র হয় যে তাহাদের নাশের দ্বারা পরমেশ্বরের কন্মের কিছু অল্পতা হয় না, এমন বোধ হয়। এই পৃথিবী কেবল নয়, কিন্তু সূর্য্য ও গুহাদি সকলেই যদি এমত ক্ষুদ্র হয়, তবে এক রাজ্য ও এক দেশ কি? এবং যাহাদিগকে আমরা ধনী বলি, তাহাদের যে ভূমি তাহা কি? এবং আপনার সহিত ঐ ধনবানদের সাদৃশ্য দিলে বোধ হয় তাহারা অতিবর্দ্ধিশূ ও মহান, কিন্তু বিশ্বের সহিত তাহাদের উপমা দিলে তাহারা কেমন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছনীর হয়! তাহারা ন্যূনতান্তে মগ্ন হইয়া অদৃশ্য হয়।”

১০। বিবিধ প্রাণির কথা।

সমস্ত অপ্রাণি স্থাবর বস্তুদের একের সহিত অন্যের যে সম্বন্ধ তাহা বিবেচনা করিলে যদিও আমাদের অতি সুখানুভব হয়, তথাপি জন্মমদের অর্থাৎ সমুদয় জগৎস্থ জীবজন্তুদের বিষয় বিবেচনা করিলে আমাদের আরো সুখোদয় হয়। এই স্থাবর বস্তু সকল আধারস্বরূপ ও জন্মম সকল আধেরস্বরূপ হয়।

আমাদের বিবেচনা, যে সমস্ত জীবের বস্তু দর্শন দর্শন-
 দ্বারা আমরা বিবেচনা করিতে পারি, সে সকলের মধ্যে
 কত প্রকার প্রাণী আছে, তাহা বিবেচনা করিলে আশ্চর্য
 বোধ হয়। কেননা সমুদ্র জীবের বস্তুতেই জীব আছে,
 প্রত্যেক হরিদপত্রিতে অনেক ১ জীব থাকে, এবং মনুষ্য
 পক্ষাদির শরীরে যে রক্ত রক্ত তাহার মধ্যেও আমরা
 ক্ষুদ্রত্বদ্বারা জীবজন্তু দেখিতে পাই। এবং অতি কঠিন
 বস্তুর মধ্যেও আছে, অর্থাৎ মর্ম্মর প্রস্তরের মধ্যে বে ২
 সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তাহাতেও চক্রর অগোচর অতি সূক্ষ্ম
 জীবজন্তু দৃষ্ট হয়। এবং জীবেরের মধ্যে সমস্ত বৃহৎ বস্তু
 বিবেচনা করিয়া আমরা সমুদ্রে ও নদীতে ও ঝিলে বিবিধ
 জীবজন্তু দেখিতে পাই। এবং পক্ষিতে ও বিলে ও বনেতে
 নানা প্রকার পক্ষ ও পক্ষী দেখিতে পাই, এবং এই
 সকল স্থানে আগ্রিতদের নিমিত্তে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্যাদি
 পাওয়া যায়।

বিবিধ জগতের বর্ণনায় এক ব্যক্তি এ কথা বিবেচনা
 করিয়া বোধ করেন, তাবৎ বৃহৎগণের মধ্যে লোক আছে,
 ও জীবেরের মধ্যে কোন জীবরহিত স্থান হয় না। ইহা
 যদি সত্য হয়, তবে যে সমস্ত বৃহৎ জগৎ আমাদের
 চোখে, বহুদূরে আছে, সে সমস্ত জীবজন্তু রহিত না
 হইয়া বিবিধ জীবজন্তু ও লোকেতে পরিপূর্ণ আছে,
 ইহা আমরা অসম্মানে অনুমান করিতে পারি।

আমরা সকল প্রাণির প্রাণকে বহুমূল্য জ্ঞান করি,
 কিন্তু কেবল প্রাণির উপকারার্থক যে প্রাণহীন জীবের
 জগৎ অসম্মান্য বোধ করি। সমুদ্র জীবের বস্তু কেবল

জঙ্গলের নিমিত্ত হয়, এবং তাহাদের হিতের জন্যে পত-
প্রয়োজন ততই হয়, অধিক কিছুই হয় না, বিবেচনা
করিয়া আমরা ইহা সন্দেহহানে দেখিতে পাই।

আমাদের নৃক্ষিকর্তার অনুগ্রহে এমত মহান যে নানা-
বিধ প্রাণির সংস্থাপন করিতে তাহার মহানন্তোষ আছে;
এই কথা বিবেচনা অতি সুখদায়ক, এই জন্যে আমা-
দের জ্ঞাত যে বিবিধ প্রাণী, তাহাদের বৃত্তান্ত বিস্তারিত
করিয়া লিখিব।

কতিপয় প্রাণী অপ্ৰাণিহইতে অত্যন্ত বিভিন্ন হয়,
তাহার উদাহরণ; যথা, নুগ্ধকর্ত এক শব্দজাতি আছে,
তাহারা পক্ষিতে সংযুক্ত থাকে, এবং অসংযুক্ত হইলে
হঠাৎ মৃত হয়। এবং কেবল মর্শ ও রসাস্বাদন শক্তি
বিশিষ্ট কতিপয় প্রাণী আছে। তন্মিত্র ঐ শক্তি এবং শুবল
বা শ্লাণ বা দৃষ্টি এক ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট কতক প্রাণী আছে।
এবং কাহারো বা এক কাহারো বা দুই কাহারো বা
তিন কাহারো বা চারি ইন্দ্রিয়, সম্পূর্ণ পক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয়
নাই, এমত অনেক প্রাণী আছে, এই সকল বিবেচনা
করিলে আমাদের আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়। আর তাহাদের ২
পক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, তাহাদের মধ্যে কাহারো কোন
ইন্দ্রিয়শক্তি অন্যহইতে এমত প্রবল ও উত্তম, যে এক
নাম হইলেও গুণেতে তাহাহইতে অনেক বিধ হয়।
এবং তাহাদের চতুরতা ও বুদ্ধি বাহাকে আমরা স্বা-
ভাবিক জ্ঞান করি, তাহা বিশেষরূপে বিবেচনা করিতে
গেলে, এক অন্যহইতে ক্রমশ উত্তম এইরূপে নানাবর্ণেতে
বিভিন্ন, ইহা আমরা দেখিতে পাই। প্রাণিদের গুণেতে

এমত ক্রম আছে যে এক বর্ণের উত্তমের সহিত অন্য বর্ণের অধমের তুলনা করিলে প্রায় দুই সমান হয়।

আমাদের বিজ্ঞাত যে সমস্ত স্বাধীন বস্তু তাহাদের মধ্যে প্রাণিহীন অত্যন্ত বস্তু আছে, এই পুঙ্খোক্ত কথা পরমেশ্বরের বাহ্যিক অনুগ্রহের এক প্রমাণ হয়। তাৎসং সৃষ্টির প্রতি তাঁহার দয়া আছে, প্রাণিদের বস্তুতে তাহা কেবল নয়, তাহাদের প্রকারান্তরও তাঁহার অনুগ্রহ দৃষ্ট হয়। যদি এক বর্ণের অভাব হইত, তবে অন্য সকল বর্ণের সম্মান সুখোদয় হইত না, এই নিমিত্তে সুশৃঙ্খলরূপে এক বর্ণের প্রাণির সহিত অন্য বর্ণের প্রাণির মিলন হয়। বৃক্ষ অবধি মনুষ্য পর্য্যন্ত যে অন্তর, তাহা নানাবিধ জন্তুতে পরিপূর্ণ আছে, এবং ক্রমে একহইতে অন্যের এমত অত্যন্ত বিশেষ যে আমরা তাহা নির্ণয় করিতে প্রায় পারি না। এবং এই বিভিন্নতা এত প্রকার প্রাণিতে পুরুত্ব পায় যে আমরা প্রায় অন্য প্রকারের অনুমান করা পারি না। এই প্রকার সৃষ্টিতে পরমেশ্বরের যে অনুগ্রহ ও জ্ঞান এই দুইয়ের মধ্যে কি রকম তাহা বিবেচনা করিয়া কে বলিতে পারে?

অবশিষ্ট আর এক কথা কহিতে হয়। যদি ক্রমে ২ মনুষ্য পর্য্যন্ত জন্তুদের উত্তমতা হয়, তবে আমার অনুমান হয় মনুষ্য অবধি পরমেশ্বরের পর্য্যন্ত এমত উত্তমতা থাকিতে পারে। কেননা কীট অবধি মনুষ্য পর্য্যন্ত যে অন্তর, এবং মনুষ্য অবধি পরমেশ্বরের পর্য্যন্ত যে অন্তর, এ উত্তরের তুলনা করিতে গেলে, শেষ অন্তর অতি প্রবল হয়, অন্তর তাহার মধ্যেও বহুবিধ প্রাণির বাহ্যিক থাকিতে পারে।

এই জগৎ সমূহের মধ্যে মনুষ্য ভূল্য আঁচড়া ও বিবেচনার যোগ্য কোন প্রাণী নাই। কেননা মনুষ্যের শারীরিক ও পারমার্থিক দুই প্রকার স্বভাব আছে, এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য দুই জগতের সহিত সম্বন্ধ আছে। একারণ মনুষ্য এক সম্বন্ধে দিব্য দূতের সহিত সন্মুক্ত রাখিয়া অনন্তগুণশালি পরমেশ্বরকে পিতা বলিতে পারে, এবং অতি উচ্ছ্বিত তেজোময় দূতগণকে আপন ভ্রাতৃসম্বোধন করিতে পারে; আর অন্য সম্বন্ধে ক্লেদকে আপন পিতা ও কীটগণকে আপন মাতা ও ভগিনী কহিতে পারে।

১১। ইংলণ্ডদেশের কথা।

যদ্যপি পরমেশ্বর ইংলণ্ডীয় লোকদের দেশে ফলবন্তী দ্রাক্ষালতা ও মুরতি মন্দিরক ও উর্ধ্বা ভূমি ও উত্তম ক্ষতু দেন নাই, তথাপি সে দেশে মরুভূমিজন্ম কলাভাব ও প্রাণনাশক বায়ু ও ভয়ানক বপ্ণ হয় না। আর যদিও তাহাদের ভূমি উর্ধ্বা নহে, ও আকাশহইতে প্রচুর হিম ও বৃষ্টি করে, তথাপি ঐ ভূমিতে সম্প্রজন্মে না ও আকাশে মহামারী উৎপন্ন হয় না। আর তাহাদের পক্ষতগণ কৃষ্ণবর্ণ ও বৃক্ষহীন হইলেও তন্মধ্যে অনেক উত্তম লোক জন্মিয়াছে; তাহারা আপনাদের পরিশুম ও জানদ্বারা মেক্সিকো ও হিন্দুস্থানের আকরজাত যত ধন, তদপেক্ষাও অধিক ধনোপার্জনের উপায় প্রকাশ করিয়াছে। যদ্যপি অন্যদেশীয়েরা বস্ত্রাদি নিম্নাণজন্ম দ্রব্য তাহাদিগকে দেয়, তথাপি তাহাদের জ্ঞান ও শুমদ্বারা

সেই দু'ব্যক্তিই সুগুণ অধিক মূল্যবান হয়। তাহাদের
 ধনের ও ব্যবসায়ের যত্নদ্বারা উচ্চ সাহেব ও আক-
 রাইট সাহেব কর্তৃক যে ব্যক্তির যত্ন নির্মিত হইয়াছে,
 তাহার প্রভাবে পৃথিবীর অন্তর্ভাগস্থ লোকেরা তাহা-
 দের গুণ ও পরাক্রম জ্ঞাত হইয়াছে। সংক্ষেপে লিখি
 ইংলণ্ডীয় লোকদের এমন উত্তম বিদ্যালয় ও রাজনীতি
 ও ধর্ম যে তাহা দেখিয়া অন্যান্য লোকেরা ইচ্ছা
 করে, এবং তাহারা এমন উচ্চপদস্থ যে কেবল আপন
 অন্তরস্থ লোক ব্যতিরেকে তাহাদিগকে সেই পদচ্যুত
 করিতে আর কাহারো শক্তি হয় না।

১২। ইংলণ্ডীয় লোকদের স্বাধীনতার কথা।

ইংলণ্ডদেশের তাৎক্ষণিক ভূমিতে স্বাধীনতা আছে। তথা-
 ক্ত ব্যবস্থা এমন উত্তম যে কোন বিদেশী কি প্রবাসী
 উপস্থিত হইবামাত্র স্বাধীন হয়; যদিও কেহ
 উপস্থিত হইবার পূর্বে কাহারো ক্রোধান্থ থাকে, তথাপি
 সে এই ভূমি চরণে ভ্রম করিবামাত্র মুক্ত হয়। আর যে
 কোন ভাষাতে দাসের দাসত্বপত্র নিশ্চিত আছে, ও
 ইণ্ডিয়ান বা আফ্রিকান যে কোন সূর্যের তাপে তাহার
 চর্ম ক্ষয়বর্ন হইয়াছে, ও যে কোন তুমুল যুদ্ধে তাহার
 স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়াছে, ও দাসত্বরূপ বেদির উপরে
 যে কোন উৎসর্গ মন্ত্রে সে উৎসর্গ হইয়াছে, তাহাতে
 কোন বিবেচনা নাই, সে নিম্নে তাহার চরণ ইংলণ্ড-
 ভূমি ভ্রম করে, সেই নিম্নে সেই বেদি ও তাহার দেবতা

ধূলিতে পতিত হয়, এবং সে ব্যক্তি মহিমাম্বিত হইয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে পারে, তাহার শরীর শুদ্ধানন্দ মধ্যে সন্নিহিত হইলে এই শৃঙ্খল ভগ্ন হয়, এবং সৰ্বসাধারণ মূক্তির প্রভাবে উদ্ধারিত ও উচ্চীকৃত ও মুক্ত হইয়া স্বাধীন থাকে।

১৩। সৃষ্টিকর্তার অনুগৃহের কথা।

আমাদের সৃষ্টিকর্তার অনুগৃহ সৰ্বসাধারণ ও অনন্ত, এই জন্য আমরা তাহাতে বড় মনোযোগ করি না। যে বস্তু সাধারণ লোকদের হস্তে থাকে, তাহা আমরা বহুমূল্য জ্ঞান করি না। কাহারো কোন নৌভাগ্যের কথা শুনিলে কন্মের সফলতা ও জী ও ধন ও সমাদর ইত্যাদি যে লোভনীয় বা চেষ্টিত বা প্রাপ্ত আশীর্বাদেতে আমরা অন্যহুতে শ্লেষ্ত হই, সেই সকল আমাদের স্বরূপে হয়। সাধারণরূপে যে আশীর্বাদ তাহা আমাদের স্বরূপে হয় না। কিন্তু এই সাধারণ আশীর্বাদ সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কেবল ইহা ঈশ্বরের দানের যোগ্য ও আমাদের লোভের যোগ্য হয়। রাত্ৰিতে বিশ্রাম ও দিবসে খাদ্য এবং শরীর ও ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির ক্রিয়াভোগ এই আশীর্বাদে তুল্য অন্য কোন আশীর্বাদ হয় না। কিন্তু এই আশীর্বাদ সমস্ত লোকের মধ্যেই আছে, এই জন্য আমরা তাহাকে আশীর্বাদে মধ্য গণনা করি না, এবং সেই আশীর্বাদ যে আমাদের মধ্যে আছে এমন অনুভবও করি না, এবং উচ্ছন্ন কৃতজ্ঞতা স্বীকারও করি না।

আমাদের এই বিবেচনা ভাল নয়, অপরিমিত লোভ-
 দ্বারাই আমরা সম্বিবেচনা হারায়েছি। কেননা দেখা,
 আশীর্বাদ যদি অতিরিক্ত হইয়া সঙ্গসাধারণ হয়,
 ও অনায়াস লভ্য হয়, এবং কেবল আমাদের নয়
 সকলেরই সুখজনক হয়, তবে তাহা দ্বারা দাতার দাহত্ব
 আরো উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়, এবং তন্নিমিত্তে আমা-
 দের আরো অধিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা ও মহাসন্তুষ্ট
 হওয়া উচিত হয়। আর যদি ঐ আশীর্বাদ কেবল গা-
 মাদের প্রতি না বর্তিয়া অন্য সকলের প্রতি বর্তে, তবে তা-
 হাতেও আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত হয়। কিন্তু আমরা
 তদ্বিপরীত বিবেচনা করি; যাহাতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও
 মহান হওয়া যায় তাহাই প্রার্থনা করি, এবং যে আশী-
 র্বাদদ্বারা কেবল আমাদের মহত্ব প্রকাশ পায় তাহাই
 বিবেচনা করিয়া বহুমূল্য বোধ করি। এই কারণ সৃষ্টি-
 কর্তার অনুগ্রহ আমাদের দৃষ্টিতে বিস্তারিত না হইয়া
 অসুখিত আছে; কিন্তু যাহাতে কাহারো শ্রেষ্ঠতা
 প্রকাশিত না হয় এমনত সঙ্গসাধারণ আশীর্বাদদ্বারা
 পরমেশ্বরের বাহ্য অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়।

১৪। অদৃশ্য জগতের কথা।

এই আবারও আমরা অদৃশ্য জগৎ আমাদের দৃষ্টির অগো-
 চর আছে সে আবারও বিচ্ছেদ হইয়াছে, আইন এমনত
 অনুমান করি। আমরা এখন অভূদিয়া অল্পকিছু দেখি-
 জেছি; ঐ অল্পকিছু দূর হউক, এবং নাস্তিকেরা যেমন

কেবল প্রত্যক্ষ বস্তুই মান্য করে, তজ্জন সমস্ত অধ্যাত্মিক
পারমার্থিক বস্তুকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের ন্যায় জ্ঞান করি-
তাহা করিলে যে সমস্ত বস্তু একত্রে আমাদের দৃষ্টিগোচর
আছে তাহা দৃষ্টির অগোচর হইবে, এবং যে সকল
সাংসারিক কর্ম্মেতে পূরিত আছে, তাহাই হইতে নিবৃত্ত
হইবে। স্বর্গীয় তেজ যদি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় ও
স্বর্গীয় দূতগণের গান আমাদের কণাগোচর হয়, তবে আ-
মরা কি এই সাংসারিক কোন কর্ম্মে নিমগ্নমাত্র মনো-
নিবেশ করিতে পারি? মনুষ্যেরা এখন যে সমস্ত অভ্যাস
ও যত্ন ও শিল্পকর্ম্ম ও পারিশ্রম্যাদিকে আবশ্যিক জ্ঞান
করিয়া তাহাতে আসক্ত আছে, এবং যাহাতে লোকদের
পুতিপালন ও সুখ হয়, সে সকল তীক্ষ্ণ ও তাত্ত্বিক হই-
বে; এবং ইহলোকে মনুষ্যেরা ভয় হেতুক কিম্বা আশা
পুত্যাশা করিয়া মহাফলের লোভে যে সমস্ত কর্ম্মেতে
আসক্ত হয়, সে সকল নিষ্ফল হইবে। এবং মনুষ্যের
মনে উদ্যোগ জন্মাইতে ও তাহাকে সর্ব্ব পুকার কর্ম্মে
পূরিত করিতে এই সংসারে কোন লাভজনক বিষয়
থাকিবে না। এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা পূরিত যদিও কোন
সাংসারিক কর্ম্মে পূরিত হয়, তবে তাহাতে অসংখ্য ক্লিষ্ট
হইবে না, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা না হইলে আপন পাপ ও
রক্ষা করিতে চাহিবে না। কারণ মনুষ্যেরা এই মৃণ্ময়
জগতে থাকিতে অনিচ্ছা করিয়া আপন দৃষ্টিগোচরস্থ তে-
জোময় জগতে পূবেশ করণের সুখজনক দিনের আকাঙ্ক্ষা
প্রযুক্ত এই পৃথিবীতে পুর্বাস করা অতি দুঃখজনক জ্ঞান
করিবে। এবং তাহাদের মঙ্গলের কারণ যে সমস্ত বস্তু

পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সকল ত্বণ বোধ করিবে।
সংক্ষেপে লিখি, মনুষ্যের দৃষ্টিগোচরে এই জগৎ ভ্রম্যমান
হইলে সে এই জগতে আর বাস করিতে চাহি। না,
এবং পরমেশ্বরের নিকপিত সমস্ত কর্ম্ম কারিতেও পুষ্ট
হইবে না। তাহারা সেই স্বর্গীয় জগতে মনোনিবেশ
করিলে বিশেষ পুয়োজনার্থে এই জগতে আগত কোন
স্বর্গীয় দূতের তুল্য হইয়া এই জগতের সমস্ত ক্রিয়াকে
সম্পন্ন কিম্বা বালক্রীড়ার ন্যায় বোধ করিবে।

১৫। সদানন্দ মনের কথা।

কৌতুকজন্য সুখাপেক্ষা আমি সদানন্দ মনের সুখ
ভাল বাসি; কৌতুকজন্য সুখ অস্থির ও অল্পকালস্থায়ী,
কিন্তু সদানন্দ মনের সুখ স্থির ও চিরস্থায়ী। যাহারা
শৌক্যদিদ্বারা সুখ লাভ করে, তাহারা কোন সময়ে
দুঃখদ্বারা দ্বানবদন হয়, কিন্তু সদানন্দ লোকেরা
নব সময়ে সুখী হইয়া অত্যন্ত দুঃখেতেও কাতর হয়
না। কৌতুকজন্য সুখ বিদ্যুতের আভার ন্যায়, যেমন
বিদ্যুতের আভা মীল মধ্যে পুবেশ করিয়া ক্ষণমাত্র দীপ্তি
প্রকাশ করে তদ্রূপ হয়; কিন্তু সদানন্দ মনের সুখ সূর্য্য-
কিরণের ন্যায়, ও তাহাদ্বারা মন স্থির হইয়া চিরস্থায়ি
আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে।

ইহকাল পরীক্ষাদিনের স্বরূপ, এই নিমিত্তে কৌতুক
করা ইহকালের মনুষ্যদের অকর্তব্য এবং প্রায়শ্চিত্তের
ব্যতিক্রমের তুল্য; তদ্বারা অকৃতকরণ দৃষ্টান্তে ও

দৃষ্টেতে পরিপূর্ণ হয়, এবং লোকেরা নিত্য ভাবে
সংসারে উপযুক্ত কর্ম করিতে পুঙ্খনুপুঙ্খ হইতে পারে না,
অনেক জ্ঞানি লোকেরা এমন বোধ করেন।

১৬। তর্ক করণের কথা।

সর্বদেশে সর্ব সময়ে অত্যন্ত লোক তর্কিত হয়। ইং-
রাজি ভাষাতে তর্কিক (লেক্সিকালিটি) শব্দের অর্থান্তর
হইয়াছে। যেমন চক্রুর আলোতে প্রয়োজন, তদ্রূপ
মনুষ্যের মনের তর্কেতে অর্থান্তর জ্ঞানের প্রয়ো-
জন; এবং যে জন আপন মনকে পরিতৃপ্ত করণার্থে
মতের জ্ঞান পাইতে চেষ্টা করে, সেই জন প্রকৃত
তর্কিক; তথাপি ইংরাজি ভাষাতে তাহাকে তর্কিক
বলে না, কিন্তু যে জন ধন ও পরাক্রম লাভার্থে পরের
পর্যুক্ত উপায় সকল অগ্রাহ্য করিয়া আপনার কল্পিত
কোন নূতন উপায় অবলম্বন করে, তাহাকে তর্কিক
বলে। মৎকর্ম সাধন করিতে গেলে যে জন অসম্ভাবে
তাহা সাধন করে, সে ধার্মিক নহে; এবং বুদ্ধিদান
কোন কর্ম সন্মম করিতে গেলে যে জন মতের চেষ্টাতে
তাহা সন্মম না করিয়া অন্য কোন ভাবে সন্মম করে, তা-
হাকে তর্কিক না বলিয়া কেবল বুদ্ধিমান বলিতে হয়।

যে জন তর্কিক না হইয়া কেবল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বি-
শিষ্ট হয়, সে আপন বুদ্ধি প্রয়ুক্ত করিবার চেষ্টাতে
নানা উপায় অবলম্বন করে এমন নহে, এই সকল উপায়-
দ্বারা আপনার কোন বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে

চাড়ে, এই উপায় বিলম্ব হইতে পারে, কিন্তু তাহার মনের অতিপার স্বকল সামান্য মনুষ্যের যোগ্য।

তাকিক এবং বুদ্ধিমান, এই উভয় লোকের জানেতে কিম্বা বুদ্ধিতে যে কোন ভ্রুটি আছে, তাহা তাহাদের সমস্ত গুণেতে ও স্বভাবে ও আচরণেতেই অনায়াসে প্রকাশ পাইতে পারে। যে বুদ্ধিমান, সে প্রায় ধর্মের পরিবর্তে পরিণামদর্শিতার চেষ্টা করে, এবং ভাবান্তরিক প্রেমের ও সম্ভাবের পরিবর্তে কেবল শিষ্টাচারের সূত্র বিবেচনা করে; এবং অনায়াসে ইর্ষ্যা করিয়া পরধনে লোভ করে, কিম্বা আপনার ভয় বা রাগ প্রসূক্ত গোপনে বা প্রকাশ-রূপে পরের গুণের গ্লানি করে।

আর যে জন তাকিক, সেও অনেক বার অন্য পু-কার দোষেতে দুঃখ হয়। এদ্বন্দ্ব রাজার মৃত্যুর পরে লোকেরা আর এক উপযুক্ত রাণীকে অভিষেক করি-ত। তাহা যথেষ্ট জ্ঞান না করিয়া যে রাণী আপন-কে ব্যতিরেকে অভিষিক্তা হইয়াছিল, তাহাকে বধ করিল, এই তাকিক তাহাদের তুল্য হইতে পারে। সে বিচারপূর্বক কর্ম না করিয়া অনেক বার ছেছানুসারে ভ্রম করে, এবং সামান্য পরিণামদর্শিতা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া অসংযত-নিয়ম করে, ও তাহার নিন্দা জন্মায়। এমন ব্যক্তি রাজারা অনেক লোককে লক্ষ্য করে, কিন্তু তাহা নিতুল হয়, এবং সে ব্যাঘ্রের প্রতি নিকিণ্ড বাসবারা মেহপালককে বিদ্ধ করে। তাহার ক্রোধের দ্বারা অনেক লোকেরা ও বৈশিষ্ট্য ও ভ্রুটি প্রকাশ পায়।

এই প্রকার যে লোকের দোষ, তাহা যদ্যপি তাকিক

লোকেতে সম্ভব হয়, তথাপি তাহা তকের প্রতি আরো-
পণ করা অতি অনুচিত, বেহেতুক পুরুত তর্কদ্বারা ক্রমেঃ
ঐ দোষ ত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছে, এমন অনেক
লোকের উদাহরণ ইতিহাসপুস্তকে দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ
যে মনুষ্যেতে তর্ক এবং বিদ্যা উভয় থাকে, সে অতি
মহান হয়, যুনানী দেশে প্লাতো এবং ইউরপ দেশে
কেপ্লর ও মিল্টন সাহেব, ইহারা এবং অন্য দেশের
ও অন্য নগরের অন্য ২ পুধান লোক এইরূপ ছিল।

১৭। ক্ষুদ্রলোকের মহতের ন্যায় আচরণের

অনুপযুক্ততা।

মনুষ্যের আয়ুর গতি পণার্থধাবনের ত্বলা, যে পুাতীন
পণ্ডিতেরা ৭৩০ কথা কহিয়া গিয়াছেন, তাহারা যদি
এই বর্তমান সময়ে বর্তমান থাকিতেন, তবে ইহার অতি-
আশ্চর্য্য প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখিতেন। ইংলও দেশে যাহারা
সভ্য ও বিশিষ্ট লোক, তাহারা পশ্চাতের লোককে অতি
দূর পশ্চাতে ফেলিয়া অগুসর লোকদের সঙ্গে ধরিতে কিম্বা
তাহাদেরও অগুসর হইতে যত্ন করিয়া কালযাপন করে।
তাহারা প্রত্যেক জন ক্ষুদ্র লোকহইতে পলায়ন করিয়া
মহতের নিকটস্থ হইতে চাহে, এবং মহৎ লোকেরা
তাহাদের হইতে পলায়ন করিয়া অতি মহতের নিকটস্থ
হইতে চাহে।

এমন হাস্যজনক অভিমানদ্বারা যদি কাহারো অমঙ্গল
না জন্মিত, তবে তাহা অতি সুখজনক হইত। দেখা

শিল্পকারি ইতর লোকেরা ভদ্র হওনের চেষ্টা করে, ও ভদ্রলোকেরা মহাশয় ইহাতে চেষ্টা করে, ও মহাশয় লোকেরা রাজা ইহাতে চেষ্টা করে। এই পুকারে তাহাদের মধ্যে সকল লোকই উন্নত হয়, সাধারণের মধ্যে কেহ চিরকাল থাকে না। অহঙ্কারমদেতে সাধারণ লোক সমস্তই বিনষ্ট হয়। নীচ শিল্পকারির বালক পাঠশালাইহাতে কিল্লিৎ বিদ্যা পাইয়া মহাশয় ইহাতে চেষ্টা করণ পূর্বক আপন পৈতৃক ব্যবসায়কে হেয়জ্ঞান করিয়া লেখা পড়ার কোন কৰ্ম্মেতে নিযুক্ত হয়। এবং তাহাদের বালিকারা মহতী স্ত্রীলোকদের গাত্রীয় বস্ত্র-নিৰ্ম্মাণকারিণী বা সেবাকারিণী ইহাতে পুার্থনা করে, কিম্বা পুধান লোকদের বালিকারা যে কৰ্ম্ম করে, তাহাই করিতে চেষ্টা করে। এবং সাধারণ লোকেরা রাজার ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করে, ও বেশপুপালন করে, ও গণ্য করিতে গমন করে, ও রত্ন ভূষিতে নৃত্য গীত প্রবণ করে, ও প্রধান লোকদের মধ্যে ভোজন শয়ন করে। বনিকলোকেরা আপন ২ ব্যবসায়ের ক্ষুদ্র গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রধান লোকদের মধ্যে এক গৃহে বাস করে, এবং পল্লীগুম্ভু মান্য লোকেরা আপন ২ পৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া মহানগরে আসিয়া রাজসভার কৰ্ম্ম করিতে চেষ্টা করে; ইহাতে তাহাদের ও অন্য লোকদের কিছু উপকার ইহাতে পারে না। সাধারণ লোকেরা অধিপতির ন্যায় ইহাতে চেষ্টা করে, তাহারা বস্ত্রতে ও ভোজনে ও সকলি ও ব্যয়েতে প্রায় তাহার সদৃশ ইহাতে চেষ্টা করে। এবং যে ২ প্রধান লোক আরও প্রধান

হইতে পারে না, তাহারা আপনাদের পদ রক্ষার্থে শূন্য ও উত্তমণের অধীন হইয়া শীঘ্র বিপদগুস্ত হয়।

আমরা যে অভিমানদ্বারা পুধান লোকদের সন্ধান হইতে চেষ্টা করি, সেই অভিমানদ্বারা তাহাদের বন্ধ হইতেও অভিলাষ করি; কিন্তু বাহারা নানাবিধ ঐশ্বর্য্যে ও সম্মানে আমাদের অপেক্ষা অতি মহান হইয়া আমাদের দিগকে নীচ লোকদের ন্যায় ভুচ্ছ জান করে, তাহাদের বন্ধ হইতে অভিলান করা কেবল উন্মত্ততা প্রকাশ-মাত্র। এই উন্মত্ততা দ্বারা সৌকন্যের যে সুখ ও লাভ তাহার ব্যাঘাত হয়, যেহেতুক তদ্বারা আমরা বন্ধির তীক্ষ্ণতা ও বিদ্যা ও সদ্যবহার ও সুজ্ঞান প্রযুক্ত আপন হ বন্ধগণকে মনোনীত না করিয়া মহান ও সদ্বংশজাত লোকদিগকে মনোনীত করি, এবং তাহাদের দ্বারা আমাদের মহত্ত্ব হইবে, এমত আশা করিয়া থাকি। যদ্যপি চুষকের ঘর্ষণদ্বারা লৌহের চুষ্কত্ব হয়, ও মেঘের পর-স্পর সংযোগদ্বারা গজ্জন হয়, তথাপি ঐ লোকদের সহিত মিলিলে আমাদের মহত্ত্ব হইতে পারে না।

১৮। কথোপকথনের রীতি।

তোমরা অন্যের কথোপকথনে বিম্ব জন্মাইও না। কেহ যদি তোমাদের কথোপকথনে দৈবাৎ বিম্ব জন্মায়, তাহা-তেও বিরক্ত হইও না; কেননা লোকদিগকে সুখ ও উপ-দেশ প্রদান কিম্বা অন্য লোকহইতে সুখ ও উপদেশ গ্রহণ কথোপকথনের এই অভিপ্রায়। অতএব প্রশ্ন সকলকে

কথা কহিতে দেও, এবং স্বৈর্য্য করিয়া তাহাদের কথা শুন, ও যথোপযুক্ত উত্তর দেও। লোকদের কথাতে মনোযোগ না করিলে কেবল অসত্যতা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়, এবং এ তাচ্ছিল্যের ফল ইহাতে পারে না।

আর তোমরা কেবল স্বার্থবিষয়ের কথা কহিয়া লোকদিগকে অসন্তুষ্ট করিও না, কেননা তোমরাও অন্যের কথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইতে ইচ্ছা কর না। এবং তোমাদের দৃষ্টিতে যেমন পরের কথা তদ্রূপ পরের দৃষ্টিতে তোমাদের কথা ক্ষুদ্র হয়। এ বিষয়ে অধিক কথা ব বিধি নির্ণয় করা আবশ্যিক নয়।

আর যে জন যে কথাতে নিপুণ, তাহাকে তদ্বিষয়ে কথা কহিতে সুযোগ দেও; কিন্তু সেই সুযোগ তোমা কৌশলেতে উপস্থিত হইল, ইহা বেন কাহারো বোঝা আইলে। তাহাতে সে সন্তুষ্ট হইবে এবং তোমা জানের বৃদ্ধি হইবে। এইরূপে প্রায় সকল লোক উত্তর কথোপকথনের উপাদানে সমর্থ হয়; আর যে ব্যক্তি স্ব জানোতে কথা কহিতে সমর্থ না হয়, কিম্বা কথা কহিতে ইচ্ছা না করে, সেও জানিদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি আপনাদের ও শ্রোতাদের জ্ঞান জন্মাইতে পারে।

আর ইতিহাস কহিতে গেলে সংক্ষেপে ও উপযুক্ত ইতিহাস কহিও, নতুবা কহিও না। বিকট সত্য কথা কহিয়াছেন, ইতিহাসকথকদের নৃত্য অনেক ব সত্য ও উত্তম স্বরূপের আবশ্যক আছে, কিম্বা নৃত্য লোকদের মধ্যে আইরা কহিতে হয়। অনেক লোক ইতিহাসকথা গুণিত করার সমর্থ হয়, তাহার

মধ্যে আইয়া যদি প্রথম কথায় প্রশ্ন আরম্ভ করে, তবে ক্রমেঃ আপন সমস্ত কথা না कहিয়া শেষ করে না। সভায় লোকেরা যদিও পূর্বে সেই কথা শত বার শুনিয়া থাকে, তথাপি আর বার তাহা শুনিতে হয়, অন্য কিছু কর্ম করিতে পারে না।

আর তোমরা অনেক বার কথা কহ, কিন্তু একেবারে অনেক কথা कहিও না। এবং সভাতে যেদ্রুপ कहিতে হয়, মিত্রলোকদের সমীপে সেদ্রুপে কখন অসহ্য হয়। যাহারা মন্ত্রী ও ব্যবস্থাপক তাহারা প্রায় এই দোষে দুষ্ট হইয়া সভাতে যেমন, তদ্রূপ বন্ধুদের নিকটে আপন বাগবিন্যাস ও বক্তৃতা প্রকাশ করে। আর কোন স্থানে বহুজনের সমাগম হইলে, যদি তাহারা সাবধানতা প্রদুষ্ট প্রায় মৌনী থাকে, তবে কোন এক ব্যক্তি তাহাদের সাক্ষাতে এক নূতন প্রশ্ন না করিলে কথোপকথনের ব্যাঘাত হয়। কিন্তু এক প্রশ্ন উপস্থিত করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত না হইতেঃ উপর্যাপরি নানা নূতন প্রশ্নের উত্থাপন করিও না; তাহা করিলে তোমার সমস্ত প্রশ্ন সাজ হইলে সেই প্রথমোক্তা পিত প্রশ্নের পুনর্বার উত্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ অনেক লোক অনেক বার এক নূতন প্রকরণের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত না হইতেঃ অনেক প্রকরণের কথা উপস্থিত করে, তাহাতে কোন কথারই সিদ্ধান্ত স্থির হয় না। অতএব কথোপকথনে ভেদনের ন্যায় এক কালে সর্বস্ব ব্যয় করা উচিত নহে।

আর হাস্যজনক কোন কৌতূকের কথা কখননময়ে ভূমি আশ্বিনি হাস্য না করিয়া শোভাদিগকে হাসিতে দেও।

আর যে সময়ে কোন উপবেশের বা হিতজনক কথা
হইতেছে, তৎকালে কোন পরিবাসের কথাবার্তা তাহার
বিষয় ভয়াইও না, তাহা করিলে ঐ উপবেশ কথা মুক্ত
হাল্লের ন্যায় ও ভূমিতে পতিত নলিনের ন্যায় হইবে,
আর প্রাপ্ত হইবে না।

আর সভার মধ্যে কোন নিকটস্থ ব্যক্তির কণ্ঠে চুপি ২
ফুন ২ করিয়া কথা কহিও না, কহিলে অনভ্যস্তা প্রকাশ
পার, এবং চৌর্য্যবৎ কথারয়, কেমনা সভাতে উপস্থিত
লোকমাত্রই কথোপকথনের সমান অধিকারী আছে।

আর অনুপস্থিত লোকদের বিষয়ে কোন কথা কহিতে
হইলে, সাক্ষাতে যেমন কহিতে হয় তদ্রূপ কথা এ বিষয়ে
বেবজ্জ সাহেব এই কথা কহিলেন, আমি পরের গুণের
কথা তাহার সাক্ষাতে ও দোষের কথা তাহার অসাক্ষাতে
কখন কহিব না, ইহা প্রতিজ্ঞা করিলাম। এই নীতি
কর্মের ও অতি উত্তম, যদি সকলে ইহা পালন করে, তবে
একজগতে কুতিবাদ ও গ্লানি কখন থাকিতে পার না।

কোন ২ সময়ে কথোপকথনের বিষয় কি সুযোগ অতি
সুবিধাকর হইবে। কোন ২ লোক উপবেশন সময়ে ভাল
কথন করিতে পারে না, কিন্তু উচিয়া দণ্ডায়মান হইলে
নান্য কাহা বিবাস করে; আর কোন ২ লোক গৃহে থাকিয়া
ভাল বক্তব্য করিতে পারে না, কিন্তু ভ্রমণ করিয়া বায়ু-
সেবায় প্রস্তুত হইলে অনেক বক্তব্য করিতে পারে;
যে কুটি নৃত্য মূর্তিকাকে মধ্যমন্তক হইলে প্রফুল্ল হয়
ইহার ভয়না; আর কখনো ২ মহাসভার এমত আকর্ষণ
সাধ্য হয়, যে সকল লোকের সভ্যলোকের দ্বিগুণ বক্তব্য

যে পর্য্যন্ত জীড়ার মেজ উপস্থিত না হয়, তাহা হারা কিছু কহিতে ও করিতে শক্ত হয় না, কিন্তু এই মেজ উপস্থিত হইলে জী কি পুরুষ সকলেই মায়া বন্ধন-হইতে মুক্ত হয়। লোকদের একজ হওন ও কথোপ-কথনের জন্যে এই মেজ উত্তম বটে, কিন্তু তাহা দূরীকৃত হইলে, 'প্রকৃতিতে শূন্যতা স্থগা হই, পুঙ্খীয় পণ্ডিত-গণের এই বাক্য সত্য বোধ হয়।' কিন্তু সোনা-ইটি নামে নানা কথোপকথন, নিমিত্ত যে মহাসভা তাহাতে অনেক পরীক্ষা হইলেও এক জীড়ার মেজ উপ-স্থিত না হইলে উত্তমরূপে কথোপকথন চলে না, ইহা আমরা শুনিলাম। আরো শুনিলাম ঐ প্রধান সভাতে এই প্রকার অতি উত্তম এক রীতি আছে, যখন কোন পুরুষ সভাতে প্রবেশ করে, তৎকালে নৃত্যসভার সীতামুখারী আপন কথোপকথনের কারণ এক জীকে মনোনিবেশ করিয়া লয়, এবং সেই কথোপকথনরূপ নৃত্য সমাপ্ত হইলে পুন-র্বার অন্য জীকে মনোনিবেশ করিয়া কথোপকথনরূপ নৃত্য পুনর্বার আরম্ভ করে। ইহা সত্য কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু যে জী কিম্বা যে পুরুষ কথোপ-কথনকে উত্তম ও সুধনায়ক করণার্থে কোন উপায় নিব-পন করিতে পারে, সে সকলের প্রশংসার পাত্র হয়।

২। মৈপুণ্যাদির কথা।

মৈপুণ্যের বিবেচনা না করিলে বুদ্ধি ও মৈপুণ্য এই উভয়ের কোন জ্ঞান হয় না; কিন্তু এই দুই কথা

বিশেষ ক্ষমতা থাকে তাহার নিয়ম হইতে পারে, ইহা
মনে করা আমাদের আবশ্যক। বিবেচনা করণের যে
শক্তি সেই বুদ্ধি এবং কর্ম করণের যে শক্তি সেই
নৈপুণ্য। মনুষ্য বুদ্ধিযুক্ত। কবিতা ও বক্তৃতা ও সুশিল্প-
কলাদি বিবেচনা করিতে পারে, কিন্তু নৈপুণ্য না থাকিলে
ঐ প্রকার কর্ম করিতে প্রায় পারে না; এবং
নৈপুণ্য থাকিলেও যদি বুদ্ধি না থাকে, তবেও উত্তমরূপে
রচনা করিতে পারে না। বুদ্ধি অপেক্ষা নৈপুণ্য শ্রেষ্ঠ;
কারণ মনুষ্য নৈপুণ্যদ্বারা কর্মের উত্তমতা বিবেচনা করি-
তে পারে, তাহা কেবল নয়, সে আপনি ঐ কর্মের
উত্তমতা জন্মাইয়া লোকদের নিকটে প্রকাশ করিতে
পারে। আর বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্য উত্তম বিবেচক হইতে
পারে, কিন্তু নৈপুণ্যের সহায়তা না থাকিলে সূক্ষ্ম বা
সবকিছু হইতে পারে না।

বুদ্ধি অপেক্ষা নৈপুণ্য অধিক প্রবল, ইহা বি-
বেচনা করা উচিত। আমরা যে শক্তিদ্বারা অন্যাপেক্ষাও
উত্তমরূপে কর্ম করিতে পারি, তাহার নাম নৈপুণ্য বা
স্বাভাবিক ক্ষমতা বা গুণ। অঙ্কবিদ্যা ও কবিতাবিদ্যা ও
সুশিল্পবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা ও সুশিল্পবিদ্যা ইত্যাদি নৈপুণ্য
কর্ম নয়, ইহা আমরা কহিয়া থাকি।

আমরা কতাবহইতে যে শক্তি পাইয়া অন্যাপেক্ষা
উত্তমরূপে কর্ম করিতে পারি সেই নৈপুণ্য। ঐ শক্তি
অভ্যাসদ্বারা আরো অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু
কোন অভ্যাসদ্বারা তৎসম শক্তি কখনো প্রাপ্য হইতে
পারে না। বুদ্ধি অপেক্ষা স্বাভাবিক নৈপুণ্য উত্তম এবং

অত্যন্ত লোকদের মধ্যে তাহা দৃষ্ট হয়; কেননা যাহা স্বাভাবিক উত্তম তাহা অল্পই হয়। দেখ, সুশিল্পকর্ম ও গান ও কবিতা ও চিত্রকর্ম ও বক্তৃতা এই সকলিতে এক মনুষ্যের শক্তি বুদ্ধি দ্বারা জন্মিতে পারে, কিন্তু এই সকলিতে এক মনুষ্যের নৈপুণ্য অতি দুষ্প্রাপ্য, প্রায় পাওয়া যায় না।

কোন ২ মনুষ্যেতে সাধারণ নৈপুণ্য আছে, তাহাতে তাহার। হঠাৎ প্রায় সকল কর্ম করিতে পারে, কিন্তু কোন কর্মেই অতি নিপুণ হয় না। সকল কর্মে অতি নিপুণ এমন অত্যন্ত লোক দৃষ্ট হয়। মনুষ্য যদি অন্য কর্ম ত্যাগ করিয়া সর্বতোভাবে মনোযোগ পূর্বক কেবল এক কর্মে প্রবৃত্ত থাকে, তবে তাহাতে পারকতা জন্মিতে পারে। যেমন সূর্য্যের কিরণ এক স্থানে একত্র হইলে অতি প্রতাপা বৃত্ত হয়, তদ্রূপ। অতএব কোন বিদ্যাতে আপনাদের নৈপুণ্য আছে, তাহা বিবেচনা করিয়া যাহাতে নৈপুণ্য আছে তাহাই যেন যুবলোকেরা অভ্যাস করে, এই নিমিত্তে আমি এই সকল কথা লিখিলাম; তাহার। যদি আপন ২ নৈপুণ্যানুসারে বিদ্যাভ্যাস করে, তবে তাহাদের সমাদর ও মঙ্গল হইবে।

সুশিল্পকর্মে মনুষ্যের নৈপুণ্য থাকিলেও অভ্যাস ব্যতিরেকে তাহা সকল হয় না; স্বাভাবিক নৈপুণ্যে যদি কোন ত্রুটি থাকে, তবে অভ্যাস দ্বারা সে ত্রুটি দূরীকৃত হয়, এবং ক্রমে আরো উত্তম হইয়া উঠে। কবিতাতে বা বক্তৃতাতে মনুষ্যের নৈপুণ্য থাকিলে যদি অভ্যাস দ্বারা ক্রমে ২ তাহার বক্তি হয়, তবে তাহার কর্ম অতি

উত্তম হয়। কবিতা ও বক্তৃতা বিষয়ে কোন ২ লোকের নৈপুণ্য প্রকাশ হইলেও তাহার সুকলি বুদ্ধি আছে, অর্থাৎ সে তদ্বিষয়ে সুবিচার করিতে উত্তমরূপে পারে না। এমন ব্যক্তি প্রথমে কোন মনোবোঝে ব্যক্তি আপন নৈপুণ্য-দ্বারা অতি বহুতেই মনোবোঝে কর্ম করে, কিন্তু তাহার বে সুবুদ্ধি অভাৱ ও অসম্ভার, ক্রমেই বুদ্ধি পায়, তাহা একেবারে লিঙ্ক হয় না। এই সমস্ত কথার উদাহরণ হোমর ও শেক্সপির, তাহাদের উত্তম কবিতাতেও অসভ্যতা ও অশুচি কথা দৃষ্ট হয়; তাহার নৈপুণ্যেতে তাহাদের ভুল্য নয়, তাহারা প্রাপ্ত বুদ্ধিযারা সেই দোষ দূর করিয়া এ প্রকার কথা লিখে না। এক মনুষ্যের কোন গুণ সম্পূর্ণ হয় না, আমাদের সকল গুণের এই এক স্বভাব আছে। অতএব নৈপুণ্যের যে প্রগল্ভতা ও বুদ্ধির যে সুবিচার এই উভয়দ্বারা কেহ কোন কর্ম করে না; তাহারো কর্মে বুদ্ধির সুবিচার প্রকাশিত হয়, তবে সে ব্যক্তি যে প্রগল্ভতা তাহা উত্তমরূপে প্রকাশিত হয় না।

২০। আলসেসের কথা।

আলসেস লোক যেমন পরহিত বিষয়ে তদ্রূপ আপন হিত বিষয়েও আলস্য করিয়া কাল যাপন করে। তাহাতে তাহার মনের ও পরহিতের ও তাগোর মহানন্দনকে যে লিখ, তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। কেবল মন ও পরিচয় ব্যতিরেকে কোন উত্তমতা ও মহানন্দন লাভ হইতে পারে না। ইহা তত্ত্ববিক্রমসম্ভার ও পরহিতের অভাব

নিরূপিত আছে। পরমেশ্বর সকল দ্রব্যেরই মূল্য নিরূপ
 করিয়াছেন; মঙ্গলের মূল্য পরিশ্রম। বন্দ্যাপি কোন
 সময়ে পরিশ্রমের কল লাভ হয় না, ও বেগগামী দ্র
 গমনের পন প্রাপ্ত হয় না, ও মহাবীর রণে জয়ী হইতে
 পারে না, তথাপি পরাক্রমব্যতিরেকে কেহ যুদ্ধে কখন জ
 করিতে পারে না, ও বেগে গমন না করিলে ক্ষতগমনে
 পন পাইতে পারে না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত আছে। আ
 মরা যদি মনের সুখ ও শরীরের সুস্থতার চেষ্টা করি
 তবে এই উভয়ের নিমিত্তে শ্রম করা অত্যাৱশক হয়
 ভালসাদারা শরীর ও মন উভয়ই দুর্বল হয়, তাহ
 কেবল নয়, শরীরেতে নানা রোগ ও মনেতে নানা অম
 ঙ্গলজনক মল জন্মে। তাহাতে মনের তাবৎ প্রভাব ক্ষীণ
 হইয়া লুপ্তপ্রায় হইলে, যে মনুষ্য পূর্বে স্বাভাবিক শক্তি
 দ্বারা অতি তেজীয়ান ছিল, সে সাধারণ লোকের তুল
 হয়। কেননা মনুষ্য কেবল মনের স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা
 বিশেষ ২ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা নয়, কিন্তু অধিক পরি
 শ্রমদ্বারা অন্যহইতে ঐ শক্তির বৃদ্ধি করিলে প্রাপ্ত হইতে
 পারে। আমাদের মনেতে স্বাভাবিক শক্তিরূপ বীজ থাকি
 যাও যদি অকুরিত না হয় তবে লাভ কি? শক্তিবীজেতে
 লাভ হয় না, কিন্তু যদি সেই বীজ শাখাপল্লবিত হইয়া
 ফলপুষ্পবান হয়, তবে লাভ বটে। সহস্র ২ লোক আ
 লস্য করিয়া অৱশেষে কালযাপন করিতেছে, তাহারা
 যদি আলস্যদ্বারা সেই স্বাভাবিক মহাশক্তিকে বন্ধা না
 করিত, তবে মহাশেষে কালযাপন করিত।

২১। ঈশ্বরের কৰ্ম।

আমরা পরমেশ্বরের বিবিধ সৃষ্টবস্তুতে বেষ্টিত আছি। আমাদের জ্ঞানচক্ষু প্রলম্ব হইলে যে কোন দিগে দৃষ্টি করি সেই দিগেই আমরা ঈশ্বরের স্বহস্তকৃত কৰ্ম দেখিতে পাই। অতএব নিশ্চিন্ত ও অবিরেচক সোকেয়া স্ব হৃতিহইতে নিবৃত্ত হইয়া জগদীশ্বরের কেমন আশ্চর্য্য দৃষ্টি তাহা স্থির মনে বিবেচনা করুক, এবং সেই বিবেচনাতে তাহাদের মনে কি মহাফল জন্মে তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখুক। ঈশ্বরের আরাধনার বিষয় থাকুক, তাঁহার এই সমস্ত সৃষ্টির বিষয় জ্ঞাত হওয়া এবং দৃষ্ট ও দৃষ্ট লোকহইতে পৃথক হইয়া তাঁহার আশ্চর্য্য সৃষ্টির নৌন্দর্য্য ও উত্তমতা বিবেচনা করা অতি মঙ্গলজনক ও সুখদায়ক কৰ্ম। আর সেই সুখ কোতুকাভিজন্য সুখের তুল্য নহে, কিন্তু যে নির্দাষ ও ধাক্কর ও অন্তঃকরণে শান্তিদায়ক হয়। বীণা বংশী প্রভৃতি শ্রাব্য বস্তুগুলির ধ্বনি অপেক্ষা পরমেশ্বরের নির্মিত সৃষ্টিরূপ যন্ত্রের ধ্বনি অতি সুশ্রাব্য বোধ হয়।

হাবয় ও ভলম যে বস্তু সকল তাহা দয়াময় কৃপানিধি সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টবস্তু নয়, যাহারা একত স্থির বোধ করে, তাহাদের মনে অতি উন্নত ও তাহাদের দৃষ্টি অতিবজ্র হয়। আমাদের চতুর্দিকস্থিত ঈশ্বরের সৃষ্টবস্তুতে তাঁহার কত প্রকার অনুগ্রহের চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে! তাঁহার সমুদয় সৃষ্টবস্তুর কেমন বিবিধ নৌন্দর্য্য ও অভরণ আছে!

সে সকল কেমন আশ্চর্যদর্শন ! এবং মনুষ্যের সুখোপ-
পত্তির কারণ কত প্রকার বস্তু নির্মিত আছে ! তাহার
ইন্দ্রিয়ের সুখ ও বুদ্ধির বৃদ্ধি ও কল্পনার বৃদ্ধি এবং
অন্তঃকরণের আনন্দ ও উল্লাসের নিমিত্তে কত প্রকার
বস্তু সৃষ্ট আছে ! এই জগতের ও বিশ্বের যে সৃষ্টি স্থিতি
তাহা সৃষ্টিকর্তার দাতৃত্বের এক চিরস্থায়ি প্রমাণ হয়।
তাহার দানশীলতা না থাকিলে কখনো এ পুকার সৃষ্টি
হইত না। পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ, তিনি নিজ সুখের
নিমিত্তে এই সকল সৃষ্টি করিলেন না। এই সৃষ্টিদ্বারা
তাহার সুখের বা ভেজের কিছু বৃদ্ধি হয় নাই, কিন্তু
তিনি নিজ দাতৃত্ব প্রকাশার্থে ও সেই দাতৃত্বদ্বারা সমূহ
লোকদিগকে আনন্দ প্রদানার্থে ইচ্ছা করিলেন। অতএব
যিনি আদিতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন, তা-
হার অনুগৃহেতে ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ অবধি বুদ্ধি ও জ্ঞান-
শালি মনুষ্য পর্যন্ত যত প্রাণী আছে, সকলেই সৃষ্ট হই-
য়াছে। যাহাতে প্রাণ আছে তাহাতেই সুখ আছে, ও
সেই সুখের নিমিত্তে বিবিধ বস্তু সৃষ্ট আছে ; অতএব
জগদীশ্বরের অনুগৃহেতে পৃথিবী ও আকাশ ও জল
নানাবিধ প্রাণিতে পরিপূর্ণ আছে।

পরমেশ্বরের এই আশ্চর্য দাতৃত্বশক্তি আমাদের অন্তঃ-
করণে প্রেম ও কৃতজ্ঞতা ও আরাধনা জন্মাউক। যিনি
সমস্ত জীবজন্তুদের মহাপিতা হইয়া আমাদের এই
সূর্য্যের দীপ্তি দেখিতে ও সন্সারের সমস্ত সুখ ভোগ
করিতে দিয়াছেন, তাহার উদ্দেশে আমাদের অন্তঃকরণ
নিত্য প্রশংসার গীত গান করুক।

২২। ইংলণ্ডীয় রাজ্যের কথা।

ইংলণ্ডদেশে ব্যবস্থা রচনা ও ব্যবস্থা প্রচালন এই দুই প্রকার কর্তৃত্বের ক্ষমতা নিরূপিত আছে। রাজা ও মহানভা ও সাধারণসভা, এই তিন লোকেতে প্রথম ক্ষমতা, অর্থাৎ ব্যবস্থা রচনের ক্ষমতা আছে; কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষমতা অর্থাৎ ব্যবস্থা প্রচালনের ক্ষমতা কেবল রাজাতে আছে। এই দ্বিতীয় ক্ষমতা কেবল এক নিরূপিত নিয়মানুসারে এক বংশেতেই আছে; কিন্তু যদি কোন প্রয়োজন হয়, তবে মহানভা ও সাধারণসভাদ্বারা এই ক্ষমতা অন্য বংশকে দত্ত হইতে পারে। ব্যবস্থানুসারে লোকদিগকে প্রতিপালন করা রাজার পরম ধর্ম; এই জন্যে বেকন সাহেব কহিয়াছেন, যদিপি রাজা ন্যায়ের আকরস্বরূপ ও সর্বব্যবস্থার প্রচালনের একাধিকারী, তথাপি এই ব্যবস্থার অন্যথা করিতে অধিকারী হন না; কিন্তু লোকদের ধনস্বরূপ সেই ব্যবস্থাদ্বারা লোকদিগকে পালন করিতে রাজার অধিকার আছে। রাজা কেবল ইচ্ছার ও ব্যবস্থার অধীন হন, তার কাহারো অধীন হন না। তাহাষে উক্ত আছে, কোর অন্যায়ে কর্তৃক করা রাজার অসম্মত, কারণ তিনি যে মন্ত্রিগণদ্বারা সকল কল সাধন করেন, তাহারাই সেই কর্ত্ত্বের দারী হন। আরো উক্ত আছে, রাজার মৃত্যু কখন হয় না, অর্থাৎ ব্যবস্থা প্রচালনের ক্ষমতা কখন লুপ্ত হয় না। রাজা ইংলণ্ডীয় ধর্মশাস্ত্রের মতামত অনুযায়ী, কিন্তু ধর্মের পরিবর্তন করিতে তাহার শক্তি নাই; এবং রাজা প্রধান সৈন্যসেনাপতি

হইলেও সাধারণসভার' অতিমত ব্যতিরেকে সৈন্য সং-
 গৃহ করিতে পারেন না, এবং ঐ সভার অনুমতি না পা-
 ইলে বৎসর ২ সৈন্য রাখিতে পারে না। আর মুদ্রা নিৰ্ম্মাণ
 করণে রাজার অধিকার আছে, কিন্তু তাহার মূল্যের পরি-
 বর্তন করণে তাহার অধিকার নাই। কেবল ভিন্নদেশীক-
 দের প্রতি রাজার সম্পূর্ণ ক্রমতা আছে; তিনি তাহাদের
 সমীপে দত্ত প্রেরণ ও তাহাদের সহিত মিত্রতা ও যুদ্ধ ও
 সন্ধি ইত্যাদি করিতে পারেন। আর রাজা ঐ দুই সভা বস-
 ইতে এবং তাহার বিচ্ছেদ ও স্থিতি ও ভঙ্গের কাল নিৰূপণ
 করিতে পারেন, কিন্তু সাত বৎসরের মধ্যে সভা একত্র
 করিতে হয়, সাত বৎসর অতীত করিতে পারেন না। এবং
 নিৰূপিত ব্যবস্থামতে ন্যায় প্রচালন করিতে তাহার শক্তি
 হয়, ইহা যে অনুগৃহ পূৰ্ব্বক করিবেন এমন নহে, ঐ কথাই
 তাহার অবশ্যক হয়। রাজা সমস্ত দয়ার উনুই স্বরূপ হন,
 ব্যবস্থামুসারে তাহাদের দোষ নিশ্চিত হয়, কেবল তিনি
 তাহাদের দোষ মার্জনাকরিতে পারেন। এবং সৰ্ব্ব প্রকার
 সম্মুখ ও নাম ও সম্মান পদ রাজার অধীনে থাকে।
 ইংলণ্ডীয় ধৰ্ম্মশুলীতে ও সৈন্যগণেতে ও জাহাজীয়
 সৈন্যগণেতে ও করগৃহণেতে ও অন্যান্য অধীন দেশেতে
 রাজা বাহাকে ইচ্ছা তাহাকে উচিত পদ দিতে পারেন।
 রাজা অতি ঐশ্বর্য্যাসিত রাজ্যের প্রধান শাসনকর্ত্তা হইয়া
 যেন সমস্ত লোকের মঙ্গল করেন এই নিমিত্তে তাহাকে
 রাজোপযুক্ত নানাবিধ তেজ ও মহিমা সমপিত হইয়াছে।

পার্লিয়ামেন্ট নামে সভাতেই ব্যবস্থা স্থাপনের ক্রমতা
 আছে। উক্ত সভার তিন অংশ, অর্থাৎ রাজা ও প্রভুগণ

ও সাধারণ মহাশয়েরা। প্রভুগণের সভাতে দুই জন প্রধান কর্মধ্যক্ষ ও চতুর্বিংশতি জন ধর্ম্যাধ্যক্ষ এবং যাহারা অধিকার বা অনগ্রহ বা মনোনীত হওনকারী সভার উপযুক্ত অংশী আছেন, এমনত সাংসারিক প্রভুগণ থাকেন। এবং সাধারণ মহাশয়দের সভাতে ৬৫৮ জন থাকেন। রাজধানীর অধীন পুতৌক পুদেশস্থ ও নগরস্থ লোকেরা এই সকল লোককে মনোনীত করিয়া সভাতে প্রেরণ করে। ইংলণ্ড দেশীয় লোকেরা ৫০০ জনকে, ও আইর্লণ্ড দেশীয়েরা ১০৫ জনকে, ও স্কটলণ্ড দেশীয়েরা ৫৩ জনকে প্রেরণ করে। তাহারা যদ্যপি বিশেষ ২ নগরস্থইতে মনোনীত হয়, তথাপি সমস্ত দেশের মঙ্গলার্থে মন্ত্রণা করিতে তাহাদিগকে শক্তি দত্ত হয়। তাহারা রাজ্যশাসনের যে কোন দোষ দূর করিতে, ও একের বা অনেকের প্রতি অন্যায় গণ্ডন করিতে, ও অন্যায় ব্যবহৃত তত্ত্বাবধারণ করিতে, এবং জিজ্ঞাসা ও প্রতিকরণ দ্বারা সঙ্গত ন্যায় স্থাপন করিতে, ও ব্যবস্থা রক্ষা করণে সহকারী হইতে পারে, সংক্ষেপে বলি, সর্বসাধারণের সর্বপ্রকারে লক্ষ্যহিত চেষ্টা করণই তাহাদের নিরূপিত কর্ম হয়। রাজ্যের মধ্যে এই সভা যেমন প্রয়োজনীয় তদ্রূপ তাহার শক্তি ও অধিকারও প্রয়োজনীয় হয়। এই দ্বিতীয় সভাতে যুদ্ধের উপায়ের প্রতি ক্ষমতা আছে, তাহার হস্তে লোকদের অর্থ থাকে, এবং রাজকর প্রভৃতি রাজার অর্থলাভ তাহার দ্বারা নিরূপিত হয়, কেননা প্রতিনিধিরাখিবার ক্ষমতা তাহাদের হয় না, তাহাদের করপ্রদান করা প্রয়োজন নাই, এই

এক নিয়ম আছে, এবং লোকেরা কেবল তাপনাদেব মনোনিবেশ জনদারা রাজ্যের নিরূপণ করে। এবং রাজ্যের ব্যয়ের কারণ ধন দিতে বা না দিতে এই দ্বিতীয় সভার অধিকার হয়, সুতরাং এই অধিকার দ্বারা তাহাদের যথেষ্ট সম্মত ও কার্যসিদ্ধির ক্ষমতা থাকে। আর এই উভয় সভার কোন এক সভাসদদারা নূতন ব্যবস্থা রচিত হইতে পারে, কিন্তু ঐ উভয় সভা এবং রাজা এই তিন অংশ সম্মত না হইলে প্রজাদের জন্যে কোন ব্যবস্থা স্থাপিত হইতে পারে না; ঐ তিনের মধ্যে এক অংশ বিরোধী থাকিলে যেমন কোন নূতন ব্যবস্থা স্থাপিত হইতে পারে না, তদ্রূপ ঐ তিন সম্মত না হইলে পুঙ্খ-স্থাপিত কোন ব্যবস্থা লুপ্ত হইতে পারে না।

ব্রাহ্মসন সাহেব এই কথা কহিয়াছেন, ইংলণ্ড দেশের রাজ্যে তিন প্রকার অধ্যক্ষের একবাক্যতা না হইলে কোন কৰ্ম্ম স্থির হইতে পারে না, ইহাতে ঐ কর্তৃত্বপদের মহত্ত্ব আছে। এবং ব্যবস্থাদ্বারা নিরূপিত যে রাজ্যের পরাক্রম তাহার ন্যূনতা করিতে দ্বিতীয় সভা রাজ্যের সম্মতি ব্যতিরেকে পারে না। এবং প্রথম সভা দ্বিতীয় সভার কথা যেমন অগ্রাহ্য করিতে পারে, তাদৃশ দ্বিতীয় সভাও প্রথম সভার কথা অগ্রাহ্য করিতে পারে; এবং রাজা ঐ উভয়ের কথা অগ্রাহ্য করিতে পারেন; তাহাদের যাবৎ ঐ তিন অটনৈক্য থাকে, তাবৎ কোন বাক্য স্থির হইতে পারে না। আর রাজ্যের পরীক্ষা করণ ও তাহাকে দোষী করণ ও মঙ্গল দেওন এতদ্বিধে ঐ দুই সভার অধিকার নাই, কিন্তু দুই রাজমন্ত্রীর প্রতি ঐ সম্মত করিতে তাহাদের অধিকার

আছে ; তাহাতে রাষ্ট্রের উপরেও তাহাদেব কিঞ্চিৎ
কমতা থাকে, আর তাহারা সাধারণ লোকদের মঙ্গল
মঙ্গল করাইতে পারে।

লোকেরা যে মঙ্গলেতে লক্ষ্য করিয়া আপন পৈতৃক ধন
বলে এমন যে মহামঙ্গল, এবং ভূপালের দ্বয়ে মহিমা
এই উভয় এক ব্যবস্থাদ্বারা পালিত হইতোহু। ঐ মঙ্গল
প্রথম আয়রক্ষা; দ্বিতীয়-দেচ্ছাধীনতা; তৃতীয় ধনরক্ষা;
এই তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। প্রথমে ধনি লোকেরা
খয়গহস্থ হইয়া যোহন নামক নৃপতিহইতে এক ব্যবস্থা-
পত্রে এই তিন মঙ্গল পাইল; অপর তৃতীয় হেনরি
নামক রাজার কর্তৃত্ব সময়ে তাহা আরো স্থিরীকৃত
হইল। পরে অন্য ২ ব্যবস্থাদ্বারা আরো দৃঢ়ীকৃত হইল;
বহুদিনের পর হেব্রিসকপস্ ব্যবস্থাদ্বারা তাহা এক-
বারে অটল হইল; অবশেষে এই বস্তুমান রাজবংশের
কারণ যে ব্যবস্থা স্থাপিত হইল তাহাদ্বারাও দৃঢ়তর
হইল। এমন পরম মঙ্গলপালিকা মহাব্যবস্থাতে এই
কথা লিখিত আছে, কেবল ব্যবস্থানুসারে কিম্বা তুল্য
লোকের বিচারে কোন কাহাকে ধরা কিম্বা কারাবদ্ধ
করা যাইতে পারে; এবং ব্যবস্থানুসারে দোষপ্রকাশ-
নের উপায়ার্ণে তাহার দোষ তাহাকে না জানাইলে
কাহাকে ধরা কিম্বা কারাগারে বদ্ধ করা যাইবে না।

২৩। দোষের বিবরণ।

যদিও তাহা অন্যাপি নির্ণীত হয় নাই, তথাপি
তৎকালীন বহুদৈবীতে সুস্বভাব অর্থাৎ কিরণ নির্ণীত হয় ইহা

বোধ হয়। কিন্তু তাহার স্বভাব জ্ঞাত হইতে না পারিলেও তাহার কিঞ্চিৎ ২ গুণ জানি।

প্রথম কথা। ঐ কিরণ অকুটিল রেখার ন্যায় সরলরূপে গমন করে। ধূলী বা ধুমুময় অন্ধকার গৃহে কোন ছিদ্র দিয়া দীপ্তি প্রবেশ করাইলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং কুটিল নলদ্বারা বস্তু দৃষ্ট হয় না, ইহা দ্বারা ও নানা ছায়াদ্বারা আরো অধিক প্রমাণ লাভ হয়। কোন দ্রব্য যে ২ পরমাণুদ্বারা নিম্নিত হয় সেই ২ পরমাণুর মধ্যে যে ক্ষুদ্র ২ শূন্যস্থান, তাহা যদি অকুটিল রেখার ন্যায় স্থাপিত হয়, তবে কিরণ প্রবেশের পথ থাকাতো ঐ বস্তু দৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু যদি কুটিল রেখার ন্যায় স্থাপিত হয়, তবে যেমন কুটিল মলেতে তদ্রূপ কিরণ প্রবেশের পথ থাকে না, তাহাতে সে বস্তু অন্ধকারময় হয়, পাণ্ডিতেরা ইহা অনুমান করেন।

দ্বিতীয় কথা। যে বস্তু হইতে কিরণ নির্গত হয়, তাহার দূরত্বের চতুর্গুণ সংখ্যানুসারে ক্রমে কিরণের বল হ্রাস হয়। দেখ, যদি প্রদীপ হইতে এক ব্যক্তি এক হস্ত দূরে ও অন্য ব্যক্তি দুই হস্ত দূরে থাকে, তবে শেষ জন প্রথম জন অপেক্ষা চতুর্গুণ ন্যূনদীপ্তি পাইবে, এবং যদি অন্য কেহ তিন হস্ত দূরে থাকে, তবে সে নবগুণ ন্যূনদীপ্তি পাইবে, ও যদি কেহ চতুর্হস্ত দূরে থাকে, তবে সে সোলগুণ ন্যূনদীপ্তি পাইবে ইত্যাদি।

তৃতীয় কথা। যে সমস্ত বস্তু স্বাভাবিক দীপ্তিময় নহে, তাহার। কোন দীপ্তিময় বস্তু হইতে নির্গত কিরণ গ্রহণ করিয়া পরাবৃত্ত করিলে দৃশ্য হয়। দেখ রাত্রিতে কেজের

মধ্যে প্রস্থানিত অগ্নির চতুর্দিকে যে সমস্ত লোক বসিয়া থাকে, তাহার অনেক দূরইহঁতে দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অন্য লোকেহঁা নিকটে আসিত না হইলে তাহাদের দৃষ্ট হয় না। এবং কোন জন যদি একটা গহ্বরে দৃষ্টি করে, তবে তাহার মধ্যে দীপ্তি না থাকাতো তাহার অন্তর অধিক দূর দেখিতে পায় না, কিন্তু গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তাহার মুখের দিগে কিরিলে তথাকার সমস্ত বস্তু দেখিতে পায়। এই প্রকারে চন্দ্র ও গ্রহগণ সূর্য্যহইতে নির্গত দীপ্তিদ্বারা দৃষ্ট হয়, কিন্তু যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যগত হয় তখন দৃষ্ট হয় না।

চতুর্থ কথা। সূর্য্যের কিরণ স্বাভাবিক শুক্লবর্ণ, কিন্তু যদি সেই কিরণ অন্য বস্তুতে বর্ত্তিয়া তাহাইহঁতে নির্গত হয়, তবে সেই বস্তুর বর্ণানুসারে বর্ণপ্রাপ্ত হয়। তাহার প্রমাণ এই চিন্তাদ্বারা স্ফুটবোধ হয়। তুমি এক সিন্দুক লইয়া তাহার ভিতরে একদিগে শুক্লবর্ণ তাম ও তাহার সম্মুখস্থ অন্যদিগে সপত্র ও সপুষ্প এক গোলাববৃক্ষ রাখিয়া সিন্দুকের চতুর্দিগ বন্ধ কর; পরে যে দিগে বৃক্ষ আছে সেই দিগে দীপ্তির কারণ এক ছিদ্র কর, এবং তাহার ভিতর বসিয়া তাহার পাশে আর এক ছিদ্র কর, তাহাতে ঐ গোলাববৃক্ষের রক্তবর্ণ পুঙ্খহইতে নির্গত যে কিরণ তাহা তালের উপরে রক্তবর্ণ দেখিবা, এবং হরিত পত্রহইতে নির্গত যে কিরণ তাহা হরিত দেখিবা। এবং ঐ কিরণ দ্বারা ঐ বৃক্ষের প্রতিবিম্ব বিপরীত অর্থাৎ অধোভাগ উর্ধ্বে ও উর্ধ্বভাগ অধোভাগে দেখিতে পাইবা। তাহা অতি

করণার্থে ঐ ছিদ্র প্রশস্ত কর, তবে প্রতিবিশ্বের বর্ণের কিছু ন্যূনতা হইবে, এবং যদি ঐ ছিদ্র আরো অধিক প্রশস্ত কর, অর্থাৎ যদি তাহার অকণ কিরণ ও হরিত কিরণ ভাস্করের উপরে পতিত হইয়া একত্র হয়, তবে তাস প্রথমে যেমন ছিল তদ্রূপ শুদ্ধবর্ণ হইবে।

পঞ্চম কথা। দীপ্তির অতি শীঘ্রগতি। যদি কেহ কোন মনুষ্য হইতে চল্লিশ ক্রোশ দূরে থাকিয়া পুদীপ জ্বালে, তবে তাহার কিরণ তাহার কাছে এমন সূক্ষ্ম ক্ষণের মধ্যে উপস্থিত হইবে যে ঐ ক্ষণের নাম হয় নাই। বৃহন্নতি গৃহের যে চন্দ্রগণ, তাহার গৃহের দ্বারা জ্যোতিবেকারা সূর্য্য হইতে কিরণ নাড়ে মর্ত্যের। পলে পৃথিবীতে উপস্থিত হয়, এই কথা নিশ্চয় করিয়াছেন। এইরূপে দীপ্তি এক বিপলের স্তম্ভ অংশে উত্তর কেন্দ্র হইতে দক্ষিণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ এক বিপলে প্রায় চল্লিশ সহস্র ক্রোশ গমন করে। এমন গতি আমাদের বোধের অগম্য হয়। ইহাতে অনুমান হয় দীপ্তির পরমাণু অতি সূক্ষ্ম, কেননা সে এমন বেগে গমন করিলেও তাবৎ ইন্দ্রিয়াপেক্ষা অতি কোমল যে চক্ষু তাহাতে আঘাত করিয়া কিছু পীড়া দেয় না। খমসন সাহেব এই কথা কহিয়াছেন, এক বালুকার সহস্রাংশের একাংশ যদি এমন বেগে গমন করে, তবে বন্দুক হইতে নির্গত এক গুলির তুল্য হয়; এবং যদি লক্ষাংশের একাংশ হয়, তাহাতেও আমাদের প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে, এবং যদি কোটি অংশ হয়, তথাপি আমাদের ক্লেশজনক হয়। অতএব যে পরমাণু আমাদের কোমল চক্ষুতে আঘাত করিলেও কিছু ক্লেশ-

জনক হয় না, সে কষ্ট অংশে ক্ষুদ্র তাহ। কে বলিতে পারে।

২৪। পরাবৃত্ত কিরণের কথা।

যখন দীপ্তি দপনের বা কোন পরিষ্কৃত ধাতুর উপরে প্রতিফলিত হয়, তৎকালে ঐ কিরণ তাহাইহতে পরাবৃত্ত হয়, ইহা সকল লোকই জ্ঞাত আছেন; দর্পণ ও পরিষ্কৃত ধাতুহইতে তাহা কেবল নয়, প্রায় সমস্ত পরিষ্কৃত বস্তুহইতেই ন্যূনাধিক পরাবৃত্ত হয়। এই পরাবৃত্ত কিরণের গতির রীতি এই, কিরণ পতনের যেমন কোণ, তাহার পরাবৃত্ত হওনেরও তেমন কোণ হয়। যদি আমি দপনের সম্মুখে দাঁড়াই তবে আমার প্রতিবিম্ব সরলরূপে আমার প্রতি পরাবৃত্ত হয়, নতুবা তাহার এক পাশ্বে দাঁড়াইলে আপন প্রতিবিম্ব আপনি দেখিতে পাই না, কিন্তু যে জন তাহার অন্য পাশ্বে থাকে সে তাহা দেখিতে পায়; এবং আমিও তাহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। তাহার পরিমাণ এই, আমি দপনের এক পাশ্বে বস্তু দূরে প্রদীপ রাখি, তাহার প্রতিবিম্ব দর্শনার্থে দপনের অন্য পাশ্বে তত দূরে বাইরেত হয়।

২৫। বক্রগামি কিরণের কথা।

কিরণ স্বাভাবিক সরল রেখাবৎ গমন করে, কিন্তু অন্য বস্তুর ন্যায় আকর্ষণ পাইলে স্বীয় পথহইতে বিপক্ষে গমন করে, এই গমনকে বক্রগামিত্ব বলা যায়। যে সময়ে কিরণ

এক বস্তুহইতে ঘনত্বতে তাহার অসমান অন্য কোন বস্তুতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ বায়ুহইতে জলে বা কাচে এবং জলহইতে কাচে বা বায়ুতে প্রবেশ করে, তৎকালে বক্রগামী হয়, নতুবা বক্রগামী হয় না। অঙ্কবিদ্যাতে উক্তম নৈপুণ্য না থাকিলে কেহ এই বক্রগমনের রীতি স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারে না; কিন্তু এক নামান্না দৃষ্টান্তদ্বারা আমরা অল্প বুদ্ধিতে পারি। কিরণের বক্রগমন প্রযুক্ত জলের মধ্যে যক্ষির অগুণ্ণাংশ বক্র দৃষ্ট হয়, কেননা তৎকালে কিরণ বায়ুহইতে ঘনত্বের জলেতে প্রবেশ করে। আর ও প্রমাণ দেখ, তুমি একটা বাটীর মধ্যে টাকা রাখিয়া ঐ টাকার এক পার্শ্বমাত্র দৃষ্ট হয়, এমন স্থানে দাঁড়াও, পরে ঐ বাটীর মধ্যে জল ঢাল, তাহাতে তুমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ঐ টাকা সম্পূর্ণরূপ দেখিতে পাইবা। কারণ যখন বাটী নির্জল ছিল, তৎকালে কিরণ টাকাহইতে সরলরূপে গমন করিল, কিন্তু জল দিলে পর কিরণ জলহইতে বায়ুতে প্রবেশ করিয়া বক্রগমনেতে নয়নে উপস্থিত হইল। আর ও দেখ, কিরণের বক্রগামিত্ব প্রযুক্ত আমরা সন্ধ্যাকালে ও অরুণোদয় সময়ে দীপ্তিপ্রাপ্ত হই, কেননা তৎকালে সূর্যের কিরণ ভূমির নিকটস্থ ঘনবায়ুতে প্রবেশ করিয়া বক্রগমনেতে আমাদের নিকটে উপস্থিত হয়। আর বায়ুর ঘনত্বানুসারে কখন ২ কিরণের নানাপ্রকার বক্রগতি হয়। কোন ২ সময়ে অন্য সময়াপেক্ষা অতিদূরস্থ জাহাজ ও ভূমি দৃষ্ট হয় তাহা জাহাজীয় লোকেরা জ্ঞাত আছে। শেখলও উপদ্বীপের অগুণ্ণাংশ সঘর্গ নামক পর্বত অকনী উপদ্বীপের উত্তর রোনলুশয় স্থানহইতে নির্মাল দিনেও দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু কোন ২ সময়ে হঠাৎ দৃষ্ট হয়, তাহাতে দৃষ্টি হইবে ইহা লোকেরা জ্ঞাত হয়; বায়ুর আদু হওন প্রযুক্ত তাহা দৃষ্ট হয়। এই প্রকারে ক্রিটনের বক্রগামিত্ব প্রযুক্ত দশন-কাচ ও দশনযন্ত্রাদি অতিকলদায়ক হয়। দশনকাচ অতি-নির্মাল এবং তাহার আকারানুসারে নাম হয়, ত্রিকোণ-কাচ ও দুই পার্শ্বনিম্ন কাচ ও কূর্মগাঠীকার কাচ। আর ন্যূন ও নিম্ন দুই প্রকার সাধারণ কাচ আছে। যে ২ কাচ বহু লোকের চন্দ্রর সজ্জাধিক্যের নিমিত্তে বা প্রজ্বালনের কারণ হয় সে সকল ন্যূন; এবং যে কাচ অদূরদর্শিদেয় কারণ হয় সে সকল নিম্নমধ্য হয়। ন্যূনকাচের মধ্যে বিন্দুমাত্র স্থানে সমুদয় ক্রিটন একত্র হয়। এমন কাচদ্বারা কাগজ বা শুষ্কতাদি প্রজ্বলিত হইতে পারে, কূর্মবর্ণ বস্তু সহজে প্রজ্বলিত হয়, কিন্তু শুক্লবর্ণ বস্তু কিছু দিলম্বে জ্বলে; কেননা শুক্লবর্ণ বস্তু হইতে অনেক ক্রিটন পরাবৃত্ত হয়।

! জ্বলনের নিমিত্তে সমাপেক্ষা হইবে এইরূপ যে কাচ দিলম্বে ছিল তাহা গাফাটনি সাহেবের দ্বারা তথ্য হই-তে চীন রাজার নিকটে প্রেরিত হইল। এবং এক পর্য্যটন-কারী উত্তরকেন্দ্রের দিগে পর্য্যটন করিতে গিয়া হিম্মতীর এক ষ্টেশনের ন্যূন আকার করিলে তাহা দ্বারা কাচ প্রজ্ব-লিত হইল, তাহাতে জাহাজীয় লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। এবং পুতর্ক নামক এক জন সমাচার দিরাছেন রোমদেশীয় যোগিনীদের স্থাপিত অগ্নি যদি কোন প্র-কারে নিষ্ফল হয় তবে তাহার সামান্য অগ্নি মালইরা সূর্য হইতে কাচদ্বারা অগ্নি গ্রহণ করে।

২৬। বর্ণের বিবরণ।

দীপ্তি অমিশ্রিত বস্তু, অনেক দিন পর্যা৷ সকলের এমন বোধ ছিল, কিন্তু ন্যূতন নামক সাহেব দীপ্তিকে মিশ্রিত বস্তু নিশ্চয় করিয়াছেন। তিনি এক ত্রিকোণ কাচে কিরণ প্রবেশ করাইলে সেই কিরণ বক্রগমন করিয়া রক্ত ও নারঙ্গ ও পীত ও হরিত ও আকাশবর্ণ ও নীল ও ধূমু এই সপ্ত প্রকার বর্ণে বিভক্ত হইল।

[এই সপ্ত বর্ণ সংখ্যানুসারে মিশ্রিত হইলে শুক্লবর্ণ হয়, ইহা এই উদাহরণদ্বারা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, তুমি এক লাটিম বা বস্তুলকাষ্ঠ লইয়া তাহার উপরভাগ ৩৬০ তিন শত বাইট অংশে বিভাগ করিয়া তাহার মধ্যে ৪৫ পঁয়তাল্লিশ অংশ রক্তবর্ণ কর ও ৩৭ সাঁইত্রিশ অংশ নারঙ্গ ও ৪৮ আটচল্লিশ অংশ পীত ও ৫০ পঞ্চাশ অংশ হরিত ও ৬০ বাইট অংশ আকাশবর্ণ ও ৪০ চল্লিশ অংশ নীল ও ৮০ আশী অংশ ধূমুবর্ণ কর; পরে ঐ লাটিম বেগে ঘুরাও, তাহাতে যদি বর্ণ সকল পরিষ্কৃত হয়, তবে লাটিমের উপরভাগ সকলি শুক্লবর্ণময় দৃষ্ট হইবে।]

ধূমুবর্ণ কিরণের সর্ষাপেক্ষা অনেক বক্রগামিত্ব আছে, কিন্তু রক্তবর্ণের সর্ষাপেক্ষা অল্প আছে। ন্যূতন সাহেবের মতানুসারে এই সপ্ত প্রকার কিরণের মধ্যে কোন ২ কিরণ অন্তর্হিত করিয়া অবশিষ্ট কিরণের পরিবর্তন করিতে সকল বস্তুরই শক্তি আছে, তাহাতে যে ২ কিরণের পরিবর্তন হয়, সেই ২ কিরণানুসারে বিশেষ বস্তুর বিশেষ বর্ণ বোধ হয়। দেখ, অঙ্ককারে বস্তুর কোন বর্ণ দৃষ্ট হয়

না; কিন্তু যে বস্তু এই সপ্ত প্রকার কিরণের পরিবর্তন করে সে বস্তু বর্ণ হয়; কিন্তু যে কোন বস্তুতে এই সপ্ত বর্ণ নীল হয় সে বস্তু কখনো হয় না। এবং তেজ ও তাপ সর্বদা একত্র থাকে, এই জন্যে প্রায় সকালে পোতবর্ণ বস্ত্র শীতল হয় ও কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র উষ্ণ হয়। আব রাজ্যে পশ্চিমধ্যে চক্ৰবর্তনপরিহিত ব্যক্তি দূরহইতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু কৃষ্ণ-বস্ত্রপরিহিত লোক তাদৃক দৃষ্ট হয় না। আরো দেখ, বায়বণ রাজ্যে গগনা করিতে যাউতে হইলে লক্ষ্য করণার্থে বন্ধুকের উপরে চূর্ণ লেপন করে। এবং ইতলি-জাদেশে গৃহ সকল শীতল করিবার জন্যে চূর্ণেতে লেপন করে। এবং এই প্রকার লেপিত গৃহের ভিত্তিতে ফল সকল যেমন শীঘ্র পক্ব হয় অন্য ভিত্তিতে তাদৃক হয় না।

২২. সৌর্যের সপ্ত বর্ণ মেঘধনুতে অতি আশ্চর্যরূপ প্রকাশিত হয়। সূর্যের জল ও নুনের তেজ এই উভয় বোণা না থাকেনো মেঘধনু হয় না। সূর্যের কিরণ বিদ্যুৎ-সদৃশ ভাবে জলের মধ্যে প্রবেশ করিতে বজ্রগামী হয়। এই রূপে বিদ্যুৎ পশ্চাৎভাগে লাগিয়া পরিবৃত্ত হইয়া বিদ্যুৎ সম্মুখভাগে উপস্থিত হয়। তথায় বায়ুতে প্রবেশ করণ কর্তৃক বজ্রগামী হইয়া পৃথিবীর দিগে গমন করে, এই প্রকারে সূর্যের কিরণ এক বার পরাবৃত্ত ও দুই বার প্রত্যহ্ন হইয়া মনুষ্যদের নয়নে উপস্থিত হয়। যদি মনুষ্যের লাল সূর্যের দিগে ও মধ্য মেঘধনুর প্রতি থাকে, তবে উভয়মুখে তাহা দেখিতে পার। এই রূপে সূর্যের কিরণ জল বিদ্যুৎসদৃশ নির্গত হইলে পর যে কিরণ অতি বর্জ্য গমন করে সে বর্জ্য গমন করে, ও সে কিরণ জাহ্নক

বক্রগামী হয় না সে অন্য পথে গমন করে, তাহাতে ভিন্ন ২ নানা বর্ণ দৃষ্ট হয়। প্রথম বিন্দুহইতে রক্তবর্ণ কিরণ নয়নে উপস্থিত হয়, তাহার নীচস্থ বিন্দুহইতে নারাজ কিরণ, ও তাহার নীচস্থ বিন্দুহইতে পীতবর্ণ কিরণ, এই রূপে ক্রমেতে আকাশবর্ণ ও নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ কিরণ নয়নে উপস্থিত হয়; তাহাতে মেনের যে ২ স্থানহইতে ঐ সপ্ত বর্ণ কিরণ সকল এক দর্শকের চক্ষুতে লাগিতে পারে, সেই ২ স্থানেতে এক ২ দর্শক এক ২ সপ্তবর্ণ মেঘ-ধনু দেখিতে পায়।

২৭। তাপের কথা।

কোন বস্তুতে তাপ প্রবেশ করিলে তদ্বারা ঐ বস্তুর বিস্তারতাবৃদ্ধি ও দুবদ্ধ ও বাস্প এই তিন প্রকার তাপের বিশেষ ফল উপস্থিত হয়। কিন্তু কোন বস্তুহইতে, যদি তাপ নির্গত হয়, তবে তদ্বারা ঐ বস্তুর সঙ্কোচতা ও কঠিনতা ও বাস্পের স্থূলতা এই তিন প্রকার বিপরীত ফল উপস্থিত হয়।

প্রথম, বিস্তারতার বৃদ্ধির কথা। তাপের শক্তি আকর্ষণের শক্তির বিপরীত হয়; আকর্ষণশক্তি দ্বারা পরমাণু সকল একত্রীকৃত হয়, কিন্তু তাপের শক্তি দ্বারা সে সমস্ত বিত্তীকৃত হয়, এই দুই প্রকার শক্তি দ্বারা সকল দ্রব্যের ঘনতার হ্রাসবৃদ্ধি জন্মে। সুবর্ণ অবধি মণ্ড পর্য্যন্ত দৃঢ়-বস্তুর নানাবিধ দৃঢ়তা আছে, এবং গলিত কাচ কিম্বা গলিত ধাতু অবধি জলাদি পর্য্যন্ত দুবদ্রব্যের মধ্যে নানা-

বিধ দ্রবন্ত আছে, এবং বায়ু বিশেষেরও বিশেষ ঘনতা আছে; তাহা কেবল নয়, যে কোন বস্তু হউক, তাহাতেই বিশেষ সময়ে বিশেষ ঘনতা ও বিস্তারতা জন্মিতে পারে। দেখা, যে লৌহ উত্তপ্ত হওনের পূর্বে কোন অকুরীয়ক মধ্যে প্রবেশ কবে, তাহাকে উত্তপ্ত করিয়া অগ্নিময় করিলে পর সে তাহার মধ্যে আর ঘাইবে না। এইরূপ বিবিধ বস্তুতে বিবিধ বিস্তারতা জন্মিতে পারে। শাত্তিতে ও অন্যান্য কঠিন দ্রব্যোতে, বিশেষতঃ দ্রবনস্ততে, এইরূপ হইতে পারে।

দ্রববস্তুর অনায়াসে বিস্তারিত হয়, এই কারণ গ্রীষ্ম-পরিমাপক শিশির মধ্যে পারদ বা অন্য কোন দ্রববস্তু স্থাপিত হয়। এই শিশির গঠনের বিবরণ। শিশির অধো-ভাগ অল্পশূন্য ক্ষুদ্র বর্জুলের ন্যায়, উর্দ্ধভাগ সুক্ষ্ম দীর্ঘ নলের ন্যায়, এই শিশিমধ্যে পারদ স্থাপিত হয়, এবং তাহার পাশ্বে শীত ও গ্রীষ্ম পরিমাণ করণের অঙ্ক, অর্থাৎ শীতের যে পরিমাণে জল জন্মিয়া দ্রুত হয় তদবধি, তার গ্রীষ্মের যে পরিমাণে জল ফুটে এই পর্য্যন্ত, সকল অঙ্ক লিখিত আছে: তাহাতে শীত গ্রীষ্মের পরিমাণ উত্তম-রূপে বোধ হয়। ঐ পারদ যদি প্রথম অঙ্কে উঠে, তবে জল দ্রুত হওনের উপযুক্ত শীত হইয়াছে। এমত বোধ হয়; এবং যদি শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত উঠে, তবে জল ফুটনের উপযুক্ত গ্রীষ্ম হইয়াছে এমত বোধ হয়। কিন্তু সকল শিশির একরূপ অঙ্ক নহে, ইংরাজ লোক কারেনহাফ সাহেবের মত, গুাহা করে, তাহাতে দুই শত বারো অঙ্ক আছে; তাহার ঐ অঙ্কে পারদ উঠিলে জল জন্মিয়াছে

এমত বোধ হয়। আর ফ্রান্সীয় লোক রিয়োর সাহেবের মত মনোনিত করে; তাহাতে শূন্য অঙ্কে পারদ উঠিলে জল কমে, ও আশী অঙ্কে উঠিলে জল ফুটে।

দৃঢ়বস্তু অপেক্ষা দুর্ববস্তু সহজে বিস্তারিত হয়, ও দুর্ববস্তু অপেক্ষা বায়ুবস্তু সহজে বিস্তারিত হয়। এই বায়ুর বিস্তারতার বিষয়ে মনোযোগের যোগ্য এক কথা আছে। দৃঢ় ও দুর্ববস্তুতে যেমন বিশেষ ২ ঘনতা থাকে, তদ্রূপ বায়ুবস্তু সকলেতে যদ্যপি আরও বিশেষ ২ ঘনতা থাকে, তথাপি তাপদ্বারা এক বায়ুবস্তুর বিস্তারতার বৃদ্ধি যে পরিমাণে হয়, সেই পরিমাণেই তাপদ্বারা অন্য সকল বায়ুবস্তুর ও বিস্তারতার বৃদ্ধি জন্মে। এই বিস্তারতার বৃদ্ধির একভাব অতি আশ্চর্য্য, কিন্তু তাহার কারণ সহজে বোধ হয়; অন্য ২ বস্তুর বিস্তারতা আকর্ষণ দ্বারা জন্মে, বায়ুর পরমাণুতে আকর্ষণশক্তি নাই, বরং তাহার পৃথক থাক-
নের শক্তি আছে; অতএব এক পরিমাণ তাপে তাহার এক পরিমাণ বিস্তারতার বৃদ্ধি জন্মে।

দ্বিতীয়, দুর্ব ইওনের কথা। দুর্ব্য দৃঢ় ও দুর্ব ও বায়ু-
বৎ এই তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। আকর্ষণ ও তাপের পরিমাণানুসারে এই তিন প্রকার হয়। সকল বস্তুর মধ্যে তাপের হ্রাস ও বৃদ্ধি করা যায়, ও তদ্বারা সর্ব বস্তুর আকারের বিকার হইতে পারে, এবং সখট তাপদ্বারা প্রত্যেক দৃঢ়দুর্ব্য দুর্ব ইহিতে পারে, ও প্রত্যেক দুর্বদুর্ব্য বায়ুবৎ ইহিতে পারে, ইহা অনুভবদ্বারা নিশ্চিত হয়; অতএব আমরা তাহাকে দুর্ব্যের সাধারণ স্বভাব বলি। আর ইহার বিপরীতও সত্য বোধ হয়, অর্থাৎ বায়ুবৎ

দুব্য দুব হইতে পারে, ও দুব দুব্য দূত হইতে পারে।
তিন চারি দুব্য বাতিরকে অন্যান্য বায়ুবৎ দুব্য সকল
কখন ২ দুবীকৃত হইয়াছে, এবৎ আলকহল বিনা অন্য
সকল দুববস্ত্র দূতীকৃত হইয়াছে।

বরফের দুব হওন সময়ে অনেক তাপ লুপ্ত হয়, কিম্বা
গুণ্যমাপক যন্ত্রদ্বারা অপ্ৰকাশিত হয়, ব্লাক সাহেব
প্রথমে ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন, এবৎ এ কথা আমাদের
মমোযোগের বোধ্য। কেহ যদি এক পাত্রে বরফ লইয়া
প্রদোপের উপরে রাখে, তবে তাপদ্বারা গুণ্যপরিমাণবস্ত্রে
পারদ ক্রমে ২ বত্রিশ অঙ্ক পর্য্যন্ত উঠিলে সে গলিবে;
কিন্তু যাবৎ প্রমত্ত বরফ গলিত না হয়, তাবৎ পারদ
আর উঠিবে না। যদিপি সে দীপহইতে আরো অধিক
তাপ প্রাপ্ত হয়, তথাপি ঐ বত্রিশ অঙ্কেতে থাকিবে, ও
যাবৎ সকল গলিত না হয় তাবৎ সে স্থানে থাকিবে,
কেননা যে অধিক তাপ উৎপন্ন হয় তাহা লুপ্ত হয়।
ইহা বিস্ময়ে ব্লাক সাহেব, যে কথা কহিয়াছেন তাহা
পুঙ্খ তাপের বিধি কথিত হয়। তাপ কচিন দুব্যোতে যুক্ত
হইলে তদ্বারা সে দুব্য দুব হয়, এই কারণ গুণ্যমাপক
যন্ত্রদ্বারা ঐ তাপ প্রকাশিত হয় না, ব্লাক সাহেব এমত
অনুমান করিয়াছেন।

[দুব্যের গলিত হওন সময়ে যেমন অনেক তাপ লুপ্ত
হয়, তদ্রূপ দুববস্ত্র কচিনীকৃত হইলে তথাহইতে তাপ
নিগত হয়। ইহার এক প্রমাণ দেখ। যে সময়ে বায়ুতে
জ্বাপিত হইয়া গুণ্যমাপক যন্ত্রের পারদ শূন্য অঙ্ক পর্য্যন্ত
নায়ে, সেই সময়ে ঐ বায়ুস্থিত যে জল জমিতেছে, সেই

কলমধ্যে দ্বিতীয় গ্লীষ্মমাপক যন্ত্র স্থাপন করিতে
 উচিত ২ পারদ কেবল ৩২ অঙ্ক পারদ নামি তাহা
 তাহার মধ্যে অধিক শীতল হয়, তাহার মধ্যে বাকি
 আপন গ্লীষ্ম তাহা রাখা করিতে পারে, তবে তাপ মাত্রা
 জনহীনেন নির্ণয় হয়, তত শীঘ্র অবশ্য তাহার পরিবর্তন
 জন্য তাপ উপস্থিত হয়, এবং কেবল তাহের মধ্যস্থিত
 সেই তাপ উপস্থিত হইতে পারে, সুতরাং তাহার মধ্যে
 তাপ মাত্রা ছিল কেহা সম্প্রদায় হয়।

তৃতীয়, বায়ু হওনের কথা। বায়ু তাপদ্বারা উত্তীর্ণ হয়
 যদি প্রচুর তাপ প্রাপ্ত হয়, তবে দুর্বল কঠিন সকল
 বস্তুই বায়ুতে বায়ু হইয়া যায়, জ্ঞানি লোকেরা এমত
 অনুমান করেন। কিন্তু যেহেতু তাপদ্বারাও বায়ু বৎ হয় না
 অদ্যাবধি এমত কোন বস্তু আছে। এবং মনুষ্যের
 আশ্রয়ক নামে লবন প্রভৃতি কোন বস্তু না গলিয়
 একেবারে বায়ু বৎ হইয়া যায়, নতুবা প্রায় সকল দুর্বল
 অগ্নে দ্রব হয় পশাৎ বায়ু বৎ হয়। বায়ু হওনের দুই কথা
 বিবেচ্য হয়, ফুটন ও বায়ু হইয়া যাওয়া, প্রথমতঃ বায়ু
 এমত শীঘ্র ২ জন্মে যে কল আচ্ছাদিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয়-
 দ্বারা তাপ শাস্ত্র ও অপকর্ষিতরূপে উৎসিদ্ধ হয়।

ফুটনের কথা। গ্লীষ্মমাপক যন্ত্রের যে অংশে পারদ
 উঠিলে কোন দুর্বল দুর্বল ফুটে, তাহাকে সেই রূপের ফুট-
 নের অঙ্ক বলা যায়। নানাদি দুর্বল বস্তু, কৃত্রিম নানা
 পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়। যেহেতু যে নামে দুর্বল
 ২৬ অঙ্কে ফুটে, ও আশ্রয়ক ১৭২ অঙ্কে ফুটে, ও
 পরিষ্কার জল ২১২ অঙ্কে ফুটে, ও বাষ্পের জল ৩১৬

অঙ্কে ফুটে, ও পারদ ৬৬৪ অঙ্কে ফুটে। আর প্রত্যেক
দ্রব্য বিশেষ ঘটনাদ্বারা বিশেষ অঙ্কে ফুটে। যাহা পাত্র
বিশেষ হয় তবে বিশেষ অঙ্কে ফুটে। তাহার উদাহরণ
এই, প্রাচ্যময় পাত্রে পবিত্র জল ২১২ অঙ্কে ফুটে, কিন্তু
কাচময় পাত্রেতে ২১৪ অঙ্কে ফুটে। এবং যদি কলে অন্য
কোন পরমাণু থাকে তবে ফুটনের বিশেষ হয়। এবং
জলের উপরে যদি কোন ভার থাকে তবে আরো বিশেষ
হয়। পৃথিবীতে যত বস্তু আছে, সকলের উপরেই ভার
আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক চতুষ্কোণ ত্রিঘন পরিমিত স্থানের
উপরে আকাশবায়ুর সাক্ষিসত্ত্বের পরিমিত ভার থাকে।
এই সমস্ত ভার কেবল কঠিন দ্রব্যের উপরে থাকে এমন
নয়, কিন্তু সকল দ্রবদ্রব্যের উপরেও আছে। তাহাতে বাল্ল
হওনের বিঘ্ন হয়। অতএব দ্রবদ্রব্যের পরিমাণ সাবৎ এই
বিঘ্ন জয় না করে, তাবৎ দ্রবদ্রব্য ফুটিবে না, অর্থাৎ সাবৎ
আকাশবায়ুর ভারের সমান তাহার পরিমাণের শক্তি না
হয়। এই উচ্চত্রে ও ফুটিবে পারে না। যে সময়ে বায়ু-
ভারমাপক যন্ত্রের পারদ ৩০ অঙ্কে উত্তীর্ণ হয়, সেই
সময়ে চতুষ্কোণ ত্রিঘন স্থানের উপরে সাক্ষিসত্ত্বের ভার
থাকে, এবং কেবল তৎকালে জল ২১২ অঙ্কে ফুটে। যদি
এত ভার না হয়, অর্থাৎ বায়ুভারমাপক যন্ত্রের পারদ
যদি ৩০ অঙ্ক পয্যন্ত না উঠে, তবে জল ফুটনের অঙ্ক ২১২
অঙ্কের ন্যূন হইবে, এবং যদি এই পারদ ৩০ অঙ্কের উপরে
উঠে, তবে জল ফুটনের অঙ্ক ২১২ অঙ্কের অধিক হইবে।
একারণ উপাত্ত্যকা অপেক্ষা পদ্ধতের উপরে অল্প তাপে
জল ফুটে; কেননা আমরা যত উর্ধ্বে আরোহণ করি.

উপরিস্থ বায়ুমস্তুর তত ন্যূনতা পাই, এবং তাই তাহার ভারের লাঘব হয়। আমরা জলফুটনের আকাশবায়ুর ভার নির্ণয় করিতে পারি, জলের ঘনত্ব ফুটন, আকাশবায়ুর তেমনি ভার নিশ্চিত হয়, এই নিমিত্তে কোন লোক পর্দাতের উচ্চতা নির্ণয়ার্থে এই এক রীতি স্থির করিয়াছেন। যদি কেহ ৫৩০ পদ উচ্চে আরোহণ করে তবে জলফুটনের অঙ্ক এক অঙ্কে নাগিবে, এইরূপ পরিমাণ ঘটিতে হয়। দুববস্তুর উপরে আকাশবায়ুর ভারের কি বল হয়, তাহা তদুপরিস্থ বায়ুদূর করিলেই বোঝাইতে পারে। যদি দুববস্তুর উপরে বায়ু না থাকে, তবে তাহা ১৪০ অঙ্কের ন্যূনে ফুটিবে। এই প্রকারে উপরিস্থ বায়ুর ভার না থাকিলে জল ৭২ অঙ্কে ফুটিবে, ও আলকহল ৩৩ অঙ্কে ফুটিবে, ও ইথর ৪৪ অঙ্কে ফুটিবে। তাহা ও বায়ুর ভার অল্প হইলে দুববস্তুর উষ্ণতা হইয়াও ফুটে।

[জল ২১২ অঙ্ক পর্যন্ত উষ্ণ হয় তত্ক্ষণিক উষ্ণতা না, কারণ সেই অঙ্কেতে উষ্ণতার বৃদ্ধি পাকিয়া জল আকাশবায়ুর ভারকে জয় করিয়া বায়ুরূপে উঠিয়া যায় কিন্তু যদি তাহার উপরে কোন অধিক ভার রাখা যায় তবে সে না ফুটিয়া আরো অধিক উষ্ণ হইতে পারে। এই প্রকার করণার্থে পাণ্ডিত্য সাধকের মনোনিবেশ এবং অতিশয় শক্তি এক তাম্রের পাত্র নিৰ্মাণ করিয়াছেন। ঐ পাত্রেতে তপ্ত জলের উপরে অনেক বাউটিয়া আপন ভারদ্বারা ফুটনের বন্ধ জমায়। এবং যদি বায়ুর তেজে পাত্র না ভাঙে তবে জল অপরিমিত

রূপে উষ্ণ হইতে পারে; কিন্তু বায়ু বহু হইলে তাহার
 এমনতর উত্তাপক শক্তি হয় যে তাহাতে অতি দৃঢ় পাত্রও
 ভগ্ন হয়। বায়ু যে দুববস্তু হইতে জন্মিয়াছিল, সেই দুব-
 বস্তু হইতে ভিন্ন থাকিলে বায়ুর শক্তি বায়ুর শক্তির তুল্য
 হয়, বায়ুশক্তির গণনা সময়ে তাহা গণনা করিতে হয়।
 ইহার উদাহরণ এই, পানির মাহেবের এই পাত্র যদি
 ২২২ অঙ্কে বায়ুতে পরিপূর্ণ হয়, ও তাহার মধ্যে কিছু
 জল না থাকে, তবে পাত্র রক্তবর্ণ হওন পর্য্যন্ত উত্তপ্ত
 হইলেও ভাঙিবে না। কিন্তু তন্মধ্যে যদি জল থাকে, তবে
 তাপের বৃদ্ধি করিলে জলের এক ২ বিন্দু নূতন ২ বায়ু
 উৎপন্ন করে, তাহাতে এই নূতন বায়ু পুরাতন বায়ুতে
 মিশ্রিত হইলে উৎপন্ন পাত্রের পাশে অত্যন্ত বল করে।
 এইরূপে বায়ুকালে সকল কন্ড বায়ুদ্বারা নিষ্কাশিত হয়।
 বায়ু তাপদ্বারা বিস্তারিত হয় ও শীতদ্বারা জলাকার
 হইয়া সংকোচিত হয়, বায়ুর এই দুই প্কার গুণ
 আছে। তাহাদ্বারা বায়ুকালের সকল কন্ড নিষ্কাশিত
 হয়। এই দুই গুণের ফল দশাওনার্ধে উল্লেখিত মাহেব
 এক যন্ত্র নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। এই যন্ত্রের গঠন এই রূপ।
 ১৮-যব দীর্ঘ ও সরু প্রস্থ এক নলবৎ শিশি, তাহার নীচ
 ভাগ বর্জুলাকার হয়। এবং এই নলবৎ শিশির মধ্যে
 উর্দ্ধাধো চাপিতে পারে এমন এক দণ্ড আছে। এবং
 বর্জুলাকার নীচ ভাগের মধ্যে কিঞ্চিৎ জল আছে,
 তাহাতে প্রদীপদ্বারা সেই জল উত্তপ্ত করিলে তাহার
 বায়ুর তেজেতে এই দণ্ড উর্দ্ধে উঠে। যখন উত্তপ্ত হয়
 তখন শিশিকে শীতল জলে মগ্ন করিলে বায়ু সকল

সঙ্কোচিত হয়, তাহাতে বহু শায়ুভারের ন্যায় তাহার এই প্রকারে তাপ ও শীতদ্বারা পুনঃ এক তত্ত্ব হইতে পারে। বায়ুকল ও প্রায় এইরূপ হয়। তথাপি সে উপায় দ্বারা বায়ু সঙ্কোচিত হয়, তাহার কিছু বিশেষ আছে। কলতঃ যে পাত্রে জল তপ্ত হয়, এত যে পাত্রে বায়ু শীতল জলদ্বারা সঙ্কোচিত হয়, তিন ২ এমনত দুই পাত্র বায়ুকলেতে আছে, এইমাত্র বিশেষ; এই উপায় ওয়াই সাহেবদ্বারা প্রকাশিত হইল। এই উপায়দ্বারা তপ্ত জলে পাত্র দুই শত বারো অংশের ন্যূন উষ্ণ কখন হয় না।

যেমন দুব হওন সময়ে তদ্রূপ বায়ু হওন সময়েও কিছু ২ তাপ লুপ্ত হয়। তাহার প্রমাণ এই, বায়ু ও ফুটাজল এ উভয়েরই তাপ সমান হয়। তাপদ্বারা জল বায়ু হইয়া যায়, ও সেই বায়ু যদি জলকলিতে উঠিয়া চলিয়া যায় তবে উঠনের সময়ে উভয়ের তাপ কিছু বিশেষ হয় না। তাহার মন্যে যে তাপ লুপ্ত থাকে, বায়ু জল হওনের সময়ে তাহা তাহাই হইতে মুক্ত হয়।

বায়ু হইয়া যাওয়ার কথা। সর্বপ্রকার গ্রীষ্মোত্তেজ বায়ু উড়িয়া বাহিতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই, তুমি এক চেষ্টকা পাত্রেতে জল লইয়া বাসাসে রাখ, তাহাতে সেই জল ক্রমে ২ হ্রাস পাইবে, অবশেষে সমস্তরূপে লুপ্ত হইবে। এইরূপ সকল দুববস্তুরই কিছুরূপ হইবে, এবং কর্পূরাদি কোন ২ কঠিন বস্তু হইতেও একরূপ বায়ু উড়িয়া যায়। কোন বস্তু অন্য বস্তু অপেক্ষা শায়ু লোপ পায়, কলতঃ ফুটনের সময়ে যে দুববস্তু অন্যাপেক্ষা ন্যূন উষ্ণ হয়, সে অন্যাপেক্ষা অতিশীঘ্র বায়ু হইয়া যায়।

শীঘ্র বায়ু হইয়া যাওয়ার দুই কারণ আছে, প্রথম
ববস্তুর বিস্তারতা, দ্বিতীয় বায়ুর উষ্ণতা ও শুষ্কতা ও
নতাদি। তুমি যদি দুই পাত্রে কিস্তি ২ জল রাখিয়া
এক পাত্র উষ্ণ স্থানে ও অন্য পাত্র শীতল স্থানে রাখ,
যে গুঁষদারা কিস্তি বায়ু হইয়া তাহার প্রমাণ পাইবা।
শীতল স্থানস্থ জলের কিস্তি হ্রাস হইবার অগ্রে গুঁষা
স্থানস্থ জল সকলি নিঃশেষ হইবে। যদি জলের উপরে
কিছু বায়ু থাকে তবে অধিক গুঁষা না থাকিলেও শীঘ্র বায়ু
উৎখিত হয়; কিন্তু বায়ু উষ্ণ হইলেও যদি তাহাতে অধিক
জলীয় বায়ু থাকে, তবে জলহইতে অতি অল্প বায়ু
উৎখিত হয়। যে বায়ু জলদিয়া আইগে সে আদু হও-
য়াতে বায়ু উৎখানের বাসক হয়। এই কারণে হির বায়ু
অপেক্ষা চালিত বায়ুতে জল অতি শীঘ্র বায়ু হইয়া যায়।
বায়ুর লঘুতাদ্বারাও বায়ু শীঘ্র উৎপন্ন হয়। তাহার প্র-
মাণ এই, কোন দুববস্তু যদি বায়ুহীন স্থানে স্থাপিত হয়,
তবে কুটনের ন্যায় তাহার বায়ু অতিশীঘ্র উৎখিত হয়।

[বায়ু উৎপন্ন হইবার সময়ে অনেক তাপ লুপ্ত হয়,
নুতরাং বায়ুর উষ্ণতা যাওয়ার দ্বারা শীত জন্মে। আর যদি
বায়ুযন্ত্রদ্বারা জলপাত্রে উপরিস্থ বায়ু হ্রাস হয় তবে ঐ
জলহইতে অতি শীঘ্র বায়ু উৎখিত হয়। এক্ষণে যদি
অনেক ক্ষণ পর্যন্ত উৎখিত হয় তবে এমন শীত উৎপন্ন
হইবে যে তাহা দ্বারা হিমাদি জন্মিবে। কিন্তু বায়ুযন্ত্র
বায়ুতে পরিপূর্ণ হইলে জলের উপরে ভার প্রযুক্ত আর
বায়ু উৎখিত হইতে পারে না। কিন্তু যদি ঐ যন্ত্রের নীচে
গন্ধকমর বায়ুর স্থাপিত হয়, তবে সমস্ত বায়ু তাহাতে

লীন হয় কিছু থাকে না, তাহাতে ঐ নানা দূরীকরণ ।
এই প্রকারে জলের বাষ্পদ্বারা হিমাদি জন্মা নর যে
উপায় তাহা লেঙ্গলি সাহেবের উপায় গাঢ় তা হইল।

বাষ্পের উদ্ভাঙ্গনদ্বারা জলীয় বাষ্প আকাশে বহুচারিত
হয়। পৃথিবীস্থ সমস্ত জলহন্তে বাষ্প উৎপন্ন হইলে
তদ্ব্যবস্থায় মল সমস্ত নীচে থাকে ও নিম্নল বাষ্প আকাশে
উত্থিত হয়, এবং নানা প্রকারে পারণ করিলে পর মেঘ
হইয়া দৃষ্টিদ্বারা পুনর্বার পৃথিবীতে নামে। এইরূপ অতি
অল্প প্রাচ্যদ্বারা বাষ্প উৎপিত হয়, এককালে যোগ হয়
আকাশে কখনো বাষ্পহীন হয় না।

২৮। জলীয় বাষ্পের কথা।

অনাদ্যাদিত স্থানীয় জল ক্রমে বাষ্প হইয়া যায়,
ইহা পূর্বে কথিত হইল; এই বাষ্প বায়ু অপেক্ষা লঘু
হওয়াতে আকাশে উত্থিত হওয়া নানা প্রকার আকার
পারণ করে। কোন সময়ে তাহা বায়ুতে লীন হওয়াতে
জালতে লীন লবণের ন্যায় অদৃশ্য হয়, কিন্তু বাষ্পদ্বারা
বায়ু পরিপূর্ণ হইলে পুনর্বার দৃশ্য হয়, তাৎপৰ্য্য যে মেঘ
ও কুজ্জটিকা আকাশে বর্তে, কিম্বা যে তরঙ্গ ও শিশির
ও বরফ ও হিমাদি ভূমিতে পতিত হয়। এই আকারে
দৃশ্য হয়।

প্রথম, মেঘের কথা। স্বভাবের মেঘের কুজ্জটিকার
কিছু বিশেষ নাই, কেবল স্থানের বিবেচনা আছে; মেঘ
আকাশে থাকে ও কুজ্জটিকা পৃথিবীতে থাকে। উভয়েরই

পরমাণু অতিসূক্ষ্ম, জলীয় পরমাণুহইতেও সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য, কিন্তু বায়ুর পরমাণুহইতে স্কুল হয়। সে সময়ে কি প্রকারে উৎপন্ন হয় তাহা বিশেষরূপে জানা যায় না, কিন্তু তাপ ও বিদ্যুৎ দ্বারা সে সকল উৎপন্ন হয় আমাদের এমনত বোধ হয়। মেঘের নানা প্রকার উচ্চতা আছে। পর্বতারোহণ করিতে গেলে কখনও পর্বতের কটিবন্ধরূপ মেঘের মগাদিরা বাইতে হয়, ও তাহা পার হইলে পর বরফেতে আচ্ছাদিত এক দিক্কারিত প্রান্তরের ন্যায় মেঘ দৃষ্ট হয়। এবং আন্দিস পর্বতের চিম্বরানো নামক অত্যুচ্চ শৃঙ্গেতে শুক্লবর্ণ মেঘ সমুদ্রা দৃষ্ট হয়। বিদ্যুতের এক-প্রকার গুণদ্বারা সেই মেঘ পৃথিবীহইতে অতি উচ্চেতে, দূরীকৃত হয়, এবং অন্য গুণের দ্বারা কুজ্জটিকা পৃথিবীতে আকর্ষিত হয়।

দ্বিতীয়, বৃষ্টির কথা। সে সময়ে মেঘের পরমাণু সকল একত্র হইয়া স্কুল হয়, তাহা সকল উৎপন্ন হইয়া মেঘ-ই বৃত্তিক্রমে পতিত হয়। সে সময়ে স্কুল হইয়া বৃষ্টির িক্ষ হইলে পৃথিবীর আকর্ষণদ্বারা মীচে পতিত হয়; কিন্তু মেঘের পরমাণু কি প্রকারে বৃষ্টির বিন্দু হয় তাহা বলিতে পারি না, বিদ্যুৎগুণদ্বারা হয় ইহামাত্র অনুমান করি। যদি বিদ্যুৎগুণের হ্রাসতাদ্বারা হয়, তবে পর্বতে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার কারণ প্রকাশ পায়, কেননা পর্বতের বহুসংখ্যক শৃঙ্গেতে ঐ বিদ্যুৎগুণ আকৃষ্ট হয়। তাহার আরো প্রমাণ দেখ, যে দেশে কখন মেঘগর্জন হয় না, সে দেশে কখন বৃষ্টিও হয় না, তাহার সাক্ষী লিমা ও পিরুদেশ। এবং এক মেঘ অতি উচ্চহইতে পৃথিবীর

নিরুটে নামিয়া অনেক জল বর্শন করিয়া পুনশ্চ আঁ-
শায় উঠিত হইয়া গেল, ইহা ডেলুস নামের এক নদী
দেখিলেন, তাহাতে আরো এক প্রমাণ পাওয়া গিয়া।

বিশেষ ২ দেশে বৃষ্টির ন্যূনাধিক্য হয়। পৃথিবীর সমস্ত
রেখার নিরুটে আংশিক বৃষ্টি হয়, এবং সেই রেখার
দূরবর্ত্তি স্থানে বৃষ্টির ন্যূনতা হয়। উত্তর অর্ধে সমস্ত রেখা-
হইতে ১২ অংশ গ্যাঙ্গা নামক স্থানে বৎসরে ১২৬
বুরুল বৃষ্টি হয়। এবং ২২ অংশেতে প্রতিবৎসরে কাল-
কাটা নগরে ৮১ বুরুল বৃষ্টি হয়। এবং ৩১ অংশে
রোমা নগরে ৩৯ বুরুল বৃষ্টি হয়। এবং ৪১ অংশে
ইংলণ্ড দেশে ৩২ বুরুল ও ৫২ অংশে পিত্তসমূহে ১৬
বুরুল। এবং এক দেশের বর্ষে ২ নগরে বৃষ্টির ন্যূনা-
ধিক্য হয়। ডাল্টন নামের নগর লণ্ডন নগরে
২০ বুরুল বৃষ্টি হয়, ও ম্যাংস্টের নগরে ৩৬ বুরুল, ও
কেমদল নগরে ৫৬ বুরুল, ও ডমকিন্ নগরে ৩৬ বুরুল, ও
গ্লাস্কা নগরে ২১ বুরুল, ও ইডেনবার্গ নগরে ২২ বুরুল
বৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ এক স্থানেতেও উচ্চতাবিশেষে বৃষ্টির
বিশেষ হয়, এ কথা সম্রাপেক্ষা আশ্চর্য। এক বৎসরে
লণ্ডন নগরের এক পুরাতন প্রজ্ঞালয়ের উপর ১২ বুরুল
জল বর্শিল, কিন্তু তাহার নীচস্থ গৃহের উপর ১৮ বুরুল,
তাহার নীচস্থ ভূমিতে ২২ বুরুল জল বর্শিল।

• ৩ শিশিরের কথা। যে আর্দ্র বস্তু আকাশে উঠে অদৃশ্য
রূপে জন্মিয়া পৃথিবীতে ভূগাতির উপর বর্ষিত হয় তা-
হাকে শিশির বলা যায়। সন্ধ্যার পর বায়ুর শীততা
প্রযুক্ত শিশির পতিত হয়, তৎকালে একে কালের ন্যায়

তাপ থাকে না, এ কারণ বায়ুস্থিত বায়ু দল দাঁড়া যায়, ইহা লোকেরা পূর্বে অনুমান করিতেন; কিন্তু এহি নয়, পৃথিবীর শীতলই ওনদ্বারা শিশির পাত হয়, কেননা ব হ্র শীতল হওনের পূর্বে পৃথিবীর শীতল হয়, উলস সাহেব ইহার প্রমাণ দিয়াছেন। পৃথিবী আগ্নেয়গিরিতে মতকে তাপ নিক্ষেপ করে, কিন্তু বায়ু তাহা করিতে পারে না; অতএব সন্ধ্যাকালে সূর্যের অন্তগমন সময়ে সূর্যের তাপ গত হইলে পৃথিবী আগ্নেয়গিরিতে তাপ নিগত করিয়া শীঘ্র আকাশবায়ুতে নিক্ষেপ করে; কিন্তু আকাশবায়ু পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত না হইলে শীতল হইতে পারে না, সংযুক্ত হইলে তাহার তাপ বিনষ্ট হয়। এই রূপে আকাশবায়ু শীতল হইলে জলীয় বায়ু দ্বারা অশক্ত হইয়া মূল্যের ন্যায় শিশির পাত করে। প্রচণ্ড বাতের সময় অপেক্ষা নিবাত সময়ে এবং মেঘাচ্ছন্ন আকাশের অপেক্ষা নিষ্কল সময়ে অধিক শিশির পতিত হয়; পূর্বে কথাদ্বারা তাহার কারণ এই বোধ হইতেছে; মেঘ সকল পৃথিবীতে উঠিত তাপ নিবারণ করে ও আপন তাপ পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে, কিন্তু পরিস্কৃত বাত্রেতে পৃথিবী আকাশবায়ু হইতে কিছু তাপ গ্রহণ না করিয়া বরং আপন তাপ আকাশবায়ুতে নিক্ষেপ করে। দেখ, শীতল স্থান হইতে আনীত যে মাদিরার শিশি সে গ্রীষ্মকালে শীঘ্র শিশিরেতে আচ্ছন্ন হয়, পূর্বে কথাদ্বারা ইহার কারণ এই বোধ হইতেছে; শিশি আকাশবায়ু অপেক্ষা শীতল হইলে বায়ুর তাপ আকর্ষণ করে, তাহাতে আকাশবায়ুর মধ্যে যে জলীয় বায়ু থাকে তাহা পৃথক

হঠাৎ কাকের উপরে শিশিররূপে পতিত হয়। এর পরে উষ্ণ গ্রহেতে বা বজ্র শকাটোত কাকের উপরে হামেন বায়ু সংলগ্ন হয়; কেননা কাচ পুষ্কাস অগোচর শিশির হঠাৎ তাহার তাপ আকর্ষণ করে, তাহাতে তাপমাত্রা জলীয় বায়ু কাচেতে সংলগ্ন হয়।

যে বস্তুহীনত বেগম তাপ নিগত হয় তাহার উপরে তদনুসারে শিশির পতিত হয়, কেননা তাহা তদনুসারেই আকাশবায়ু আপেক্ষা শীতল হয়। এই কারণে শায়াণে ও বালুকাতে ও কলোতে অতি অল্প শিশির পাত্ত হয়, কিন্তু তৃণশাকাদিতে প্রচুররূপে পতিত হয়, ইহাতে প্রায়শঃই জল ও দাত্ত প্রকাশ পায়। এবং যে গ্রীষ্মকালে ও গ্রীষ্মদেশে শীতজনক শিশিরের প্রয়োজন, সেই কালে ও দেশেই অধিক শিশির পাত্ত হয়, ইহাতেও ইশ্বরের দাত্ত প্রকাশ পায়। আর পৃথিবী দিবসে যত তাপ গ্রহণ করে রাজিতে তত তাপ নিগত করিয়া আপনি শীতল হয়, এই কারণে পশ্চিম হিন্দিয়া দেশে পৃথিবী দিবসে অত্যন্ত উত্তপ্ত ও রাজিতে শীতল হওয়াতে তন্মধ্যে অনেক শিশির পতিত হয়। এই শিশির পতন সময়ে যদি জমিয়া যায় তবে লোকেরা তাহাকে পালা বলে।

৪ বরফের কথা। জলীয় বায়ুর এ প্রকার মূর্তি বরফ নামে বিখ্যাত হয়। বৃষ্টি পতনের সময় বা পতনের পূর্বে যদি জমিয়া যায়, তবেই বরফ হয়। তাহাতে বৃষ্টির যে ২ বিদ্যু আকাশের অতি উষ্ণ জমিয়া যায় সে ক্ষুটিলাকৃতি হয়, এবং তাহার পতন সময়ে যে ২ বায়ুর সহিত তাহার যোগ হয় সেও ক্ষুণ্ণ হয়। প্রথমে তাহা

মটকোণাকৃতি হয়, এবং যদি আকাশীয় প্রবল বায়ু ও গ্রীষ্মদ্বারা তাহা গলিত না হয় তবে তদ্রূপেই পৃথিবীতে পতিত হয়, কিন্তু পতনের সময়ে বায়ুর বলেতে চালিত হইয়া একত্র হইলে তাহা'র মটকোণাকৃতি বিনষ্ট হয়, তাহাতে গুরুরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়।

৫ শিলের কথা। এক প্রকার বরফের নাম শিল, অর্থাৎ যে বরফ শীত ও উষ্ণ নানা প্রকার বায়ুর মধ্য দিয়া আকাশভ্রমণে পতনের সময়ে জমিয়া যায় সে শিল নামে বিখ্যাত হয়। বিদ্যুৎপ্তনদ্বারা এক শিল উৎপন্ন হয়, তাহার প্রমাণ এই, বিদ্যুৎউৎপাদক যন্ত্রদ্বারা এইরূপ কৃত্রিম শিল উৎপন্ন হইতে পারে, এবং যে বাড়িবানল পার্শ্বতঃ হইতে অগ্নিময় প্রসূরাদি নিষ্কৃষ্ট হয় তাহার ঐ প্রসূরাদি নিক্ষেপের পরে অনেক ২ মহাশিলপ্রসূর পতিত হয়।

এই প্রকার জলীয় বাষ্পদ্বারা যে বৃষ্টিাদি উৎপন্ন হয় তাহাদ্বারা পৃথিবীর কত উপকার, সে সকলি মহাজ্ঞানী হইতে পারে। পৃথিবীতে উৎপন্ন ঐ জলীয় বাষ্প যদি বহুকাল আকাশে লীন থাকে, তবে তাবৎ জগতের মহাদুঃখ জন্মে। বৃষ্কাদি ঘন হয় ও পশুগণ বলহীন হয় ও মনুষ্যগণ অনেক ধূলি ভক্ষণ করিয়া তাপহইতে আশ্রয় না পাইয়া শুষ্কশরীর ও দুঃখগুস্ত হয়; কিন্তু আকাশীয় মেঘহইতে জলবর্ষণ হইলে তাবৎ জীবজন্তু প্রফুল্ল হয়; ক্ষেত্র সকল পুনর্বার হরিৎবর্ণেতে বিভূষিত হয়, ও পুষ্প সকল নানা বর্ণবিশিষ্ট হয়, এবং পশুগণ ইতস্ততো ভ্রমণ করে, ও আকাশের বায়ু স্বাস্থ্য ও দুঃখজনক হয়। বঙ্গদেশীয় লোক যে বরফের নামে ভয়

করে তাহাও হিতজনক হয়। উদ্ধারা বৃক্ষ লতাদির মত শাখহুইতে রক্ষা পায়, ও যে উচ্চভূমি বৃক্ষের মত পাহাড় বসিতে পারে না তাহাও আর্দ্র হয়, এবং তাহার উদ্ভব কেন্দ্রের নিকটে বাস করে তাহাদের মতো কল্যাণে উত্তম পথ নিম্নতর হয়, সেই পথে হরিণাদিরা শিকার গতি শাখা চালিত হয়। এই সমস্ত তর্কই বাজে। মনে কেবল শিল্প দুঃখজনক বটে, তাহার আগমন বৃক্ষের পাত্ত ও পক্ষিগণ পলায়ন করে এবং মনুষ্যগণ তাহার আগমনের সময় অহুে প্রানিতে পালে না ও আগমন করিলে তাহার নিবারণও করিতে পারে না। তাহার প্রকাশের বস্তু নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু শিল্প যখন সকল সমাধি বিনষ্ট করে, এবং বৃক্ষ ও শাখা ও ফল ভগ্ন করে, ও নিবাসগৃহ সকল বিনষ্ট করে, তখন তাহা দেখিলেও তাহার নিবারণার্থ কিছু করিতে পারে না।

২৯। আকাশবায়ুর কথা।

যে আকাশবায়ু পৃথিবী বেষ্টিত করিয়া আছে, এবং তাহা আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপে পারেন করা, সে হাব ও বায়ুও দুবোয় মধ্যে প্রধান হয়। পৃথিবীর গড় উচ্চ ২২ ক্রোশ পর্যন্ত আকাশবায়ু থাকে, এবং তাহার ভার এই রূপ যে প্রত্যেক মনুষ্যের শরীরের উপরে প্রায় ৪২০ মোন ভার আছে। এই ভার যদি শরীরের সহ্য করে বসান না হইত তবে অসহ্য হইত, কিন্তু সমস্তই তা পান হওয়াতে

এ ভার আমাদের ভার বোধ হয় না, অনায়াসে সহিতে পারি, বরং ততোধিকও সহিতে পারি। আমরা যখন নদীতে স্নান করি তৎকালে আমাদের উপরে আকাশবায়ুর ভার থাকে, তাহা কেবল নয়, জলেরও ভার থাকে; কিন্তু সে ভারও মকদিগে সমান হওয়াতে আমাদের ভার বোধ হয় না। যদি তোমার মস্তকে বা ক্রান্তে এক শত শের জল থাকে তবে তুমি সেই ভার প্রযুক্ত ক্লান্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হইবা। বিশেষতঃ আমাদের শরীরস্থ যে বায়ু সে বায়ুই বায়ুর নহি ও মিলিত হইয়া সমান হয়, তন্নিমিত্তেও ভার বোধ হয় না। এই আকাশবায়ুর ভার আমাদের কোন অহিতজনক নহে, বরং আমাদের রক্ষার্থে অতি প্রয়োজনীয় হয়। যদি আকাশবায়ুর ভার না থাকে তবে আমাদের শরীরের মধ্যে যে বায়ু আছে তাহা কোনরূপে নিব্বারিত না হইলে আমাদের শরীর কৃণ্ণবে ও তাহারারা রক্তশিরা ভগ্ন হইলে প্রাণ বিনষ্ট হইবে।

৩০। বায়ুভারমাপক যন্ত্রের কথা।

বারোমিটার অর্থাৎ বায়ুভারমাপক নামক যে যন্ত্র দ্বারা আকাশবায়ুর ভার নির্ণীত হয়, ও তাহার গুরুত্ব ও লঘুত্ব প্রকাশিত হয়; সেই যন্ত্র সহজরূপে নির্মিত হইতে পারে। তুমি নীচে ছিদ্রবিশিষ্ট তিনপদ পরিমিত দীর্ঘ কাচের এক নল লইয়া পারদেতে পরিপূর্ণ কর, পরে অঙ্গুলি দ্বারা তাহার ছিদ্র বন্ধ করিয়া নলের অধোভাগ

কোন পাত্ৰস্থিত পান্থদ্রব্যে মগ্ন করিয়া তাপন করিয়া বাহির কর। তাহাতে এই নলেন্দ্রিত পান্দ্র ব্যবহারানুসারেই সকলই পাত্ৰিত হইবে, এমন নয়, এক ভাগে মাত্র পাত্ৰিত হইবে, তাহাতে দেবল নলের উপরি ভাগ কিংবা শূন্য হইবে। এখন ইহার কারণ বিবেচনা কর, নলের উপরিভাগে নিত্যই শম্যায় একারণ নলের মধ্যস্থ পান্দ্রের উপরে আকাশবায়ুর ভার থাকে না, কিন্তু বাহিরে পাত্ৰিত যে পান্দ্র তাহার উপরে আকাশবায়ুর ভার আছে, এই ভার প্রযুক্ত নলের মধ্যস্থ পান্দ্র রক্ষিত হইয়া পাত্ৰিত হইতে পার না। অন্যতু পানলেন্দ্রিত পান্দ্র ও বাহিরস্থ বায়ু একে দুইয়ের ভার সমান হয়, এবং সমান হইবার জন্যে যে পান্দ্র নলে ছিল তাহা অল্প নমিল। বায়ুর লঘুত্ব ও ঘনত্ব বিচারার্থে কেবল এই সত্ত্ব প্রযোক্তনাই হয়। এই মল টাঙ্গাটিকা রাখিবার কারণ এক কাঠেতে স্থাপিত হয়, সেই কাঠে পান্দ্রের উর্দ্ধ ও অপোগমনের পরিমাণ অনুসারে তাপশক্তিতে অল্প বর্ধিত হয়, এবং বিশেষতঃ তাহার নিম্নার্থে এক চলনীয় দ্রব্যময় বস্তু থাকে। এই পান্দ্র প্রায় সর্বদা উনত্রিশ দশক গার্মান উত্তম পান্দ্র, কিন্তু আকাশবায়ুর ভারানুসারে তাহার বিকটত্ব বর্ধিত হইতে আকাশবায়ুর ভার উর্দ্ধতম, একারণ এই দিনে পান্দ্র অধিক উর্দ্ধিত হয়, কিন্তু অল্প সময়ের আকাশবায়ুর ভার অল্প হয় একারণ এই দিনে নামে।

আকাশবায়ুর ভারদ্বারা অনেক সাধারণ ঘটনা আমাদের বোধগম্য হয়। দেখা, পান্দ্র গাএ বা নদী-

হইতে জলপান করণ সময়ে যখন জনের মধ্যে ওষ্ঠ মগ্ন করিয়া পান করিতে যত্ন করি তখন ঐ বস্তুদ্বারা আমাদের মুখমধ্যে শূন্য উপস্থিত হয়, তাহাতে জলের উপরে আকাশবায়ুর যে ভাস আছে তাহান দ্বারা আমাদের মুখে জল উঠে। আরো দেখ, বালকেরা প্রস্রাবের উপরে যে চক্ষু চাপি থাকায় তা প্রস্রাব উত্তোলন করিতে পারে। তন্নিম্ন দমনকালে তা নিম্ন প্রকারে উল উঠে, ও চূণাক প্রকারে চিহ্নিত বস্তু হয়, ও শব্দাদি কি প্রকারে পড়তে লিপ্ত থাকে, ও পিপার উপরে ছিদ্র ন থাকিলে জলাদি কোন মুখস্থহীতে বহির্গত হয় না, ইত্যাদি মনস্ত কথ্যই বোধগম্য হয়।

৩১। সমুদ্রের কথা।

দ্রুজাত বিবিধ বিব্রূকাশক যে ভূগোলবিদ্যা তাহা দ্বারা সমুদ্রের গভীরতা ও পরিমাপ ও গতি ও উচ্চতা ও লবণতা দি বিবচন করা যাইতে পারে। সমুদ্রের গভীরতার বিষয়ে অদ্য পর্যন্ত কিছু নিশ্চয় জ্ঞান হয় নাই। অক্রোশ ৩৬ চরণ পর্যন্ত মাপ করা গিয়াছে অধিক করা যায় নাই। সমুদ্রের যে তীরের যেমন উচ্চতা সে স্থানে তদনুসারে জলের গভীরতা হয়। যে তীরেতে উচ্চ পর্বত আছে সে স্থানে জলের গভীরতা অধিক হয়, কিন্তু যে স্থানে সমান তীর দেখানে অল্প জল থাকে।

• সমুদ্রের গতি তিন প্রকার হয়। বায়ুদ্বারা সমুদ্রের উপরিভাগের যে চালিত হওন এই তাহার প্রথম গতি।

তরঙ্গের উপরে তৈল নিক্ষেপ করিলে এ গতিই নিশ্চয় হয় ও সমুদ্রের নিম্নতরঙ্গতা হয় তাহার নিশ্চয় ভাষ্যযোগ্য।

এ গতিদ্বারা সমস্ত জল পশ্চিমদিকে চলে, এবং সমস্ত কেন্দ্র অপেক্ষা মধ্যভাগের নিকটে বেগবান হয়, যে দ্বিতীয় গতি। আর আমেরিক দেশের পশ্চিমদিকে জল-গতির আরম্ভ হয় সেখানে তাৎকালিক বেগবানী শুরু হয়, কিন্তু আরো পশ্চিমদিকে উপস্থিত হইলে ক্রমেঃ তাহার বেগ অধিক হয়। এই প্রকার গমনমতে পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়া আমেরিকা দেশের পশ্চিমদিকের পান্ড বেগোতে জাহাজ করে। তথায় উপস্থিত হইয়া পান্ড পান্ডিণে জাহাজ বেগে মকশিকা মহাখালি প্রবেশ করে, এবং তথাকর্ত্তে আমেরিকার উত্তর দেশের ধীরেতে চলিয়া ন্যাকোয়লও উপস্থাপে উপস্থিত করিয়া পশ্চিমদিকে পান্ডোপের মধ্যে পানাবল হয়। অনুমান হয় পৃথিবীর পূর্বের দিক সমুদ্রজলের একগু গতি হয়, কেনন পৃথিবী পূর্বের দিক বিপরীত সমুদ্রজলের গতি হয়।

কোয়ার ও ভাঁটা দ্বারা সমুদ্রের স্থায়ী গতি হয়। সমুদ্রের আকর্ষণদ্বারা প্রত্যেক ১৫ ঘণ্টার সময়ের সমুদ্র স্রোত হয়, তাহাতে সমুদ্রের এপ্রকার গতি হয়। কোয়ার ও ভাঁটা এক সময়েই হয়, অর্থাৎ যে সময়ে পৃথিবীর কোয়ার দিক দিগে কোয়ার হয় সেই সময়েই তাহার বিপরীত দিকে ভাঁটা হয়। আর অমাবস্যা ও পূর্ণিমা সময়ে চন্দ্র ও পৃথিবী ও সূর্য এক রেখাতে স্থাপিত হইলে তাহাতে কোয়ার অতিবেগবান হয়, কিন্তু অন্যমতে স্থাপিত হইলে কোয়ারের বেগ অল্প হয়।

সমুদ্রের লবণত্ব এক বিশেষ গুণ হয়। তাহার মধ্যে
অনেক লবণময় দ্রব্য আছে। তাহার মধ্যে কালের লবণাসাদ
হয়। তদ্ভিন্ন তাহার মধ্যে ক্রান্ত ও নানাপ্রকার চূন
আছে। যদি সমুদ্রকালের লবণত্ব ও গমনারামন না থা-
কিত তবে শীঘ্র অক্ষতি হইত, এবং তাহার জগৎনাগর্যের
আযোগ্য হইত, ও সমুদ্রনিবাসি মাংসাদির প্রাণ বি-
য়োগ হইত।

৩২। পর্বতের কথা।

হিম্মকানের উত্তরস্থ তিব্বতের অঞ্চলে হিম্মালয় নামক
যে পর্বতশ্রেণী আছে সে সমগ্র পৃথিবীর সমুদয় পর্বত-
হইতে অতি উচ্চ হয়। সেই শ্রেণীর মধ্যে যে পর্বত সর্বা-
ধিক উচ্চ তাহার পরিমাণ আটাইশ সহস্র চোরাতির
পদ, বা আটাই কোশের কিঞ্চিৎ অধিক হয়; সে এক
পর্বতশ্রেণীর মধ্যে দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ আমেরিকা
দেশের আন্ডি নামক পর্বতশ্রেণী প্রায় এই হিম্মালয়ের
তুল্য হয়, কিন্তু প্রদেশ অল্প। উত্তরমধ্য সমুদ্র পর্যন্ত
দুই সহস্র কোশ তাহার বিস্তারতা হয়। এক আণ্ডিস
পর্বতশ্রেণীর মধ্যে যে পর্বত সর্বাধিক উচ্চ সে মোরা-
তা নামে বিখ্যাত হয়, ও পিকু দেশ তাহার স্থান,
তাহার উচ্চতা সমুদ্র অবপি পাঁচশ সহস্র চারি শত পদ,
বা দুই কোশের কিঞ্চিৎ অধিক হয়। এবং ইউরোপ
দেশের যে আল্পস নামক পর্বতশ্রেণী স্কিৎসলণ্ড ও উত্ত-
রীয় ইতালীয়া দেশ দিয়া যায়, এবং যে পিরিনিস
নামক পর্বতশ্রেণী ফ্রান্স দেশহইতে স্পেন দেশকে বিভিন্ন

করে, এবং যে দরফেলু নামক পদতশ্রেনী নর্বেইজিতে
 স্বাদন দেশকে বিভিন্ন করে, এই নামস্ব ইউরোপ দেশের
 প্রধান পদত। আশিয়া দেশে তিমালয় পদত, তিন্ন
 তৌরস ও ইমোস ও ককাসস ও আরারাত ও ইউরো-
 লীয় ও আল্টায় ও বাপানীয় এই সকল পদত শ্রেষ্ঠ
 হয় : এবং আফ্রিকাকে আৎলাস ও চান্দ্রয় ও ফর্নান্দোপো
 সম্মুখস্থ এই সকল পদত প্রদান হয়। এই পদতশ্রেনীর
 মধ্যে কোন ২ পদতের তাত্ত্বিকতা ২ গুণা আছে, তাহার
 পার্থক্য এক প্রোশের আশিয়া ও তাহার গভীরতা অপরি-
 মেয়, এই ভাষানক গুণাহুইতে কোন ২ সময়ে প্রচুর
 অগ্নিশিখা ও পূর ও গলিত পাহুর নদী ও ভস্মবৎ মেঘ
 নিগত হয়, এবং কখন ২ উত্তপ্ত প্রসূর ও বৃহৎ শৈল
 নিক্ষিপ্ত হইয়া বহুদূরে গমন করে, এবং নিগমন সময়ে
 মহাগঞ্জন ও বিদ্যুৎ ও অস্বাভাবিক ভাষানক শব্দ শ্রুত হয়,
 ও চতুর্দিকে সমস্ত বস্তু নিমজীত হয়। ইউরোপস্থ এইসকল
 দেশের হেকলা পদতের ও মিসির্লি দেশের এৎনা ও
 ইতালিয়াস্থিত নেপলস নগরের নিকটস্থ বিজ্জাবরাস
 পদতের এই রূপ অগ্নিময় গুণা আছে। তাদৃশ অগ্নিময়
 পদতশ্রেনী দুই আছে, প্রথম চিলীদেশ অবধি উত্তরীয়
 মেক্সিকো পর্যন্ত, এবং দ্বিতীয় আলাস্কা অবধি অন্ট-
 রীয় ও জাপানীয় ও ফিলিপীয় ও ভারতবর্ষীয় উপদ্বীপ
 পর্যন্ত আছে, এই দুই পদতশ্রেনী পূর্ব আশিয়া ও
 আমেরিকা ও আফ্রিকার উপদ্বীপেতে ক্ষুদ্র ২ অগ্নিময়
 পদতশ্রেনী আছে : এই রূপ অগ্নিনিগতকারি পদতস্ব
 দুই শত পদত আছে।

৩৩। পক্ষির কথা।

পক্ষিগণেতে পরমেশ্বরের যাদৃশ কৌশলতা প্রকাশিত হয়, অন্য কোন জন্তুতে ততোধিক হয় না। তাহাদের কর্তব্য সমস্ত কর্মের নিমিত্ত তাহাদের আকৃতি ও ব্যবহার অতি উত্তম। তাহাদের শরীর পক্ষেতে আচ্ছাদিত আছে, এবং এই পক্ষেতে লক্ষ্যতা ও উষ্ণতা দুই বিপরীত গুণ আছে, এবং এই পক্ষদ্বারা যেন উড়ুয়নে কোন বিষয় না হয়, এ জন্যে একের উপরে এক এইরূপে অগুপশ্চাৎ সন্মিলিত স্থাপিত আছে। তাহাদের মস্তক ক্ষুদ্র ও চক্ষু বাণা-গুকৃতি ও তাহাদের গ্রীবা দীর্ঘ ও সন্মুখদিকে ফিরে, ও তাহাদের শরীরের অধোভাগ তীক্ষ্ণ ও উর্দ্ধভাগ চেপ্টা এবং অস্থি সকল ফাঁপা ও লম্বা, এই নিমিত্তে উত্তমরূপে উড়ুয়নে সমর্থ হয়। এবং তাহাদের শরীর যেন উষ্ণ হয়, এই পক্ষের মধ্যে ২ সূক্ষ্ম ২ গোলক আছে।

পক্ষিগণের সাধারণ আকৃতিতে পরমেশ্বরের কৌশলতা প্রকাশিত হয়। এবং প্রত্যেক সূক্ষ্ম ভাগেতেও প্রকাশিত হয়। আকাশের বৃষ্টিহইতে রক্ষা করণার্থে তাহাদের পক্ষেতে যে তৈলবৎ চিকুতা আছে, তাহাতেও প্রকাশিত হয়। যে পক্ষিগণ আকাশগামী তাহাদিগকে এই বস্তু প্রচুররূপে, ও যে পক্ষিগণ গৃহপালিত তাহাদিগকে এই বস্তু অল্প দত্ত হয়; এই নিমিত্তে কুছুট জলহইতে নিগত হইলে অতিরিক্ত ও দুঃখী দৃষ্ট হয়। এবং বৃক্ষা-দিগের মধ্যস্থিত গমন সময়ে তাহাদের চক্ষু যেন রক্ষা পায় এই নিমিত্তে তাহাদের চক্ষুতে যে সূক্ষ্ম চর্মা আছে

ভূমিসিক্তেও প্রকাশিত হয়। পক্ষিগণ এই সুস্থ জায়গায়
 আপন ২ চক্ষুর আকৃতি বিকৃতি করিতে পারে এবং সে
 রূপ করিলেও নিকটস্থ ক্ষুদ্র জন্তু ও দূরস্থ পক্ষি প্রভৃতি
 কেও দেখিতে পায়। আর তাহাদের শরীরের মধ্যে
 সর্ষদিগন্তিত যে বায়ুসমনীদ্বারা বায়ু কুস্কুনীতে প্রবেশ
 করে, তাহাদ্বারাও ইশ্বরের কোশলতা প্রকাশ পায়।
 কেননা শীঘ্র উড়নের সময়েও ইহাদ্বারা তাহাদের নিশ্বাস
 প্রস্থান নির্বিঘ্নরূপে চলে।

পক্ষিগণের উড়ুরন অতি আশ্চর্য্য এবং বিবেচনার
 যোগ্য হয়। যে ২ মাংসপেশীদ্বারা তাহাদের পক্ষের
 চালনা হয় সে সমস্ত অতি বৃহৎ, এবং কোন ২ পক্ষিতে
 সর্ষশরীরের ভারের সমান্য হয়। যে সময়ে পক্ষি
 ভূমিতে থাকিয়া উড়ুরনে ইচ্ছা করে, তৎকালে সে প্রথমে
 এক মু দিয়া পক্ষ বিস্তার করিয়া নীচে পক্ষের আঘাত
 করে, তাহাতে তাহার শরীর কিছু বক্র হয়। এই আ
 ঘাত সমাপ্ত হইলে সে পুনর্বার আপন পক্ষ উত্তোলন
 করে, উত্তোলন সময়ে পক্ষ সংকুচিত ও তাহার পাখ
 উত্থাপিত হইলে বায়ুহইতে অধিক বিঘ্ন পায় না। এবং
 উত্থাপিত হইলে পুনর্বার আঘাত করে, তাহাতে বায়ুর
 মধ্যে অগ্রে চলে। এই রূপ পুনঃপুনঃ আঘাত করিয়া
 আকাশে পুনঃপুনঃ লম্বু দেয়। সে যদি দক্ষিণদিকে
 যাইতে ইচ্ছা করে, তবে বাম পক্ষ বালতে আঘাত করে
 তাহাতে দক্ষিণে গমন করে। পক্ষিগণের পক্ষ জাহাজের
 হাইলসদৃশ, তাহাতে এই মাত্র বিশেষ আছে, জাহাজ
 হাইলের দ্বারা বামে কি দক্ষিণে গমন করে, কিন্তু পক্ষি

পক্ষদ্বারা উর্ধ্বে ও অধোভে গমন করে। পক্ষী যদি উর্ধ্বে উঠিতে ইচ্ছা করে, তবে পুচ্ছ নামায়; ও যদি নীচে নামিতে ইচ্ছা করে, তবে পুচ্ছ উর্ধ্ব করে; ও যদি সমান ঘাইতে ইচ্ছা করে, তবে পুচ্ছ স্থির রাখে। উড়ুয়ন সময়ে সে আপন পক্ষ বিস্তারিত রাখে। পুনরাহাত না করিলেও সমানরূপে কিছু দূর সাইতে পারে, কেননা অগ্নে সে গমনের বেগ প্রাপ্ত হয়, ও পক্ষ সমান হইলে তাহা বয়ুহইতে অধিক বাধা প্রাপ্ত হয় না। যে সময়ে সে নামিতে আরম্ভ করে, তৎকালে যদি ইচ্ছা করে তবে পুচ্ছদ্বারা পুনর্বার উঠিতে পারে, তাহাতে তাহার বেগ-শক্তি ব্যয় হইলে পুনঃ ২ দুই তিন বার পক্ষদ্বারা আহাত করে। পরে ভূমিতে উপস্থিত হইলে আপন পক্ষ ও পুচ্ছ বয়ুর বিরুদ্ধে বিস্তার করে, তাহাতে বাধা পাইয়া ভূমিতে বসিতে পারে।

পক্ষী খেচর ও জলচর এই দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। এই পক্ষী চারি বর্গে বিভক্ত হয়: প্রথম হিংস্র বাহাদেব চক্ষুর অগুভাগ বক্র ও ধারাল, যথা চিল ও গৃধ্র ও শ্যেন ও পেচক ইত্যাদি। দ্বিতীয়, কাকাদি, বাহাদেব চক্ষু পার্শ্বে ধারাল ও সংকোচিত ও উপরভাগে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত, যথা কাক ও ময়না ও কাঠচোকরা ইত্যাদি। তৃতীয়, চটকাদি, বাহাদেব চক্ষুর অগুভাগ বাণাগুর ন্যায় তীক্ষ্ণ, যথা চটক ও তালচাঁচ ও ঘুঘু ইত্যাদি। চতুর্থ, কুকুটাদি, বাহাদেব উপরের ওষ্ঠ বক্র, যথা কুকুট ও ময়ূর ও পেরু ইত্যাদি। জলচর পক্ষী দুই বর্গে বিভক্ত হয়; প্রথম, বকাদি, বাহাদেব চক্ষু কিঞ্চিৎ গোলাকার ও জিহ্বা

মোটী ও ঝরণ দীর্ঘ, যথা বক ও মারম ও কাদীয়া ইত্যাদি; ইহারা কদমস্থানে বাস করিয়া মাংস ও কোটাদি উদ্ধরণ করে। দ্বিতীয়, হংসাদি, তাহাদের চঞ্চু উপর ভাগে চেটাল ও চমুবিশিক্ট, যথা হংস ও বটন ও পানিভেলা ও গাংচিল ইত্যাদি; ইহারা কলে থাকিয়া মাংস ও কোট ও শৈবালাদি উদ্ধরণ করে।]

৩৪। পক্ষাদির কথা।

পক্ষগণ দন্তের সংখ্যা ও আকৃতি ও স্থানানুসারে বিভক্ত হয়, একারণ তাহাদের দন্ত দিবোনার যোগ্য হয়। তাহাদের দন্ত খাদ্যের নিমিত্তে তাহা কেবল নয়, শত্রু নিবারণে নিমিত্তেও হয়। হনু নামে বিখ্যাত দুই চালনীয় অস্থিতে দন্ত সকল বদ্ধ থাকে। অগ্নিহিত দন্ত খাদ্যচ্ছেদনাথে পারাল, এবং উপরিস্থ ও নীচস্থ দন্তের ধার একত্র হইতে পারে। এবং কুক্কুরদন্ত নামে তাহাদের উভয় পার্শ্বস্থ দন্ত কিঞ্চিৎ দাগ ও বানাগাকৃতি ও মাংসাদি বিদীর্ণ করিতে যোগ্য হয়। এবং হনুর পাশ্চাত্যে স্থিত যে দন্তদ্বারা চর্জিত হয়, সে সকল কামর দন্ত নামে বিখ্যাত হয়। যে পক্ষগণ লুণাদি ভোজন করে তাহাদের কষের দন্ত উপর ভাগে চেপ্টা হয়, কিন্তু তাহারা মাংস-মাশী তাহাদের দন্ত করাতের ন্যায় শক্ত ও বানাগাকৃতি কণ্টকময় হয়।

পক্ষগণের অন্তরস্থ সমুদয় অবয়ব পক্ষী, তাহাদের রক্তাশয় অন্তঃকরণহইতে রক্ত চলিয়া ধমনীদ্বারা সমস্ত

শরীরে ব্যাপ্ত হয়। পুনশ্চ অন্য শিরাদ্বারা প্রত্যাগমন করিয়া অন্তঃকরণে প্রবেশ করে। এই প্রকার গমনাগমন সময়ে রক্তহইতে নানা রস পৃথককৃত হয়, এবং স্বঃ রসায়ণে উপস্থিত হওনের কারণ ক্রমঃ পম্নীদ্বারা গমন করে। এই সকল রস শরীরের হিতার্থে ততি প্রদা-
জমীয় হয়। মুখের দ্বারা ক্ষুদ্রসীতে আকাশবায়ু গৃহীত হইলে সে স্থানে প্রাণদায়ক বায়ু ও তাপ পৃথককৃত হয়; কারণ প্রাণধারণার্থে বায়ুতে ও রক্তের দ্রবতা রক্ষার্থে তাপেতে প্রয়োজন হয়। এইরূপ পৃথক হইলে পর যে দূষ্ট বায়ু থাকে, তাহা নিশ্বাসদ্বারা বহিষ্কৃত হয়। এই প্রকারে যে বায়ুগৃহণ করা ও প্রাণদায়ক বায়ুকে ও তাপকে পৃথক করা ও দূষ্টবায়ুকে বাহির করা এই ক্রিয়া নিশ্বাস ও পুশ্বাস নামে প্রসিদ্ধ হয়। আর অন্ন জীর্ণ হইলে পর শরীর রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় যে অম্লের রস তাহা নিষ্কাশনীয় অংশ-
হইতে পৃথককৃত হয়। অন্ন দন্তদ্বারা চর্চিত হইয়া লাল্য-
দ্বারা শুবল হইলে পর এক নাড়ীর মধ্যদিয়া আমাশয়ে প্রবেশ করে, এবং সে স্থানে নূতন রসদ্বারা আরো আ-
ম্লীকৃত ও গলিত ও পেষিত হইলে নানাবিধ রস জন্মে, এই সমস্ত রস পকুরস নামে বিখ্যাত হয়। পরে এই সকল রস অন্য নাড়ীতে গৃহীত হইয়া ক্রমে রক্ত মাং-
সাদি হইয়া উঠে।

তাবৎ জন্তুর শরীরেতে নানাবিধ সমস্ত অঙ্গ আছে, সে সকলের নাম ককাল। তাহাদের সহিত মাংসপেশী যুক্ত আছে, সে মাংসপেশী অনেক তন্ত্র ও সূক্ষ্ম চর্মেতে যুক্ত রক্তবৎ শিরা হয়। তাহারা চালিত হইয়া সকল

অঙ্কে চালনা করে এবং তাহাদের সহায়তাব্যাপ্ত পশু এক স্থানহইতে অন্য স্থানে গাইতে ও ইচ্ছানুসারে সমস্ত কৰ্ম্ম করিতে সমর্থ হয়। মেঘদণ্ডহইতে মস্ককের মজ্জাতে মিলিত যে অতি সূক্ষ্ম শিরা সকল, তাহাদ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় জ্ঞান জন্মে; কি প্রকারে ও কেন জন্মে তাহা বিদ্যাদ্বারা বোধ হইতে পারে না।

[পশু সাত বর্ণেতে বিভক্ত হয়। প্রথম বর্ণের উভয় পাটীতে অগ্নুদন্ত চারি দন্ত থাকে, ও তাহাদের এক ২ পাশ্বে কুক্কুরদন্ত নামে এক ২ দন্ত থাকে। দ্বিতীয় বর্ণের অগ্নুদন্ত হয় না। তৃতীয় বর্ণের উভয় পাটীতে অগ্নুদন্ত ছয় দন্ত থাকে, এবং তাহাদের এক ২ পাশ্বে এক ২ কুক্কুরদন্ত থাকে। চতুর্থ বর্ণের উভয় হনুতে দুই ২ অগ্নুদন্ত থাকে, কুক্কুরদন্ত থাকে না। পঞ্চম বর্ণের উপর পাটীতে অগ্নুদন্ত তিন না ও গুর দ্বিগুণ হয়। ষষ্ঠ বর্ণের উভয় পাটীতে অগ্নুদন্ত অতি অতীক্ল হয় ও গুর দ্বিগুণ হয় না। সপ্তম বর্ণের চরণের পারবর্ত্তে ডেনা ও মস্ককের উপর-ভাগে ছিদ্র ও লাজুল চেপ্টা হয়। ১ বথা, যথা বানর ও চামচীকা। ২, যথা গাণ্ডার ও হস্তী। ৩, যথা কুক্কুর ও বিড়াল ও ভালুক। ৪, যথা শশক। ৫, যথা ছাগ ও মেঘ ও গো ও উষ্ট্র। ৬, যথা অশ্ব ও শূকর। ৭, যথা মকরাদি।]

৩৫। কিমিয়া বিদ্যার কথা।

মিশ্রিত বস্তু বিবেচনা করণের অগ্রে তাহাদের নাম রাখিবার নিয়ম জ্ঞাতব্য হয়। মেঘদণ্ডের মরল ও জ্ঞান-

সূচক হয়। অক্সিজেন বিশিষ্ট দুব্য সকল আসিদ্ ও
 অকসিদ্ এই দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। কলতঃ সান্ন
 হইলে আসিদ্ নামে খ্যাত হয়, ও নিরস্ন হইলে অকসিদ্
 নামে খ্যাত হয়। ইহার উদাহরণ : লৌহ ও অক্সিজেন
 এই উভয় মিশ্রিত হইলে যে নিরস্ন দুব্য জন্মে তাহার
 নাম লৌহের অকসিদ্, এবং অক্সিজেনে মিশ্রিত যে ১
 দুব্য হইতে আসিদ্ সকল উৎপন্ন হয়, সেই ২ দুব্যানুসারে
 তাহার নাম হয়, অর্থাৎ সেই দুব্যের নামের অন্তে ইক্
 এই বিভক্তি যোগ করিলে নাম হয়। ইহার উদাহরণ ;
 সুলফর অর্থাৎ গন্ধক এবং অক্সিজেনেতে যে আসিদ্
 জন্মে, তাহার নাম সুলফুরিক্ আসিদ্। এক দুব্য হইতে
 যদি দুই প্রকার আসিদ্ নিষ্কাশ হয়, তবে ইক্ ও উয়
 এই দুই বিভক্তিদ্বারা অক্সিজেনের পরিমাণ জানা যায়।
 ইহার উদাহরণ ; সুলফুরিক্ আসিদেতে অধিক অক্সি-
 জেন থাকে, এবং সুলফুরিক্ আসিদেতে ন্যূন পরিমাণে
 অক্সিজেন থাকে। ধাতুভিন্ন অমিশ্রিত দুব্য যদি পরস্পর
 কিম্বা ধাতুতে কিম্বা ধাতুর অক্সিদেতে মিশ্রিত হয়, তবে
 সেই মিশ্রিত দুব্যের নামের অন্তে উরেৎ এই বিভক্তি
 যোগ করিতে হয়। ইহার উদাহরণ, লৌহের সুলফুরেৎ
 অর্থাৎ গন্ধকমিশ্রিত লৌহ। পূর্বকালে অকসিদ্ সকল ও
 সুলফুরেৎ সকল অন্যপ্রকার নামবিশিষ্ট ছিল, অর্থাৎ
 কক্সরক্তাদি বর্ণানুসারে তাহাদের নামভেদ হইত, কিন্তু
 এখন গ্রীক ভাষার অক্সবাচক শব্দদ্বারা তাহাদের নামভেদ
 হইয়া থাকে; যথা, প্রতকসিদ্ দুয়কসিদ্ ত্রীত্যকসিদ্
 শিরকসিদ্, অর্থাৎ প্রথমাকসিদ্ ও দ্বিতীয়াকসিদ্ ও

তৃতীয়াক্সিদি ও পর্যাঅক্সিদি । এইরূপে সুলফুরেতাদির ও নামভেদ হয় । যদি আক্সিদি আলকালীর বা মৃত্তিকার বা, কোন ধাতুর অক্সিদের সহিত মিশ্রিত হয়, তবে নানা প্রকার লবণ জন্মে ; এইরূপ যে লবণের মধ্যে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন থাকে, তাহার নামান্ত্রে এই এই বিভক্তি যোগ করিতে হয় ; এবং তাহার মধ্যে ন্যূন পরিমাণে অক্সিজেন থাকে, তাহার নামান্ত্রে আইং যোগ করিতে হয় । ইহার উদাহরণ : ক্লোরের সালফেৎ এবং ক্লোরের সালফাইৎ, এই দুইয়ের মধ্যে ক্লোরের সালফেৎ ক্লোরামিশ্রিত সালফুরিক অক্সিদিহইতে উৎপন্ন হওয়াতে তাহার মধ্যে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন থাকে, এবং ক্লোরের সালফাইৎ ক্লোরামিশ্রিত সালফুরিক অক্সিদিহইতে উৎপন্ন হওয়াতে তাহার মধ্যে ন্যূন পরিমাণে অক্সিজেন থাকে ।

৩৬ । আলকালীর কথা ।

পটাশ ও সোদা ও আম্মোনিয়া নামে তিন প্রকার আলকালী আছে । যে আলকালী আকাশবারুদ্বারা কর্ণন হয় তাহার নাম স্থির আলকালী ; এবং পটাশ ও সোদা তদ্রূপ হয় । এই দুই বস্তু ধাতুতে ও অক্সিজেনেতে মিশ্রিত হয় । আম্মোনিয়া স্বাভাবিক এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম বায়ু, এই নিমিত্তে তাহার নাম স্থির আলকালী । তাহা হৈদ্রোজেনেতে ও নৈত্রোজেনেতে মিশ্রিত বস্তু হয় । সমস্ত আলকালীর এক রূপ গুণ, আলকালী স্বাদেতে কটু ও তীব্র, ও ঘ্রাণেতে উষ্ণ, এবং চর্ম্ম ও মাংস

দ্রবকারী, এবং পাত্রনির্মিত নীলজলে মিশ্রিত হইলে তাহাকে হরিতবর্ণ করে : এবং আসিদের সহিত সহজে মিলিত হয় ; মিলিত হইলে তাহাতে আলকালী বা আসিদের গুণ প্রবল হয় না, এমনত নানা প্রকার লবণ হয়।

পতাশ অর্থাৎ ক্রার শুষ্ক হইলে চূর্ণবৎ শুক্লবর্ণ হয়, কিন্তু অশুক হইলে নানা প্রকার বর্ণ হয়। আকাশবায়ুস্থ জলীয় বাষ্পের কারণ তাহাকে চূর্ণবৎ শুক্লবর্ণ রাখা অতি কঠিন হয়। ঐ পতাশ তৃণাদির ভস্মহইতে উৎপন্ন হয়। পং শব্দের অর্থ পাত্র ও আশ শব্দের অর্থ ভস্ম, অতএব যে শাক পাত্রে ভস্ম হয় তাহার নাম পতাশ। এই পতাশ অতি অশুক হইলে পেল্লাশ নামে খ্যাত হয়, ঐ পেল্লাশ বস্ত্রহইতে চিকুন বস্ত্র দূর করিতে সমর্থ হয়। পতাশ সহজে তৈলে ও মেদেতে মিশ্রিত হয়, মিশ্রিত হইলে সাবান উৎপন্ন হয়। এবং এই পতাশদ্বারা কাচ জন্মে, ফলতঃ বালুক ও অগ্নিপুষ্ক হইতে যে মৃত্তিকা লব্ধ হয়, ঐ পতাশ তাহাতে মিশ্রিত হইলে কাচ জন্মে। যে পতাশ সপুড তৈলেতে মিশ্রিত হইলে নিকপুড সাবান উৎপন্ন হয়, তাহাই নিকপুড অগ্নিপুস্তরেতে মিশ্রিত হইলে সপুড কাচ উৎপন্ন হয়। নৈত্রিক আসিদের সহিত মিশ্রিত হইলে সোরা উৎপন্ন হয়।

সোদা ও পতাশ প্রায় একাকৃতি, এবং আসিদের সহিত মিশ্রিত সোদাহইতে উৎপন্ন যে বিশেষ লবণ (অর্থাৎ সাজী মাটী) কেবল তাহা দ্বারা নিণীত হয়। সোদার প্রধান আকর সমুদ্র, এবং সমুদ্রস্থ এক প্রকার আসিদের সহিত সোদা মিশ্রিত হইলে সমুদ্রীয় লবণ উৎপন্ন হয়,

এই কারণে সন্দের কাবঃ কল লবণের আবাদ যুক্ত হয়।
 পরন্তু যেমন স্থলের ভূত্বক হইতে পতাপ উৎপন্ন হয়,
 তদ্রূপ সন্দের শৈবালভূত্ব হইতে সোদা উৎপন্ন হয়, এই
 সোদাকারাও লবান ও কাচ উৎপন্ন হয়। যে শৈবাল-
 হইতে সোদা জন্মে, তাহাকে ইংরাজ লোকেরা সোদা
 বলে ও আরবি লোকেরা কালী বলে, তন্নিমিত্তে তাহা
 প্রকার কালী আলকালী নামে বিখ্যাত হয়।

হরিনশত্রের লব্ধ নামে বিখ্যাত যে আয়োনিয়া নামে
 আয়োনিয়র লবণ অর্থাৎ নোষানর হইতে উৎপন্ন এক
 প্রকার মিশ্রিত বস্তু। ঐ লবণ পূর্বে লিবিয়া দেশের
 আয়োনিয়া স্থান হইতে আনীত হইত, এই নিমিত্তে তাহা
 আয়োনিয়া নামে বিখ্যাত হয়।

৩৭। মৃত্তিকার কথা।

মৃত্তিকা সিলেক্স ও আলুমিন ও বাটেরিস্ ও লৈম
 ও ম্যাগ্নেচিয়া ও জিপ্সিস্ ও ইত্রিয়া ও গ্লুসিনা ও সিলিকা-
 নিয়স্ নামে নয় বর্ণে বিভক্ত হয়। পূর্বেকালীন লোক-
 তেরা এই সমস্ত মৃত্তিকাকে অমিশ্রিত বস্তু জ্ঞান করিত,
 কিন্তু সমস্ত মৃত্তিকাই অকসিফেন যুক্ত ধাতুতে মিশ্রিত
 আছে, ইহা কিসিয়া বিদ্যাদ্বারা এইরূপে নিশ্চিত হয়, তা-
 হাতে কিসিয়া বিদ্যার প্রকাশ পাইতেছে। এই মৃত্তিকা
 নামে যেমন মৃত্তিকাকে বুঝায় এমন নহে, পরন্তু ও যে
 মৃত্তিকার আদিমাতী ও স্ট্রেট ও বালুকা ও অগ্নি-
 কামারের মৃত্তক আদি মৃত্তিকার প্রকার প্রকার

আছে, ও বহু প্রকারে প্রাণের বহু আছে সকলকেই
বুঝার। এবং এই অসম্প্রতিত কালমিত্ত ১২ কাহাইতে
মহামূল্য হস্তাশিষ্ট উপায় হয়, এ অতি আশ্চর্য্য। এবং
সমস্ত রূপাশেকা মহামূল্য যে হীরক সে শুধু অকার্য্যমাত্র,
ইহা কি অধিক আশ্চর্য্য নয়? মতিফল সমস্তই অদাহ্য
বস্তু, এবং সকলের মধ্যে আলোকালী গুণ আছে, তদ্-
দ্বারা তাপ উত্তমরূপে পরাবৃত্ত হয়, এই নিমিত্তে ঘাসের
অগ্নিবৃত্ত লাগাতে অধিক তাপ থাকে।

৩৮। আঁসিদের কথা।

যে দুই অঙ্গুরসমূহ হইয়া লিঙ্গমন্ কালজকে রক্তবর্ণ
করে, ও আলোকালীর গুণ বিনোদ করে, সে আঁসিদ
নামে বিখ্যাত হয়। কিন্তু কোন ২ কৃষ্ণসিদ্ধ আদুবণীয়
আদুবণীয়তা প্রযুক্ত অল্প হয় না, ও কালজকে রক্ত-
বর্ণ করে না, এই কারণে যে বস্তু আলোকালীর সহিত মিশ্রিত
হইলে রক্তবর্ণ জন্মায়, ও দুর্ভীত হইলে অল্প হয়,
এক ১ কালজকে রক্তবর্ণ করে, তাহাকেই আঁসিদ কহিতে
হয়। আঁসিদের এই সাধারণ গুণ; আঁসিদ জলেতে মিশ্রিত
হইতে পারে ও মিশ্রিত হইয়া তাহার বস্তু ও তাপ
জন্মাইতে পারে, এবং অল্প জলেতে দুর্ভীত ও বায়ু-
জন্ম হইতে পারে, এবং শাকের মীল ও মিশ্রিত ও বেগু-
মীল মনকে পোষিতরূপে করিতে পারে। কৃষ্ণসিদ্ধদের
মিশ্রিত ইচ্ছাভেদ ও অকার্য ও বস্তু মিশ্রিত করিলে যে
আঁসিদ উপায় হয়, সেই ২ আঁসিদ সকলশ্রেষ্ঠ হয়।

‘কার্বনিক’ আসিদ, ‘সাইট্রিক’ পুষ্ককালে আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ তীব্রজল কহিত, এবং এই দেশে বাহাকে দ্রাবক কহে, তাহা নৈক্সিজেন ও অক্সিজেনহইতে উৎপন্ন হয়, তাহা শুষ্ক হইলে জল অপেক্ষা অধিক ঘন হয়, এবং বর্ধরহিত ও বিষবৎ ও অতিজারক হয়। কিন্তু শিল্প-কর্মেতে কন্মণ্য হয়, ফলতঃ তাহাতে অক্সরাতি কটনে ও বস্ত্রকলাওনে এবং ধাতুখননেতে ও ধাতুপরিষ্কারে ও নানা উদ্দেশিতে কন্মণ্য হয়, এবং কিমিয়া নির্যাত্তে পুরোজনীয় হয়, কেননা তদ্বারা ধাতু সহজে পরীক্ষিত হয়, সে প্রথমে আপনাইতে অক্সিজেন পৃথক করিয়া ধাতুদিগকে দেয়, পরে অক্সিদের গুণ বিনষ্ট করে।

কার্বনিক অর্থাৎ অজারীয় আসিদ অতি সূক্ষ্ম বায়ু হয়, তথাপি জলেতে লীন হইয়া এক দুর্জল আসিদ কন্মায়। এই আসিদ চূর্ণপুস্তর ও খড়িপুস্তর ও শ্বেত-পুস্তরাদি অনেক দ্রব্যহইতে লভ্য হয়, ও তাহাদের শতাব্দের মধ্যে চল্লিশ অংশ লভ্য হয়। এবং প্রাণিদের প্রব্রালের মধ্যে এই আসিদ আছে, তন্নিম্ন মৃত শরীর ও স্নান পত্রাদিহইতেও জন্মে। এবং আকাশবায়ুতে লক্ষ্য হইতে পারে, ইহার প্রমাণ এই; যদি এক অনাচ্ছাদিত পাত্রস্থ দুর্জল বায়ুতে স্থাপিত হয়, তবে তাহার উপরে সর্বত্র ন্যাক্ষেপে বস্তু উৎপন্ন হয় সে হইল অজারীয় বায়ু বিখ্যাত হয়। ঐ আসিদ হীমসিক্ত নিম্নে ও প্রাণ বিনষ্ট করিতে শক্তিমান হয়। তাহা আকাশবায়ুহইতে ঘন হইয়া নিম্নস্থানে থাকে, এবং লক্ষ্য হইতে পারে ও পুরাতন কুল ও আকর এই সকল স্থানে

থাকে, এবং তাহা প্রাণসহায়তা শরীরে প্রবর্তিত হইলে অপকারক হয়, এই নিমিত্তে সেই প্রকার দুষ্ক বায়ুতে পরিপূর্ণ স্থানে কো কেহ প্রবেশ করে, তাহার প্রাণ বি-
নষ্ট হয়। জলাদি যে কোন দ্রব্যস্থ ভারদ্বারা সংগত
মিশ্রিত হয়, তাহার সেই ভার দূরীকৃত হইলে সে পুনঃপ্রায়
তাহাইহইতে মুক্ত হয়। সোদা-কল ও জিঞ্জিরা-বীর ও
পেচন ও শাচ্ছেন মদিরা ইত্যাদির গুণি গুলিলে সে
কোনোক্রমে হয় সে কেবল এই আসিদের তেজের দ্বারা
হয়। এবং বীর ও পোস্তুর ও এল এই সমস্ত পেয়
দ্রব্যের বে তেজ তাহাও এই আসিদহইতে জন্মে, এই
নিমিত্তে এই সমস্ত পেয় দ্রব্য যদি পাত্রে আনাচ্ছাদিত
থাকে, তবে এই আসিদের নিগমনদ্বারা বিকৃত হয়।

যে গন্ধকীয় আসিদ পুরে তৃতীয়ার তৈল নামে বি-
খ্যাত ছিল, তাহা প্রায় সর্বত্র প্রাপ্য হয় না, কেবল অগ্নিপাক-
শালী নিকটে সর্বত্র প্রাপ্য হইয়া পায়। এই আসিদ
দ্রব্যে মিশ্রিত অনেক প্রাপ্য হয়। কিমিয়া বিদ্যানুসারে
ইহা অন্য আসিদহইতে শক্তিমান হয়। এবং আম-
শ্রিত হইলে প্রবল দাহকতা শক্তি বিশিষ্ট হয়, ও তাহা
লক্ষ করিলে মাংস ও শাক বিকৃত হয়, অর্থাৎ তদ্ব-
দ্বারা জল ও জল শূন্যক হয়। তাহা অতি সহজে
জলেতে মিশ্রিত হয়, ও মিশ্রিত হওন সময়ে অত্যন্ত তাপ
উৎপন্ন করে। এবং জলাকর্ষণশক্তিদ্বারা বরফকে অতি-
শীঘ্র দূরীকৃত করে, ও বিশেষ পরিমাণে বরফের সহিত
মিশ্রিত হইলে অত্যন্ত শীত জন্মায়, এবং আকাশবায়ু-
হইতে জলীয় বায়ু সকল আপনীর নিকটে শীঘ্র আকর্ষণ

করিয়া গুলি করে, অতঃপর সেই বস্তু জলের বায়ু করণ-
 দ্বারা বিশুদ্ধ করিতে চাহে, তবে এই আসিদ্ধ দ্বারা তাহা
 করা যায়। এই আসিদ্ধ জলাকর্ষণশক্তি দ্বারা অতি ক্রমশঃ
 হয়, এবং চক্ষুকে দৃষ্ট করে, ও ইথর নামক বস্তু উপস্থিত
 করে, ও তাবৎ মাংসকে বিকৃত করে।

৩৯। মিশ্রিত বস্তুর কথা।

মিশ্রিত বস্তু অসংখ্য আছে, তাহাদের মধ্যে আকাশ-
 বায়ু ও জল এই দুই প্রধান হয়।

১। আকাশবায়ুর কথা। বায়বৎ যে দুব্য আকর্ষণ দ্বারা
 পৃথিবীর নিকটে থাকিয়া পৃথিবীকে বেষ্টিত করে, এবং
 পৃথিবীর সত্ত্বিত সূর্য্যকেও প্রদক্ষিণ করে, তাহার নাম
 আকাশবায়ু। পূর্বে প্রাচীন লোকেরা বায়ুকে পঞ্চভূতের
 মধ্যে এক অমিশ্রিত ভূত জ্ঞান করিত, কিন্তু বায়ু মিশ্রিত
 বস্তু ইহা নব্য কিম্বা বিদ্যা দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে,
 কেননা বায়ু অক্সিজেন ও নৈত্রজেনেতে মিশ্রিত আছে,
 ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শুদ্ধ আকাশবায়ুর এক শত
 অংশের মধ্যে অক্সিজেনের ২০ অংশ ও নৈত্রজেনের
 ৮০ অংশ থাকে, কিন্তু বায়ু শুদ্ধ না হইলে এপ্রকার
 থাকে না। আর আকাশবায়ু কখন সঙ্গুর্ণরূপে শুদ্ধ হই
 না, কেবল বায়ু বা অধিক অস্বাভাবিক আসিদ্ধ সত্ত্বিত
 দ্বারা শুদ্ধ থাকে, এবং জলের বায়ু ও পুষ্কাদির গন্ধ
 বায়বৎ সত্ত্বিত পরমাণু ইত্যাদিতে মিশ্রিত থাকে।
 অস্বাভাবিক আসিদ্ধ এক শত অংশের মধ্যে এক অংশ

অধিক কখন থাকে না, বরং সর্বদা অধিক ন্যূন থাকে। আকাশবায়ুতে যে অক্সিজেন গাস থাকে, তাহাইহইতে আকাশবায়ুর তাবৎ কিমিয়া গুণ হয়। যে বায়ুহইতে এই অক্সিজেন গাস নির্গত হয়, তাহার মধ্যে প্রাণস্বরূপ হইতে পারে না, ও অগ্নি জ্বলে ন ও কোন দাও উত্তপ্ত হইয়া অক্সিজেনযুক্ত হয় না।

প্রাণধা। - নিম্নোক্ত অক্সিজেন কেমন প্রয়োজনীয় তাহা কলিকাতার কাশাগারস্থ দূঃখিলোকদেব মৃত্যুধারা সঙ্কটরূপে দৃষ্ট হইতেছে। ইং ১৭৫৬ শালের জুন মাসের ২০ দিনের ৮ ঘণ্টা রাজ্রিতে এক শত চোয়ার্লিশ ইংরাজ লোক ১৮ চরণ দীর্ঘ ও ১৮ চরণ প্রস্থ এমন এক কারাগারে বন্দী হইল। তাহাতে এই দুঃসহ্য কারাগারে অল্পক্ষণ থাকিলে প্রত্যেক জনের অত্যন্ত যন্ত্র হইল, এবং যন্ত্রদ্বারা সকলে অতিশয় তৃষ্ণা হইল, ও কটকট নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের এমনকি অত্যন্ত উন্মত্ততা জন্মিল যে তাহারা আপনাদিগকে বধ করাইয়া এই দরবার দূঃখ শেষ করণার্থে দৌবারিক সিপাহিদিগকে অত্যন্ত কটু গালি দিতে লাগিল, এবং নরায়ণ ও তাহার সেনাপতির নানাবিধ নিন্দা করিতে লাগিল। পরে রাজ্রির ১১ ঘণ্টার পূর্বে প্রায় তিনাশের লোকের মৃত্যু হইল, এবং প্রাতঃকালে ৬ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের অবশিষ্ট কেবল ২০ জন সীমিত থাকিল, কিন্তু তাহারাও অত্যন্ত দুঃখ ভাবে পীড়িত হইল।

যাহার ও অত্যন্ত যন্ত্র তাহা প্রায় অক্সিজেনের দ্বারা উৎপন্ন হয়, বস্তুনি অক্সিজেন

প্রাপ্তরূপার্থে অতি শ্রেষ্ঠ হয়, তথাপি তাহাদ্বারা নানাদা
সম্বন্ধে বায়ুর স্বাস্থ্যজনকতা থাকে না। আকাশবায়ুর
মধ্যে অক্সিজেনের যে পরিমাণ থাকে, তাহাই পৃথিবীর
সম্বন্ধে দেশের সম্বন্ধে সমান হয়। উক্ত পদার্থের উপরিস্থ
বায়ু ও অতি নিম্ন ভূমিস্থ বায়ু এ উভয়েতেই সমান
পরিমাণ অক্সিজেন থাকে। এবং মিসরদেশের আকাশ-
বায়ু ও ফ্রান্সদেশের আকাশবায়ু এ উভয়েই সমান হয়।
আর জঙ্গলবায়ুতে ও রোগবিশিষ্ট স্থানের বায়ুতে যে
দুৰ্গন্ধ থাকে, তাহা অক্সিজেনের ন্যূনতাহইতে উৎপন্ন
হয়, এমনত নহে; তবে কি কারণে হয়, তাহা অদ্যাবধি
কিমিয়া বিদ্যাদ্বারা নিশ্চিত ও বোধগম্য হয় নাই।

দহন ও নিশ্বাস প্রশ্বাস তাগাদি যে নানা কন্মের নি-
মিত্তে অক্সিজেনের প্রয়োজন আছে, তত্ত্ব কন্মোতে তাহা
ব্যয় হয়। অতএব যদি কোন ২ কারণেতে নূতন ২ অক-
সিজেনের উৎপত্তি না হয়, তবে কেবল তাহার ক্ষয় হও-
য়াতে আকাশবায়ু দুৰ্গন্ধ হইবে ইহা স্পষ্ট বোধ হয়। এই
কারণ ব্যয়েতে যত বিনষ্ট হয়, তাহার পরিবর্তে নূতন ২
তত উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই নূতন ২ অক্সিজেনের আতর
কি ২, এ বিষয়েতে অদ্যাপি সন্দেহ থাকে, তথাপি এক-
প্রকার দুৰ্গন্ধইতে অর্থাৎ নবীন শাকপত্রাদিহইতে উৎ-
পন্ন হয়, ইহা নিশ্চিত হইয়াছে। সতেজ শাক সবুজ
দিবসে আহার্যিক আসিদ গৃহণ করে, এবং আপনাব
রক্ষার্থে অজারীয় আসিদের গাস ব্যবহার করিয়া তা-
হাতে যে অক্সিজেন আছে তাহা নিগত করে। রাত্রিতে
তাহার বিপরীত ব্যবহার হয়; রাত্রিকালে অক্সিজেনের

গাস গুল করে, এবং আঙ্গারিক আসিদের গাস নির্গত করে। তথাপি শাকপত্রাদি দ্বিবারাজির মধ্যে আঙ্গারিক আসিদ অপেক্ষা প্রচুর অক্সিজেন নির্গত করে আমাদের প্রস্তুত বোধ হয়।

২। জলের কথা। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এই দুই দ্রব্য দ্বারা জল নির্মিত হয়, কিম্বা বিদ্যাদ্বারা ইহা নিশ্চিত হইয়াছে। যদি ভারদ্বারা নিশ্চিত হয়, তবে অক্সিজেনের ৮ অংশ ও হাইড্রোজেনের ১ অংশ লইতে হইবে; কিন্তু যদি বিস্তারিতদ্বারা নিশ্চিত হয়, তবে অক্সিজেনের ১ অংশ, ও হাইড্রোজেনের ২ অংশ লইতে হইবে। কিম্বা বিদ্যাতে জলকে অতি কম্পন্য কহে, তাহার এই কম্পন্যতা আকর্ষণশক্তি ও তাহার উৎপাদক অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনহইতে ভাঙে। তাহা অনেক দ্রব্যের মিশ্রিত হয়, কখন অনিশ্চিত পরিমাণে কখন বা নিশ্চিত পরিমাণে মিশ্রিত হয়। যদি সোদা ও সালফিউরিক অ্যাসিড ও সালফোনীত ও সালফোনীকৃত স্ক্রুটিকমর লবণে মিশ্রিত হয়, তবে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যে জল নুতনপতিত বরফহইতে কিম্বা আকাশের মধ্যে পরিষ্কৃত পাত্রে পতিত বর্কিহইতে লভ্য হয়, সে সর্বলহইতে উত্তম। যদিপি সর্বাপেক্ষা উত্তম পরিষ্কৃত তথাপি সর্বতোভাবে শুদ্ধ নহে; কেননা বায়ুদমকনের পাত্রে পতিত হইলে তাহাহইতে গ্যাসের বুদ্ধবুদ্ধ উঠে, ও সেই গ্যাসেই আকাশবায়ু অপেক্ষা অধিক অক্সিজেন থাকে। আর যে জল ভূমিতে পতিত হইয়া ভূমির ও লবণের পরমাণুতে মিশ্রিত হয়, সে কেবল

বান্ধকরণদ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে; এবং বান্ধকরণদ্বারা যে জল লব্ধ হয়, সে সততই সার্বভৌমিক শুদ্ধ আছে।

তাপের দ্বারা জলের যে বিকার হয়, তাহা আমাদের বিবেচনার যোগ্য হয়। দেখা, সকল বস্তুই তাপদ্বারা বিস্তারিত হয়, ও তাপের অভাবে সঙ্কুচিত হয়, ইহা সাধারণ বিধি আছে। কিন্তু এ বিধি জলেতে সর্বপ্রকারে সম্বৎ হয় না। জলের উপরে হিমাদি ভাসিয়া যায়, সুতরাং কল অপেক্ষা হিমাদি লঘু হয়, ইহা স্মৃতি হয়। এবং জমনের সময়ে তাহার বিস্তারতা দশাংশের মতপ্রায় একাংশ বৃদ্ধি পায়। আর যেৰূপ বলেতে এই বৃদ্ধি হয়, তাহাও আমাদের বিবেচনা করা উচিত। বয়েল সাহেব তিন বুরুল-ব্যাঙ্গ গোলাকৃতি এক পিত্তনের শিশি নিম্মান করিয়া এক শিশি জল পরিপূর্ণ করিয়া দৃঢ়রূপে তাহার মুখে ছিপি দিলেন; ঐ ছিপির উপরে ষড়্যপি ৩৭ মের ভান ছিল, তথাপি ঐ জল জমিবার সময়ে তাহার হেজ্জেতে সে ছিপি দূরীকৃত হইল। এবং অত্যন্ত শীতের সময়ে জলের নল ও সেতু ভগ্ন হয়, তাহা যে কেবল জল জমনের তেজ্জেতে হয় ইহা আমরা জানিতে পারি। এবং কেবল জমনের সময়ে জলের বিস্তারতা হয় এমন নহে, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বেও হয়। হোপ সাহেব লবণরীক্ষাদ্বারা এইরূপ লিখিত আছে, প্রায়মাপক যন্ত্রের ৪০ অঙ্ক পর্যন্ত জল বিদ্যমানতার তাপের হ্রাসভাতে হ্রাস পায়, এবং ৪০ অঙ্কের পরে তাপের বৃদ্ধি হ্রাস হয় বিস্তারতার তত বৃদ্ধি হয়।

জমিবার সময়ে পরমাণুর একরূপ নূতন সংস্থাপন

জলের বিস্তারতা হয়। হিমালী কেবল স্ফটিকবৎ জল, তাহার জমনের সময়ে সমস্ত পরমাণু শ্রেণীরূপে স্থাপিত হয়, এবং এক শ্রেণী অন্য শ্রেণী পার হইয়া যায়, এই কারণে তাহাদের অধিক স্থানের প্রয়োজন হয়। জমনের সময়ে শ্রেণীরূপে স্থাপিত হওনার্থে অধিক স্থানের প্রয়োজন হয়, ইহা বুঝা যায়, কিন্তু জমনের কিঞ্চিৎ পূর্বে তাহার বিস্তারতা কেন হয়, তাহার কারণ কেহ বিশেষরূপে বুঝিতে পারে না। জমিবার পূর্বে কলীয় পরমাণু শ্রেণীরূপে বদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, ইহা অনুমান হয়; কিন্তু শীতদ্বারা জলের বিস্তারতা কেন হয়, ইহার কারণ যাহা হউক ফল স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। যদি জল শীতের আধিক্যানুসারে অধিক গুরু হইত, তবে আমাদের অনেক হিতের হানি হইত, এবং প্রাণের শঙ্কাও হইত। যে সময়ে শীতদ্বারা নদীর ও হ্রদাদির জলের উপরিভাগ হিমালী হয়, তৎকালে যদি তাহার অধিক গুরুতা হইত, তবে এ গুরুতা প্রযুক্ত সে জলের তল পর্যন্ত নাগিত; এবং তাহার মধ্য হওনের পর জলের উপরিভাগ হিমালী হইলে সেও নিজ গুরুতা প্রযুক্ত নিচে মধ্য হইত। এইরূপে ক্রমে নদীর সমুদয় জল হিমালী হইত; এবং তদ্রূপে অন্যান্য সমস্ত জলও হিমালী হইত, তাহা হইলে গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড তাপেতেও সে হিমালী দূর্ব হইত না। তাহাতে নদীহইতে আমাদের যে উপকার তাহা একেবারে বিনষ্ট হইত, ও অল্প বয়সের মধ্যে পৃথিবীর সমুদয় জল হিমালী হইত। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য সকল বস্তুর বিভিন্ন বিশেষত্ব জলের এই

এক বিশেষ বিধি স্থাপন করিয়াছেন; তাহা হিঙ্গানী হইলে ভাল, তৎপ্রযুক্ত শীততা জলের অপেক্ষা অধিক নষ্ট হইতে পারে না; তাহার এই কৌশলেতে আমাদের অমঙ্গলের নিবারণ হয়। জলের নিম্নিত্তে পরমেশ্বরের স্থাপিত এই বিশেষ বিসিদ্ধারা তাহার অসীম জ্ঞান এবং লোকদের হিতার্থে তাহার অনুগ্রহ আতি আশ্চর্যরূপে প্রকাশিত হয়।

৪০। জাহাজীয় লোকদের কম্পান্ অর্থাৎ দিগনিরূপণযন্ত্রের কথা।

কাল্পানিয়া প্রদেশীয় আমাশি নগরে কুাবীয়-জাবীয় নামে এক ব্যক্তি ১৩০২ শকে প্রথমে দিগনিরূপণযন্ত্র নির্মাণ করিল, ইহা ইতালিয়া দেশীয় লোকেরা কহে; কিন্তু বিনিচীয়া দেশীয় মার্ক পোলো নামক ব্যক্তি চীনদেশে যাত্রা করিয়া ১২৬০ শকে তথায়হইতে এই যন্ত্র আনয়ন করিল, ইহা অন্য লোকেরা কহে। এবং ফ্রান্স লোকেরা কহে, আমাদের দেশে এই যন্ত্র নিম্নিত হইল, যন্ত্রের উপরে লিখিত পুস্তকই তাহার প্রমাণ হয়। তাহাতে ইংরাজ লোকেরাও তদ্রূপ কহিলে কহিতে পারে, এই যন্ত্র প্রথমে আমাদের দেশে নিম্নিত হইল, তাহার নামই জাহাজ প্রমাণ হয়, কেনন। সকল লোক তাহাকে কম্পান্ বলে। ভাল ইহার নির্মাণকর্তা যে ইউক, ও ইহার নির্মাণ সময় যাহা ইউক, ১৪২০ শকের পূর্বে অর্থাৎ ছাপাযন্ত্র আরম্ভ হওনের কিঞ্চিৎ পূর্বে ইউরোপদেশীয় জাহাজে এই যন্ত্রের ব্যবহার প্রায় ছিল না।

এই নিম্নলিখিত পৃথিবীর প্রায় তাবৎ
 দেশ ভ্রমণ করা গিয়াছে, ও অতি দূরস্থ দেশের সহিত
 বাণিজ্য করিতেছে। প্রধান দেশীয় লোকদের যে বিশেষ
 জাহাজে ভ্রমণ করে, তাহাতে যাত্রা করণই তাহার মূল-
 কারণ হয়। চীন লোকেরা এমত যন্ত্র পাইলেও মহা-
 সমুদ্রে গমনাগমন করে না, এই নিমিত্তে তাহার অন্য
 পর্য্যাপ্ত বালকবৎ আছে। যাপানীয় ও মালয়ে লোকেরা
 যে পূর্বদেশীয় লোকাপেক্ষা বাণিজ্যকর্ম্মে সাহসী হয়,
 এবং অন্য পর্য্যাপ্ত জাহাদের অনেক লোক সমুদ্রের
 উপরীপে থাকে, তাহার কারণ এই, তাহারা বহুকাল-
 বধি পুণ্ডীয় মহাসমুদ্রে জাহাজীয় কর্ম্ম করিয়াছিল।
 এবং আফ্রিকার লোকেরা অজ্ঞান আছে, কেননা তা-
 হাদের দেশহইতে সমুদ্র অনেক দূর, এবং তাহাদের
 দেশে সমুদ্রের কোন মহান নান্দ, তাহাদের নিকট
 জাহাজের গমনাগমন নাই। এই সমস্ত কি তাহাদের
 অজ্ঞানতার কারণ নহে? এবং ইউরোপীয় লোকদের
 প্রধানতা হওনের কারণ কি? নৌকাচালাওনে তাহাদের
 বিদ্যা ও জাহাজে যাত্রা করণার্থে সুগম বাস। কি
 তাহার কারণ নয়? কল্লাসের নির্মাণ ও কলম্বাসের
 ক্রমিক আবিষ্কার অদ্যপর্য্যন্ত নূতন জগৎ বিখ্যাত যে আ-
 মেরিকা দেশ, তাহাতে কি আমাদের জাহাজ গমনাগমন
 করে না? এবং সে স্থানে কি ইউরোপীয় তুল্য লোক
 থাকেনা? এবং পূর্বে মধ্যস্থ সাগর যেমন লংসারের
 প্রাচীন বসতি ছিল, এইরূপে আটলান্টিক সাগরে কি
 বসতি হয় না?

অদ্যাবধি সভ্যতাবৃদ্ধির সমাপ্তি হয় নাই, ক্রমশ আরো অধিক বৃদ্ধি পাইলে আরও আশ্চর্য্য ফল উৎপন্ন হইবে। ইউরোপীয় লোক কেবল আট্টান্তিক সাগরে গমনাগমন করে এমত নহে, অন্যান্য সাগরেও গমনাগমন করে। ফিনিশীয় ও যুনানীয় লোকেরা এই আট্টান্তিক সাগরকে অপরিমেয় জ্ঞান করিত, কিন্তু হিন্দীয় ও পাসিফিক ও পূর্ব্বীরনামে বিখ্যাত যে মহাসমুদ্র উত্তর কেন্দ্রাবধি দক্ষিণ কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তারিত আছে, তাহার সহিত উপমা দিতে গেলে আট্টান্তিক সাগর অতিক্রম বোধ হয়। আমেরিকা দেশীয় লোকেরা সমুদ্রেতে অনেক দূর পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতেছে, এবং ইংলণ্ড দেশীয় লোকেরা আশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বদিগস্থ নানা উপদ্বীপে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই সমস্ত উপদ্বীপ জগতের পাঁচ অংশের একাংশ হয়। অস্ট্রালাশিয়া অতি উত্তম স্থান, একারণ বোধ হয় কতক বৎসরের পর সে স্থান সভ্য লোকেতে পরিপূর্ণ হইয়া মহামহোন্নতি প্রাপ্ত হইবে। যে ধর্ম্ম ও বিদ্যারূপ দীপ্তিতে ইউরোপ দেশ দীপ্তিমান হয়, তাহা দ্বিতীয় কাডমসের তুল্য কোন লোক সেস্থানে লইয়া যাউক। এবং আমাদের বিদ্যাবিশিষ্ট ভাইহুতি ও পিল্ উপদ্বীপের প্রবাসিগণ যুনানীয় লোকদের স্থাপিত নগরের ন্যায় নুতন বাসস্থান প্রস্তুত করুক। তাহাতে এখন যে উপদ্বীপেতে কেবল সুগন্ধি বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়, সে স্থানে অনেক নগর ও রাজধানী প্রস্তুত হইবে, এবং মহানগরের সম্মুখে শঙ্কুরবনের পরিবর্তে মাস্তুলবন উৎপন্ন হইবে, এবং পর্ব্বতের যে আকর কখন খনিত হয় নাই,

তাহাই হইতে মূৰণ ও খেতপত্ৰের মীত হইবে; এবং নবীন নগরের অন্তরণার্থে সমুদ্রের তলহইতে প্রবাল ও মুকুতা আনীত হইবে; এবং এক্ষণে যে দেশ কিছু অনো-
যোগের যোগ্য হয় না, তাহাতে ইউরোপ ও আশিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা লোকদের সদৃশ বা তাহাদের হইতেও প্রধান লোক বাস করিবে।

৪১। ছাপাকর্ম্মারম্ভের কথা।

অনেক লোক ছাপাখান নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহে, কিন্তু বাস্তব হলাণ্ড দেশের হার্লেম নগরে প্রথমে এই যন্ত্র নিম্নিত হইল, ইহা। প্রায় সকলেই স্বীকার করে। ঐ নগরের শাসনকর্তা কারেন্স কোম্পানির সাহেব ১৪৪০ শকে তাহা নিয়ন্ত্রণ করিলেন। তিনি এক দিন বি-
ক্রে নিকটস্থ উপবনে গিয়া আপন নামের অক্ষরের
শাকীরানুসারে বৃক্ষের কতকগুলি ডল কাটবাতিলেন।
পরে ঐ অক্ষরাকার বৃক্ষগুলি সকল কাগজের উপরে
রাখিয়া ইচ্ছা তাহা তুলিলে কুঙ্কটিকা দ্বারা ঐ অক্ষরের
আকৃতি নীচ কাগজে লাগিয়াছে, ইহা দেখিলেন।
পরে বিবেচনা করিয়া অন্যান্য পুকার পদ্ধতি করিতে
লাগিলেন; অপর তিনি কাষ্ঠের অক্ষর নিয়ন্ত্রণ করিয়া
এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহারে তাহা ডুবাইয়া কাগজে ছাপা
করিলেন, তাহাতে আরো উত্তম ছাপা হইল, ইহা
দেখিলেন। পরে তিনি শিশকের ও শিল্পীর
যন্ত্রের অক্ষর নিয়ন্ত্রণ করিয়া আপন নামে এক ছাপাখানা

স্থাপন করিলেন। এই প্রকারে তদবধি অদ্যপর্যন্ত এই উত্তম ছাপাবিদ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। পরে যোহন ফোষ্ট নামে তাহার এক দাস গোপনে ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মেন্স নামক নগরে গিয়া আপনি তাহা ব্যবহার করিল, তাহাতে সে ঐ নূতন বিদ্যা দ্বারা বিদ্বান ও মায়াবী রূপে বিখ্যাত হইল।

এই প্রকারে ক্রমেই এই ছাপাবিদ্যার পারিপাট্য হইলে তাহা দ্বারা লোকদের মধ্যে নানা জ্ঞান প্রকাশিত হইল, ও মনুষ্যজাতির এক প্রকার নূতন যুগ হইয়া উঠিল। মন্যনীয় ও রোমীয় লোকদের উন্নতির সময়ে তাহাদের মধ্যে কেবল মহান ও ধনি লোকেরা হস্তাক্ষর দ্বারা বিদ্যা উপার্জন করিত; এবং এই ছাপা-যন্ত্র যদি নির্মিত না হইত, তবে অদ্যপর্যন্ত তাদৃক হইত। কিন্তু এইরূপে ছাপা করণ দ্বারা পুস্তকের মূল্য শতাব্দের একাংশ হইয়াছে, একারণ প্রায় সমস্ত লোকই তাহা দ্বারা জ্ঞানোপার্জন করিতে পারে। ১২১৫ শকে আঙ্গু প্রদেশের রাণী এক খানি পুস্তকের মূল্য দুই শত মেঘ ও পাঁচ মোন গোম ও পাঁচ মোন সব দিল, এ কথা সপ্রমাণ হয়; এবং তৎকালে এক পদ্মপুস্তক ৪০০ বা ৫০০ ক্রৌন, অর্থাৎ এইরূপকার চতুর্ বা পঞ্চ সহস্র মুদ্রাতে বিক্রীত হইত। দেখ, এক পুস্তকের মূল্য যদি এখন এত টাকা দিতে হইত, তবে অতি অল্প লোক জ্ঞান উপার্জন করিতে পারিত। অতএব অন্যান্য বিদ্যা অপেক্ষা ছাপাবিদ্যা দ্বারা লোকদের শারীরিক ও মানসিক অনেক মঙ্গল অধিষ্ঠা আসিতেছে। ইংলণ্ড দেশীয় লোকদের

বৈদ্যমহাইতে যে ঐক্য ও অন্যদেশীয়দের মধ্যে যে উন্নতি ও নানা বিদ্যাতে প্রকাশিত যে উত্তম কথা ও ধর্মদ্বারা যে উত্তম ফল, এই সকল তাহারা এই ছাণা-বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪২। দূরদর্শনযন্ত্রের কথা।

দূরস্থ বস্তু দর্শনার্থে মনুম্যকৌশলেতে যে তেলেক্রপ যন্ত্র নিম্নিত হইয়াছে, সে সর্বসাধারণের হিতকারী হয়। ১৩০০ শত শকে ফ্লোরেন্তীয় সালবিনো নামক এক ব্যক্তি প্রথমে উপচক্কু অর্থাৎ চন্ডা নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার বহুকাল পরে এই দূরদর্শন ও সূক্ষ্ম-দর্শন যন্ত্র নিম্নিত হইল। ইলাও দেশের মিডলবর্গ নগরে এক উপচক্কুনির্মাণকারির পুত্র আপন পিতার কামনা-ক্রমে জীড়া করিতেছিল, সে আপন হস্তদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুল ও মধ্যমাঙ্গুল দুই অঙ্গুলীতে দুই কাচ ধরিয়া, কখন সমান ও কখন অসমান, কখন নিকটস্থ ও কখন দূরস্থ করিয়া, এক ভূরমালার উপরিস্থ এক কুক্কটমূর্তিকে দেখিতে হইত। তাহা নিকটস্থ ও বৃহৎ ও উল্টা দেখিল। সে এই কথা আপন পিতাকে কহিলে তাহার পিতা অতি আশ্চর্য জানিয়া কহিতে দুই কাচ লইয়া এক পাটী বা তক্তার উপরে সমতল কৌশলে স্থাপন করিল, যে তাহা নিকটস্থ ও দূরস্থ হইতে পারে। এই প্রকারে সাহায্য দূরস্থ বস্তু নিকটস্থের ন্যায় দৃষ্ট হয়, এমন যন্ত্র প্রথমে নিম্নিত হইল। অপর তৎকালি দেশের গ্যালিলেয়ি নামে এক বিদ্বান এই

কথা শুনিয়া এই প্রকার এক যন্ত্র নিৰ্মাণ করিতে মনো-
নিবেশ করিলেন। তিনি এক বৃহৎ মন্ডলের দুই প্রান্তে
দুই কাঁচ বন্ধ করিয়া এক দূরদর্শনযন্ত্র নিৰ্মাণ করিলেন।
পরে সেই যন্ত্রদ্বারা আকাশের চতুর্দিকে নক্ষত্রাদি
দ্রষ্টে লাগিলেন। তাহাতে বৃহত্তরিতমের চতুর্দিকে
চারি চন্দ্র আছে, এবং সূর্যের উপরে কয়েকটি আছে, ও
সূর্য আপন আলো দ্বারা, এবং চন্দ্রের পৃষ্ঠ ও উপত্যকা
আছে, এবং আকাশে চকুর অদৃশ্য অনেক প্রকার তারা
আছে, এই সকল দেখিতে পাওলেন। ১৬০ শকে
এই দূরদর্শনযন্ত্র নিৰ্মাণের অল্প দিন বিলম্বে এই সমস্ত
কথা প্রমাণিত হইল। তদবধি অদ্যপর্যন্ত এই দূরদর্শন-
যন্ত্র ক্রমেক্রমে আরো উত্তমরূপে নির্মিত হইতেছে,
তাহাতে বৈশ্বতর যে আকাশীয় অতিদূরত আশ্রয়
কর্য সকল মনুষ্যদের অগোচর ছিল, সে সমস্ত একত্রে
তাহাদ্বারা নুগোচর হইতেছে।

আমরা এই দূরদর্শনযন্ত্ররূপ বাহনদ্বারা শীঘ্র অতি-
দূরস্থ জগতে উপস্থিত হইতে পারি। ইহা না জানিলে
যে দূরদর্শনযন্ত্রদ্বারা যন্ত্র সকল জ্যোতির্বিদ্যে বৃহৎ দৃষ্ট
হয়, তাহাদ্বারা আমরা ভোগ্যময় শনিগ্রহের ন্যায়রূপে
দেখিতে পারি; অর্থাৎ ১৬৯০ বৎসর পর্যন্ত তাহার
নিকটে যাত্রা করিয়া এক ২ দণ্ডে ২৫ কোশের সর্বত্র
৪৫ কোটি কোশের পথ গমন করিলে পর আমরা চন্দ্র-
চকুর দ্বারা শনিগ্রহকে যেমন দেখিতে পাইতাম, তদ্রূপ
এ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টি করিলেই তাহা দেখিতে পাই। এই
প্রকারে আমরা আকাশস্থ অন্য ২ নক্ষত্রগণের ব্যুৎপত্তি

অগণনীয় সংখ্যায় বিস্তারিত হীন দেখিতে পাই।
আমরা যদি আকাশের মধ্যে দুই খণ্ড ক্রোশ গমন করি,
তথাপি চক্ষুস্কৃতে ইহার অধিক দ্রষ্ট দেখিতে পাই না।
কিন্তু কামানের গুলির তুল্য আমাদের গমনের বেগ
ইহাও এত ক্রোশ দূর গমন করিতে আমাদের কোটি
কক্ষর লাগে। আর দিব্যদূতগণের ও স্বর্গীয় লিঙ্গ বোকের
বেগগমনের ন্যায় আমরা বেগে গমন করিতে পারি না,
কিন্তু পরমেশ্বর তাহার পরিবর্তে আমাদিগকে এক যন্ত্র
সিঁদাছেন, তাহা দ্বারা আমরা দূরস্থ বস্তু সকল দেখিতে
পাই; অতএব তাহারা এই দূরদর্শনযন্ত্রকে ঈশ্বরের দান
স্বীকার করে তাহারা অতি সৎকথা কহে।

৪৩। সূক্ষ্মদর্শনযন্ত্রের কথা।

দূরদর্শনযন্ত্রের মতানুসারে অতিসূক্ষ্ম বস্তু দর্শনার্থে
যিকল্প অথবা সূক্ষ্মদর্শনযন্ত্র নির্মিত হইল, কিন্তু কে
নির্মাণ করিল তাহা জানা যায় না। হলাও জাতীয়
জবল নামক এক মনুষ্য ১৬২১ শকে এই যন্ত্রের নির্মাণ
হা লাভ করিলেন, ইহা বোধ হয়। এই যন্ত্রদ্বারা
স্বাভাবিক চক্ষুদ্বারা মধ্য মান প্রকার আশ্চর্য্য দ্রব্য দৃষ্ট
হয়। পরমাণু যত সূক্ষ্ম হউক আমরা তাহার বিশেষ
আকার দ্রষ্ট দেখিতে পাই, এবং ক্রান্তের চক্ষুর উপ-
রিষ্ক আইশ আলোক এমন সূক্ষ্মরূপে নির্মিত যে মনুষ্য-
কর্তৃক কখন তাদৃক নির্মিত হইতে পারে না; এবং
শাক্ত পুরু বদ্যপি সহস্র বৎসর হউক ইহা তথাপি

তাহার অগুণ্ডা : যেমন চক্রেতে তদ্বারাও তাহা সূক্ষ্ম ও পরিষ্কৃত দৃষ্ট হয় ; এবং প্রজাপতির পক্ষের উপ-
রিহু যে সমস্ত রেণু সে সকল অতি সুন্দর পালকের
তুল্য দৃষ্ট হয় ; এবং আমাদের মস্তকস্থ কেশ সকল
সমূল ও সূর্য্যাবিশিষ্ট এক ২ নলের ন্যায় দৃষ্ট হয় ;
এবং ত্বকস্থ যে রোমকুপদ্বারা দর্শ্য নিগত হয় সে
সমস্ত এমত সূক্ষ্ম যে এক বালকাদ্বারা এক শত পঁচিশ
সহস্র কূপ আচ্ছাদিত হইতে পারে। এবং কোন
দ্রববস্তুর মধ্যে এমত ক্ষুদ্র কীট দৃষ্ট হয় যে তাহাদের
পঞ্চাশ সহস্র কীট এক নিষ্কির সদৃশ হয়। এমত সূক্ষ্ম
হইলেও তাহাদের প্রত্যেক কীটের মুখ ও চক্ৰ ও উদর
ও রক্তশিরা ও প্রাণধারণার্থে প্রয়োজনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
সকলই দৃষ্ট হয়। এবং পৃথুরিণীর জল হরিতবর্ণ ও
মলিন হইলে জলের প্রত্যেক বিন্দু প্রত্যেক জগতের
ন্যায় ও তাহার মধ্যে লক্ষ ২ প্রাণী আছে, ইহা দৃষ্ট
হয়। এবং আদু ভূমিস্থ শৈবাল এক বনের ন্যায়,
তাহার মধ্যে বৃক্ষ শাখা পত্র ফল আছে, ইহা দৃষ্ট
হয়। সূক্ষ্মদর্শনযন্ত্রদ্বারা এই সমস্ত দৃষ্ট হইতে পারে।
সংক্ষেপে বলি, যে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর এই মহা-
লীল্যবীকে গোলাকার করিয়াছেন, ও বৃহৎ হারাগণ
নির্ম্মাণ করিয়া আকাশের মধ্যে গমন করাইতেছেন,
তিনি এক ২ মল্লিকার চক্ৰ মধ্যস্থ যে সহস্র গোলাকার
বস্তু ও নিষ্কির মধ্যে যে রক্তশিরা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সন্নি-
বধান আছে এ সমস্তও নির্ম্মাণ করিলেন।

৪৪। বাতানের কথা।

গতি বা বেগযুক্ত যে বায়ু সে বাতানরূপে বিখ্যাত হয়। এই বাতাস নামা করণে জন্মে। শীত ও গ্রীষ্ম-দ্বারা বায়ুমধ্যে যে বিকার জন্মে সে তাহার সাপাদন করিয়া হয়। যখন আকাশবায়ুর এক দিগে অধিক গুণিত হয়, তৎকালে সেই দিগের বায়ু বিস্তারিত হয়, তাহাতে বায়ুর ঘনত্বের ন্যূনত্ব নষ্ট হইলে সেই বায়ু উর্দ্ধে উঠে, এবং গুরুত্বা ন্যূন হওন পর্য্যন্ত চতুর্দিগে বায়ু চতুর্দিগেইতে সেই স্থানে গমন করে। অতএব যাহারা সেই স্থানের উত্তর দিগে থাকে তাহাদের নিকটে উত্তরীয় বাতাস হয়, ও যাহারা দক্ষিণে থাকে তাহাদের নিকটে দক্ষিণ বাতাস হয়। বিষুবরেখার উত্তর দক্ষিণ ২০ অংশ পর্য্যন্ত প্রবল বায়ু হয়, কেননা সে স্থানে গ্রীষ্মের আধিক্য প্রযুক্ত তাপদ্বারা বায়ু বিস্তারিত হইয়া উঠে। এবং উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রস্থ বায়ু ন্যূন হওন তাহার স্থানে প্রবেশ করে। এবং যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠকারী সেই বাতাসের হ্রাস না হইত তবে উত্তরদিগ-নিবাসি লোকদের নিকটে উত্তরীয় বাতাস, ও দক্ষিণ-দিগনিবাসি লোকদের নিকটে দক্ষিণীয় বাতাস, ও বিষুব-রেখানিবাসি লোকদের নিকটে সর্বদা প্রচণ্ড বাতাস হইত। আকাশবায়ু পৃথিবীকে বেঁকন করিয়া তাহার নিকট গমন করে, সুতরাং বিষুবরেখার নিকটস্থ বায়ু অন্য বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী হয়, কিন্তু তাহার দূরস্থ বায়ু মন্দগামী হয়। অতএব বিষুবরেখার নিকটস্থ বায়ুর গুরুত্বা ন্যূন করণার্থে যে উত্তরীয় ও দক্ষিণীয় বাতাস

বিষুবরেখার দিগে গমন করে, তাহা কিছু মন্দগামী হওয়াতে পশ্চাৎ থাকে, এবং পৃথিবী তাহাহইতে আরো দ্রুতগামী হওয়াতে তাহার মধ্যদিয়া পশ্চিমদিকের দৃশ্য-দিগে অগ্রে চলে, এই কারণে বিষুবরেখার নিকটে পূর্বীয় বায়ু নিত্য বহে। এই পূর্বীয় বায়ুর সহিত দক্ষিণীয় ও উত্তরীয় বায়ু যুক্ত হইলে যাহা আমরা বাণিজ্যোপকারক বাতাস বলি, সেই নিত্য বাতাস উৎপন্ন হয়। ফলতঃ উত্তরীয় ও পূর্বীয় বায়ু যুক্ত হইলে নিত্য উত্তরপূর্বীয় বাতাস উৎপন্ন হয়, এবং দক্ষিণীয় ও পূর্বীয় বায়ু যুক্ত হইলে নিত্য দক্ষিণপূর্বীয় বাতাস উৎপন্ন হয়। এই বাতাস বিষুবরেখার দুই দিগে ত্রিশ অংশ পর্য্যন্ত বহে, এবং তাহাহইতে অধিক উত্তর ও দক্ষিণ স্থানে নানাপ্রকার বাতাস হয়।

আর মনসুন নামে বিখ্যাত বাণিজ্যোপকারী অন্য বাতাস বৎসরে ছয় মাস বহিলে পর পারবত্ত হয়। সেই পরিবর্তনের কারণ এই, পৃথিবীর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করণ সময়ে ছয় মাস পর্য্যন্ত উত্তরকেন্দ্র সূর্য্যের প্রতি নত থাকে, এবং অন্য ছয় মাস পর্য্যন্ত দক্ষিণকেন্দ্র সূর্য্যের প্রতি নত থাকে। এবং উত্তর দিগে গ্রীষ্ম হইলে আরবী ও পারসী ও হিন্দুস্থান ও চীনদেশ আর্দ্রায় উত্তপ্ত হয়, তাহাতে বায়ু সূর্য্যের প্রচুর ক্রিরণে পরিপূর্ণ হয়, এই প্রকারে বায়ু বিস্তারিত হইলে তাহার গুরুতার সমানতা বিনষ্ট হয়। তাহাতে তাহা সমান করণার্থে দক্ষিণ ও পূর্ব দিগে দ্রুত আরো শীতল যে বায়ু তাহা ঐ স্থানের নিকটে গমন করিয়া উপস্থিত হয়। একারণ আশিয়াদেশ ও মিসর

রেখার মধ্যস্থ সমস্ত সমুদ্রেতে এই বায়ুবেগদ্বারা ছয় মাস পর্যন্ত বাণিজ্যোপকারক বাতাস প্রায় এক দিগন্তে উৎপন্ন হয়। আর ছয় মাস দক্ষিণ দিগে গুঁষা হইলে বিশ্ব-রেখার দক্ষিণদিগন্ত সমুদ্রও দেশ সমস্ত অতি উত্তপ্ত হয়, এবং এই তাপদ্বান বায়ু বিস্তারিত হইলে বিশ্বাবরণ-বিশ্ব বায়ুর পারবর্তন হয়, ও সে বিপরীত দিগে গৈ। এই বার্ষিক বাতাসের পরিবর্তনকে জাহাজীয় লোকেরা বাতাসের বা মনসূনের ভাঙ্গন বহ। তাহা ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু সূর্য যেমন ব্রহ্মে ২ দক্ষিণাঘনে ও উত্তরাঘনে গমন করে তদনুসারে হয়। তথাপি এটি বার্ষিক পরিবর্তনে জাহাজনাশকারি ঝড় ও ঘূর্ণবায়ু হয়, এই নিমিত্তে লোকেরা তৎকালে সমুদ্র গাইতে চাহে না।

৪৫। রক্তচলনের কথা।

যেমন লগুন মল্লানগরের প্রত্যেক গৃহে জল প্রদানার্থে নানা স্থানে নানা মল স্থাপিত আছে, তদ্রূপ নকল শরীরে রক্ত প্রদানার্থে নানা স্থানে নানা রক্তাশি স্থাপিত আছে। এই শরীরের নরম জল চাকনাথে ১০ তরে এক দম্ভক স্থাপিত আছে, এবং এই দম্ভক হইতে নানা রক্ত ২ মল নানাধিগে নির্গত হয়, এবং এই রক্ত ২ মল-হইতে ক্ষুদ্র ২ মল নির্গত হইয়া নানা পাথে ও গণিত সময় করে, এবং জাহাজ হইতে আরো ক্ষুদ্র ২ মল নির্গত হইয়া প্রত্যেক গৃহে গমন করে, সেইরূপ আত্মাদের শরীরেতেও আছে। মলবরশ রক্তশিরা শরীরের আদ্যন্ত প্রসারিত রক্ত কোণাইয়া দেয়। কিন্তু লগুন নকল শরীর

জল পাইয়া যেমন স্বেচ্ছানুসারে তত্ত্বাবহা করি, তদ্রূপ রক্তের ব্যয় হইলে হয় না। কেননা যে রক্ত অন্তঃকরণ হইতে নির্গত হইয়া শিরাদ্বারা যন্ত্রের অন্তঃপর্ষ্যন্ত গমন করে, তাহাকে সেই অন্তঃকরণে পুনর্বার প্রবেশ করিতে হয়, নতুবা শরীরের স্বাস্থ্য হইতে পারে না।

অন্তঃকরণে রক্তের প্রত্যাগমনার্থে অন্য ২ নলস্বরূপ শিরা স্থাপিত আছে, তাহাদের অগ্রাংশ সকল এই প্রথম শিরার ক্ষুদ্র ২ ভাগাদ্বারা তৎসংলগ্ন হইয়া রক্ত সংগ্রহ করণ প্রথমে পুনর্বার অন্তঃকরণে প্রবেশ করায়। রক্তচিত্রনকারি ও রক্তসংগ্রহকারি, এটি যে দুই প্রকার রক্তশিরা আছে, তাহাদের আশ্রিতে অঙ্গ বিশেষ আছে, কিন্তু রক্তচিত্রনকারি শিরাদ্বারা রক্ত যেমন রক্তাশয় অন্তঃকরণ হইতে নির্গত হইয়া শরীরের নকড়ানে উপনীত হয়, তদ্রূপ রক্তসংগ্রহকারি শিরাদ্বারা রক্ত সমস্ত স্থান হইতে সংগ্রহীত হইয়া পুনর্বার অন্তঃকরণরূপ আশয়ে একত্রীকৃত হয়, তাহাতে প্রথমে ক্ষুদ্র ২ শিরার রক্ত সংগ্রহীত হইলে ক্রমে ২ বড় ২ শিরাতে প্রবেশ করে, শেষে অধিক বড় এক মহাশিরাতত্ত্বাবহিত হইয়া এক দ্বার দিয়া অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয়।

অন্তঃকরণ রক্তচালনকারি এত দূরকর্তব্য যে তাহাতে চারি গুরুত্ববিশিষ্ট আশয়েতে বিভক্ত হয়। সেই অন্তঃকরণ অন্য ২ মাংসপেশীর ন্যায় সঙ্কুচিত হইতে পারে, এবং সঙ্কুচিত হইলে অন্তরস্থ রক্ত নলেতে নির্গত হয়; পুনর্বার শিথিল হইলে অন্তঃকরণ কাঁপা ও বিস্তারিত হইয়া রক্তসংগ্রহকারি শিরাদ্বারা আনীত রক্ত গড়ন করিতে

পরে দ্বিতীয় দ্বার সঙ্কুচিত হইয়া বিতরণকারি শিরা
দিয়া রক্ত চালান করে, অর্থাৎ উক্ত রক্ত গৃহণ করি-
য়াছিল, ততই পুনরায় নির্গত হয়। এই রূপে প্রত্যেক
যটিকাতে চতুঃসহস্র দ্বার সঙ্কুচিত ও বিস্তারিত হইতে ২
অন্তঃকরণ আপন কক্ষ সাধন করিয়া শরীরের নমন
অঙ্গে প্রত্যঙ্গে রক্ত বোণাইয়া বল প্রদান করে, এবং
মানে ২ ও বৎসরে ২ অবিশ্রামে শ্রম করিয়া ক্লান্ত হয়
না। তাহার যে দুই বৃহৎ আশয়হইতে রক্ত পুনঃপুনঃ
নির্গত হয়, তাহার নাম হৃদদর, এবং যে দুই ক্ষুদ্র আ-
শয়ে সৎগৃহীত হয়, তাহার নাম হৃৎকর্ণ। এবং রক্ত-
বিতরণকারি শিরার মধ্যে স্থানে ২ ক্ষুদ্র ২ কবাট আছে,
তাহা অন্তঃকরণহইতে নির্গমনকারি রক্তস্রোতর বেগেতে
মুক্ত হইয়া রক্তকে নিগমন করিতে দেয়, কিন্তু অন্তঃকরণে
প্রত্যাগমন করিতে দেয় না।

এই সকলের দ্বারা ঈশ্বরের মহাকৌশল সম্যকরূপে
প্রকাশ পাইতেছে। দেখ, অন্তঃকরণহইতে যে রক্ত নির্গত
হয়, তাহা প্রথমে বিস্তারিত শিরা দিয়া বহিয়া ক্রমে ২
সঙ্কুচিত শিরাতে প্রবেশ করে; কিন্তু যে রক্ত অন্তঃকরণে
প্রত্যাগমন করে, তাহা প্রথমে ক্ষুদ্র ২ শিরাতে গৃহীত
হইয়া ক্রমে ২ বিস্তারিত শিরাতে প্রবেশ করে। সুতরাং
রক্ত বিতরণকারি শিরাতে যত বলে চাপে, তত বলে
সৎগৃহকারি শিরাতে চাপে না। তাহাতে কেন শরীরের
কোন হানি না করে, এই নিমিত্তে পরমেশ্বর রক্ত
সৎগৃহকারি শিরা অপেক্ষা রক্তবিতরণকারি শিরা
মজলকে অধিক দৃঢ় ও দৃঢ় করিয়াছেন। রক্তবিতরণকারি

ও রক্তসংগৃহকারি এই দুই প্রকার শিরার মধ্যে এই একটি বিশেষ হয়। এবং পসমেশ্বরর সৌন্দর্য প্রকাশকারি আরো এক ভেদ আছে। যে শিরা ভক্ষণকরণ হইতে রক্ত আনিয়া বিতরণ করে তাহা যদি বিদ্ধ হয়, তবে রক্তসংগৃহকারি অন্য শিরার বিদ্ধ হওন অপেক্ষা তাহার বিদ্ধ হওনে অধিক মন্দ হইবে, এই নিমিত্ত রক্তবিতরণকারি শিরা দৃঢ় হয় তাহা কেবল নয়, কিন্তু মাংসপেশীর মধ্যে অতিশয় স্থানেতে স্থাপিত আছে, কিম্বা অস্থির উপরে খোদিত ক্ষুদ্র গাণ্ডিগা গমন করে। রক্তবিতরণকারি শিরার রক্তাণ্ডে পঙ্করের অন্তঃপাশ্বে এই প্রকার নিম্ন পথ আছে। এবং যে তঞ্জুলীর সহজে হানি হইতে পারে তাহার অন্তরস্থ অস্থির পাশ্বে তক্রপ নিম্ন পথ আছে। তত্রস্থ রক্তবিতরণকারি শিরা এমনত মান-ধানে রক্ষিত হয় যে তঞ্জুলীর অস্থি পথ্যে কাটিলেও সেই শিরার হানি হইতে পারে না।

৪৬। গুরুতার কথা।

গুরুতাপ্তিকার্য্য পৃথিবীস্থ ভাস্কর্য্য তাহার প্রতি অর্থাৎ তাহার মধ্যভাগের প্রতি আকর্ষিত হয়। যদি কোন প্রস্তর কোন উচ্চ দূর্গ বা পক্ষ হইতে পতিত বা নিক্ষিপ্ত হয়, তবে প্রথম বিপলে সত হাত অধোগমন করে, দ্বিতীয় বিপলে তাহার তিনগুণ পথ গমন করে; এবং তৃতীয় বিপলে পাঁচগুণ ও চতুর্থ বিপলে সাতগুণ পথ অধোগমন করে। ফলতঃ এক বিপলে যত দূর যায়, তত

বিপলে তাহার চতুর্ভুজ যায়, ও তিন বিপলে তাহার
নবগুণ যায়, ও চারি বিপলে দ্বৈশগুণ যায় ইত্যাদি।
অতএব উক্ত দুই বা পঞ্চতর ইতে যে পুস্তক পঠিত হই-
রাছে, তাহা এক নিরূপিত সময়ে কত দূর পঠিত হই-
রাছে, ইহা যদি জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে প্রথম বিপলে
কত দূর পাঁড়ে তাহার সংখ্যা লইয়া বিপলের বর্ণদ্বারা
পুস্তক করিয়া গণনা কর। প্রায় সকল বস্তু প্রথম বিপলে
১৬ চরণ ১ বৃক্কল পথ পড়ে, দুই বিপলে ৬৪ চরণ ৪ বৃক্কল
পথ পড়িবে, ও তিন বিপলে ১৪৪ চরণ ২ বৃক্কল পাড়িবে।
যে পুস্তক পঞ্চতরের পার্শ্ব দিয়া পড়ে, সেও এই রূপ
পঠিত হয়; তথাপি প্রথম বিপলে কত দূর চলিবে
তাহা পঞ্চতরের হেলা ভাবানুসারে নিরূপিত হইবে।

৪৭। গুরুত্বের মধ্যভাগ কথা।

বস্তুর যে স্থানের চতুর্দিকে পরমাণু সকল সমানরূপে
স্থাপিত হওয়াতে বস্তু স্থির থাকে, সেই স্থানকে আমরা
তাহার গুরুত্বের মধ্যভাগ বলি। তুমি এক পুস্তক লইয়া
আঙুলীর উপরে রাখ, এবং কোন স্থানে আঙুলী দিলে
পুস্তক পঠিত না হয়, তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখ, সেই
স্থান পুস্তকের গুরুত্বের মধ্যভাগ হয়। ঐ মধ্যভাগ প্রথমে
নির্দেশ পঠিত হয়, তাহার পর নিকটস্থ অন্য অবয়ব
পঠিত হয়। যাহার এক ভাগ গুরু ও অন্য ভাগ লঘু, এমনত
কোন বস্তু যদি উর্ধ্বে নিষ্কৃত হয়, তবে তাহার ঐ গুরু
ভাগ প্রথমে পঠিত হইবে, এই কারণে যাহার অগ্রভাগ

পশ্চাত্তান মনোবল গুরুতর নির্মিত হয়। যদি গুরুত্বের মধ্যতা অবধি তুমি পর্য্যন্ত এক রেখা হয়, তবে তাহাকে পতনের রেখা বলা যায়। বস্তুর যে নীচ পৃষ্ঠ ভ্রমিতে লাগে, তাহা বিস্তারিত হইলে সেই বস্তু উল্টান অতি কঠিন হয়, কেননা অধিক শ্রম না করিলে তাহার পতনের রেখা নীচ পৃষ্ঠের বাহ্যে পড়িবে না। দেখ এক পিপাকে সহজে সরান যায়, কিন্তু এক সিঁদুককে সরান দুষ্কর। একারণ মনুষ্য মল্লযুদ্ধ করণ সময়ে যদি পতনের ভয় করে, তবে নিশ্চয় শক্ত্যানুসারে এক চরণ হইতে অন্য চরণকে দূরে রাখে। এবং গুরুত্বের মধ্যতা উচ্চ হইলে বস্তুকে সহজে উল্টান যায়। শকটের মধ্যস্থান শূন্য হইলে উপরে যদি মনুষ্য ও গুরুতর বস্তু থাকে তবে তাহাকে সহজে উল্টান যায়। মনুষ্যের পতনের রেখা দুই চরণের মধ্যে এবং পতর চারি চরণের মধ্যে থাকে। কুকুর পশ্চাত্তানের দুই চরণে নিভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে না, কারণ তাহার গুরুতর মধ্যতা অগ্রভাগে আছে। সেই কারণেই হংস ও রাজহংস প্রভৃতিও মন্দগামী হয়। এবং মাজারাদি লক্ষ্যকর পশুগণের মধ্যে গুরুতর মধ্যতা এমনতর আশ্চর্যরূপে স্থাপিত আছে যে তাহার পতনসময়ে মর্জদা আপন ২ পদে নিভর দিয়া পড়িত হয়।

৩-। মনের ঐশ্বর্য্য কথা।

মনুষ্যের সর্বোত্তম বস্তু কখন অপহৃত হয় না, তাহাকে অতি লোকদের কিছু অধিকারও থাকে না, তাহাকে

কাহাকে মন্ত হইতেও পারি না। পরমেশ্বরের মহা-
কাব্য এই জগৎ যেমন উত্তম তরুণ এই জগতের বি-
কশিত করিতে আরম্ভের মত উত্তম ও সম্বলিত হয়। এই
উত্তম বস্তু আমাদেরই কাছে, আমরা যাবৎ জগতে বাস
করি ও মনের দ্বারা সমস্ত ভোগ করি ৩৯৭ ও ৩৯৮ ও
৩৯৯ আমাদের হইতে কেহ হরণ করিতে পারে না। অত-
এর আইস, আমরা গম্ভীর পথে নির্ভয়ে গমন কর, তা-
হাতে আমরা যে ক্ষেত্র স্থানে উপস্থিত হই, ও সে কোন
দেশে ভ্রমণ করি, কৃত্রাপি সমস্তোভাবে বিদেশী হইব
না। সর্বত্র আমাদের তল্য আকৃতি ও মন ও স্বভাব
বিশিষ্ট কোনক ২ ত্রী ও পুরুষকে দেখিতে পাইব।

আর এক মূলহইতে সৎকর্ম ও অন্য মূলহইতে অন্য-
কর্ম উৎপন্ন হয়; কিন্তু লোক পদলম্বিত যে বিধি ও
ব্যবহার, তদনুসারে, এই সৎকর্ম ও অন্যকর্ম নানা-
বিধ হয়, ইহাও দর্শন করিয়া, সৎকর্ম ও অন্যকর্মের মধ্যে
কিছুকাল একই এক চিত্ত ও এক সূর্য্য দর্শন করিব,
এবং একবৎ আকাশ ও একবৎকার নক্ষত্রগণ আমাদের
সম্মুখপরি থাকিবে। এবং যে গৃহগণ পৃথিবীর ন্যায়
নানা পরিমিত সূর্য্যক প্রদর্শিত করে, এবং সূর্য্যের
ন্যায় যে সমস্ত আকাশ নক্ষত্র অপরিমেয় আকাশে স্থিতি
করিয়া অন্যান্য জগৎকে দীর্ঘ জ্বলন করে, এই সমস্তকে
আমরা পৃথিবীর তারৎ দেখহইতেই দেখিতে পাইব।
তাহা দেখিলে আমরা সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গস্থল্য সুখভোগ
করিব, এবং কোন দেশের ভ্রমিতে গমনগমন করি, এ
বিষয়ে আমাদের কোন চিন্তা থাকিবে না।